সম্মেলন স্মরণিকা ২০০১

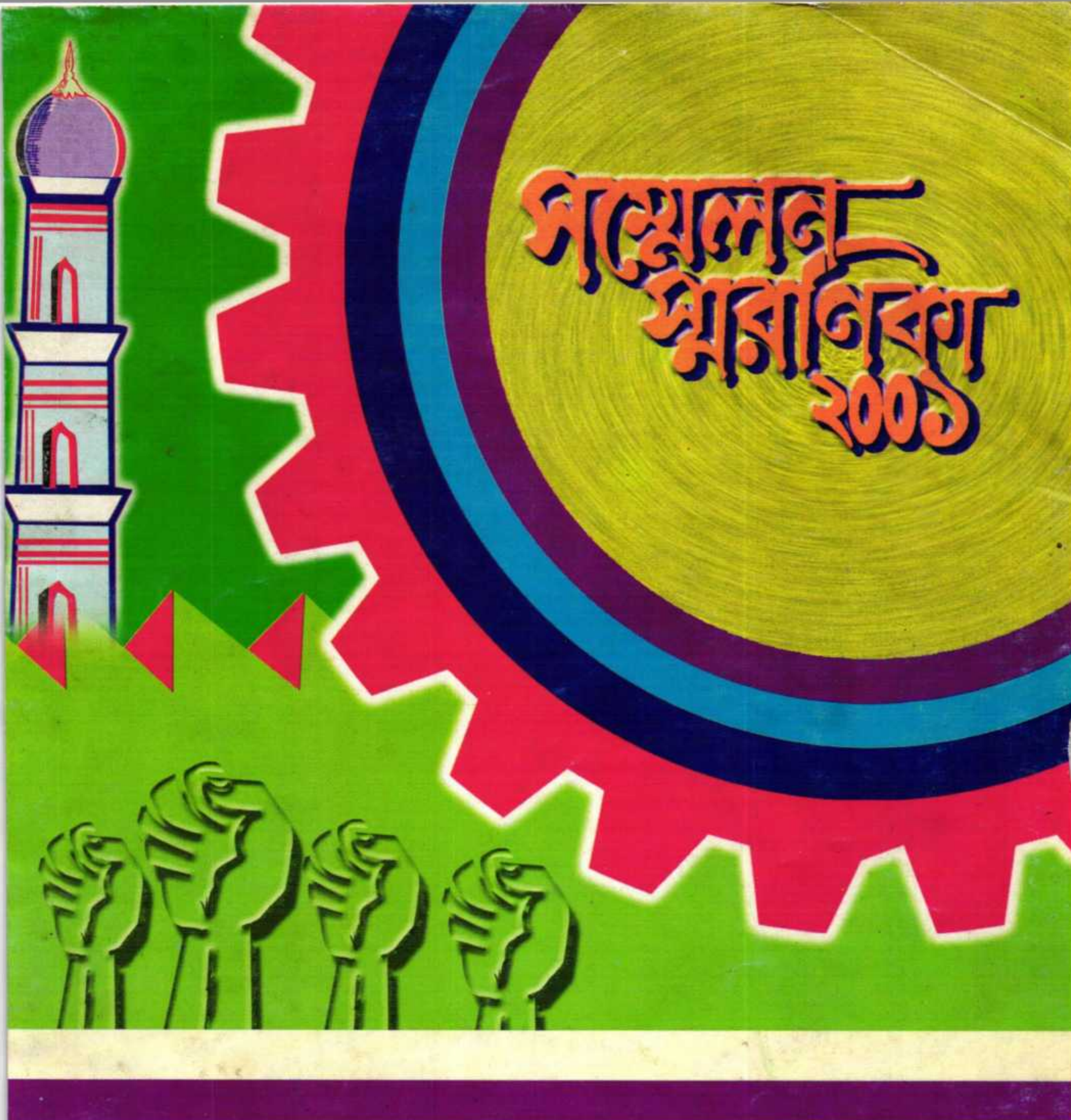

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বিগত শতাব্দী থেকে বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত

একই নাম-একই পানীয়

রূহ্ আফজা

তৃপ্তি দেয়, সতেজ করে

- বিংশ শতাব্দী ছিল গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের শতক। মানবদেহে মৌসুমের প্রভাবকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। মানুষকে এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার জন্য নির্বাচিত ভেষজ এবং ফল ফলাদি থেকে চমৎকার এবং ভারসাম্যপূর্ণ পানীয় **রূহ্ আফজা** তৈরী করা হয়েছে।
- প্রাকৃতিক কার্যকারিতা, অতুলনীয় স্বাদ এবং উন্নত গুণগত মানের কারণে শুধু দক্ষিণ এশিয়াতেই নয় বরং ইউরোপ, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, জাপানসহ সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে **রূহ্ আফজা** অনন্য পানীয় হিসেবে সমাদৃত।
- সমগ্র বিশ্বে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি **রূহ্ আফজা**'র গ্রহণযোগ্যতা দেখে আমরা দৃঢ়ভাবে আশাবাদী বিংশ শতকের মত একবিংশ শতকেও **রূহ্ আফজা**'ই থাকবে সবার শীর্ষে।

বর্ণ, গন্ধ এবং কার্যকারিতায় অনন্য

শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ হালাল পানীয়

হামদর্দ

হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশ

হামদর্দ ভবন, ২৯১/১, সোনারগাঁও রোড, ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ, ফোন : ৯৬৬৫৯৬৫-৬

১৯০৭ সন থেকে

অনন্য গুণগত মান নিয়ে

আজো জনপ্রিয়তার শীর্ষে

সম্মেলন স্মরণিকা ২০০১

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

সম্মেলন স্মরণিকা - ২০০১

Biennial Conference Souvenir -2001

প্রধান পৃষ্ঠপোষক ঃ এডভোকেট শেখ আনছার আলী (সাবেক এম.পি)
সভাপতি - বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

সম্পাদক ঃ অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান।

সহকারী সম্পাদক ঃ কবির আহমদ মজুমদার।
এডভোকেট এস, এম, আব্দুল হাই
মোঃ আবুল হাসেম

সহযোগিতায় ঃ মাওঃ আনিছুর রহমান চৌধুরী
মির্জা মিজানুর রহমান।
খায়রুল ইসলাম।

প্রকাশনায় ঃ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

Published By : Bangladesh Sramik Kalyan Federation

Address : 435 / A, Elphant Road, Bara Mogbazar, Dhaka-1217

৪৩৫/ক, এলিফ্যান্ট রোড বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৩১৫৮১, ৯৩৩১২৩৯-৪৫

প্রকাশকাল ঃ ৯ই নভেম্বর, শুক্রবার ২০০১ইং

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ নাবীল কম্পিউটারস্
৪৯১, এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৩৪১৮২

মুদ্রণে ঃ আল-ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩, এ্যালিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৪৫৭৪১

শুভেচ্ছা মূল্য ঃ ২৫ টাকা মাত্র।

সূচীপত্র

❖ কুরআনের বাণী

❖ সম্পাদকীয়

❖ শুভেচ্ছা বাণী

❖ উদ্বোধনী ভাষণ ঃ কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন।

❖ কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক প্রতিবেদন জুন '৯৯ হইতে জুন ২০০১ ইং

❖ বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্প ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা - আবুল কাশেম হায়দার।

❖ সংকটের মুখে গার্মেন্টস্ শিল্প ঃ কবির আহমদ মজুমদার

❖ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে চট্টগ্রাম বন্দরের ভূমিকা ঃ কাজী জাহাঙ্গীর হোসাইন

❖ ঢাকা মহানগরীর স্বল্প আয়ের শ্রমিকদের করুণ চিত্র ঃ এডভোকেট এস, এম, আব্দুল হাই

❖ আন্তর্জাতিক ইসলামী শ্রম সংস্থা ঃ সাঈদ আল হাসান

❖ ইসলামী আন্দোলনে শ্রমজীবি মানুষের গুরুত্ব ঃ অধ্যাপক হারুনুর রশীদ খান

❖ কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের তালিকা ঃ ১৯৯৯ - ২০০১ ইং

❖ সংবাদ পরিক্রমা

❖ কবিতা ঃ সোবহান তুমি সোবহান ঃ আলী আহমদ

❖ এ্যালবাম

❖ বিজ্ঞাপন

আলকুরআনের বাণী

وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِي الاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً
وَّنَجْعَلَهُمُ الوَّارِثِيْنَ . وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الاَرْضِ .

"আর আমরা চেয়েছিলাম দুর্বল করে রাখা লোকদের প্রতি অনুগ্রহ দান করতে। তাদের নেতা বানাতে ও উত্তরাধিকারী বানাতে এবং পৃথিবীতে তাদেরকে ক্ষমতাসীন করতে। (সুরা ক্বাসাস ৫-৬)

এ পৃথিবী ও তার মাঝে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ তা'য়ালার সৃষ্টি। তিনি এখানে সকলকে তার ইবাদত করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। মানুষ মাত্রই আল্লাহর দাস হিসেবে একমাত্র তাঁকেই মানবে। অন্য কারো কর্তৃত্ব-প্রভুত্ব মানবে না। কিন্তু পৃথিবীর জালেম ও শোষক শ্রেণীর লোকেরা ক্ষমতা ও অর্থ লাভ করে অধীনস্ত প্রজা সাধারণ ও শ্রমজীবী মানুষকে দুর্বল করে রাখতে চায়। কারণ, অধীনস্ত লোকেরা সুযোগ পেলে তাদের মত স্বাবলম্বী হয়ে যাবে। ফলে, তাদের রাজত্ব আর চলবেনা। চলবেনা তাদের বাহাদুরী ও মানুষের ওপর প্রভুত্ব! অন্যদিকে বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ এ অসহায় অত্যাচারিত মজলুম লোকদের মর্যাদা সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। তিনি চান তার নির্যাতিত-নিপীড়িত লোকেরা মাথা তুলে দাঁড়াক। আল্লাহ তা'য়ালা এখানে নির্যাতিত, অধীনস্ত ও অসহায় মানুষদেরকে যে সাহায্য দিতে চান তা হলো ঃ

১। তাদেরকে সমাজের নেতা বানাবেন।

২। সমাজের ও সম্পদের উত্তরাধিকারী বানাবেন।

৩। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করবেন।

তাই আমরা দেখি, আল্লাহর রসূলগণকে সমাজপতি ও ক্ষমতাসীনরা সব দিক থেকে অত্যাচার নির্যাতনের দ্বারা সমাজে দুর্বল করে রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে। কিন্তু আল্লাহর সাহায্যে গরীবরা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাও লাভ করেছে।

আজকের যুগের অসহায় অধীনস্ত ও শ্রমজীবী মানুষ যদি আল্লাহর দ্বীনকে সঠিকভাবে গ্রহণ করে এবং সংঘবদ্ধ ভাবে ইসলাম বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন করে, তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা দুর্বল লোকদের বিজয় দান করবেন। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে সকল মানুষ সমান অধিকার ও ন্যায় বিচার লাভ করবে। যেমনটি মদীনায় আমরা দেখেছি। বর্তমানে চেচনিয়া ও আফগানিস্তান তার উজ্জল দৃষ্টান্ত।

সম্পাদকীয়

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

আলহদুলিল্লাহি রাব্বিল আ'লামিন।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন ২০০১ উপলক্ষে একটি "স্মরণিকা" প্রকাশের তওফিক লাভ করায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি।

মানুষের উপর মানুষের প্রভত্বের বেড়াজাল ছিন্ন করে মুক্তিকামী শ্রমিক জনতা আজ নতুন সোবহে সাদিকের আশায় উন্মুখ। গোটা দুনিয়া জুড়ে মুক্তিকামী জনতার জনাকীর্ণ মিছিল। সে মিছিলে শ্রমিক-মজুরের আকাশ বিদারী শ্লোগান "শোষণ মুক্ত সমাজ চাই"। মালিক-শ্রমিকে সংঘাত নয় সমঝোতা ও একাত্মতা চাই। যেখানে থাকবে না মালিক-শ্রমিক, ধনী-গরীবের ভেদাভেদ, ক্ষুধিতের কান্না, বস্ত্রহীনের মর্মব্যথা ও নিরাশ্রয় মানুষের আকুতি।

বিশ্ব স্রষ্টা আসমান-জমিনের মালিক সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ তায়ালার বিধানের ভিত্তিতে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এক অনুপম সমাজ বিপ্লব সাধন করেছিলেন। যে সমাজে অধিকার বঞ্চিত শ্রমজীবি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। শ্রমজীবি মানুষের শ্রেষ্ঠ মর্যাদা ও অধিকারের জন্য আজ সমাজ জীবনে সে আদর্শের বাস্তবায়ন অপরিহার্য।

বাংলাদেশে মিল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের চরম নৈরাজ্যের অবসান ও শ্রমজীবি মানুষের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে আনতে ইসলামী শ্রমনীতি কায়েমের সংগ্রামে "বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন" এক নিরলস ও বলিষ্ঠ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে এটি নতুন ধারার সৃষ্টি করেছে।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন ২০০১ অসহায় শ্রমজীবি মানুষের মুক্তির সংগ্রামে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে ইনশাআল্লাহ্‌। "সম্মেলন স্মরণিকা" তার স্মৃতিময় প্রেরণা। স্মরণিকার মূল্যবান প্রবন্ধগুলো স্মরণিকাকে করেছে সমৃদ্ধ। সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতা, শুভাকাংখী ও সংশ্লিষ্ট সকল সহযোগীদের জন্য আন্তরিক মোবারকবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

অনিচ্ছাকৃত মুদ্রণ ত্রুটি ও স্মরণিকা অবয়বের বিচ্যুতি হলে সবার কাছে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি কাম্য। শত দুর্বলতার মধ্যেও আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস সম্মেলন স্মরণিকা ২০০১ মুক্তি পাগল মেহনতি মানুষের মধ্যে আশার আলো ও নতুন প্রেরণা সঞ্চারে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ।

শুভেচ্ছা বাণী

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন ২০০১ উপলক্ষে একটি স্মারক প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত। বাংলাদেশে বর্তমান রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের এই মুহূর্তে ফেডারেশনের এই উদ্যোগকে মুবারকবাদ জানাই।

শ্রমিক ময়দানে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের মাধ্যমে শ্রমজীবি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

পুঁজিবাদ আর সমাজতন্ত্র শ্রমিকদের ন্যায়সংগত অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। বর্তমান মুক্ত বাজার অর্থনীতির শ্লোগান শ্রমজীবি মানুষের মধ্যে আশা সঞ্চারের নিষ্ফল প্রচেষ্টা মাত্র। শোষণ আর বঞ্চনার শাণিত অস্ত্র শ্রমজীবি মানুষকে কুরে কুরে খাচ্ছে। এক শ্রেণীর টাউট আর ধোঁকাবাজ স্বার্থান্বেষী মহল শোষণের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত করছে শ্রমিকদের। নিরিহ অল্প শিক্ষিত শ্রমজীবি মানুষ ছুটে চলছে মরিচিকার পেছনে।

একদিকে দুনিয়ার দেশে দেশে যেমন শ্রমিক আন্দোলন চলছে তেমনি চলছে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে নির্যাতনের ষ্টিমরোলার। শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে যেমন আন্দোলন তীব্র হচ্ছে তেমনি শ্রমিকদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের মাত্রাও বেড়েছে শতগুণ।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন শোষণ বঞ্চনা মুক্ত সমাজ উপহার দিতে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশা করি।

রাসূল (সাঃ) কুরআনের আলোকে যে সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেটাই ছিল শোষণ ও বঞ্চনামুক্ত প্রকৃত ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা।

আশা করি শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কর্মীবৃন্দ বঞ্চিত ও শোষিত এ সমাজে কুরআন ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সর্বশক্তি নিয়োগ করবেন।

আল্লাহপাক শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের প্রচেষ্টাকে কামিয়াব করুন।

(অধ্যাপক গোলাম আযম)
সাবেক আমীর
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

শুভেচ্ছা বাণী

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন ২০০১ উপলক্ষে একটি স্মারক প্রকাশ হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বাংলাদেশের বর্তমানে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের এই মুহূর্তে ফেডারেশনের এই উদ্যোগ নিশ্চয়ই প্রশংসার দাবী রাখে।

শ্রমিক ময়দানে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের মাধ্যমে শ্রমজীবি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

পুঁজিবাদ আর সমাজতন্ত্র শ্রমিকদের ন্যায় সংগত অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। বর্তমান মুক্ত বাজার অর্থনীতির শ্লোগান শ্রমজীবি মানুষেল মধ্যে আশা সঞ্চারের নিষ্ফল প্রচেষ্টা মাত্র। শোষণ আর বঞ্চনা শ্রমজীবি মানুষকে কুরে কুরে খাচ্ছে। এক শ্রেণীর টাউট আর ধোঁকাবাজ স্বার্থান্বেষী মহল শোষণের যাঁতাকলে নিস্পেষিত করছে শ্রমিকদের। নিরীহ অল্প শিক্ষিত মানুষ ছুটে চলছে মরিচিকার পিছনে।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন শ্রমিকদেরকে শোষণ বঞ্চনা মুক্ত সমাজ উপহার দিতে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে এবং ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের আন্দোলনকে আরো জোরদার করতে হবে। রাসূল (সঃ) এর প্রতিষ্ঠিত কুরআনের সমাজে প্রতিষ্ঠিত ছিল শোষণ এবং বঞ্চনামুক্ত ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা। এই সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন মহানবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সঃ)।

আমি বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কর্মীদেরকে সেই কাংখিত সমাজ উপহার দেয়ার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার আহবান জানাচ্ছি এবং আমরা দোয়া করছি মহান আল্লাহ তাদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন।

০৭-১১-২০০১

মতিউর রহমান নিজামী

আমীর

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

এবং

মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদশে সরকার

শুভেচ্ছা বাণী

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন ২০০১ ইং উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন দীর্ঘদিন ধরে শ্রমিকের আর্থ সামাজিক ও নিরাপত্তা ক্ষেত্রে নিরলস অবদান রেখে চলেছে। আমি আশাকরি ফেডারেশনের স্মরণিকায় মেহনতি মানুষের আশা-আকাংখার কথা ফুটে উঠবে এবং তাদের সমস্যার সমাধান খুঁজে পাবে। বিশ্ব মন্দা পরিস্থিতিতে শ্রমজীবি মানুষের সমস্য। সংকুল অবস্থায় বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন শ্রমিক ময়দানে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে মেহনতি মানুষের ন্যায়সংগত ও আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠায় নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করবে।

আমি তাদের কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের পূর্ণ সফলতা কামনা করছি।

আবদুল্লাহ আল নোমান
মন্ত্রী,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

উদ্বোধনী ভাষণ

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

সম্মানিত প্রধান অতিথি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষি মন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, বিশেষ অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রী আবদুল্লাহ আল নোমান এবং জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সেক্রেটারী জেনারেল ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ, বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ, আমন্ত্রিত মেহমানবৃন্দ, সাংবাদিক বন্ধুগণ, সুধীমন্ডলী এবং আমার সাথী সংগ্রামী শ্রমিক কর্মচারী ভাই ও বন্ধুগণ-

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

আজকের এই ঐতিহাসিক সম্মেলনের শুরুতেই আমি আসমান-জমিনের মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি, যার একান্ত মেহেরবানী তেই এই সম্মেলন আয়োজন করা কিছুতেই সম্ভব ছিলনা। লাখো দরুদ ও সালাম পেশ করছি মুক্তিকামী মানুষের মহান নেতা, এবং রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর প্রতি দোয়া করছি ঐ সকল মর্দে মুজাহিদদের জন্যে যারা যুগে যুগে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করতে গিয়ে নিজেদের অমূল্য জীবনকে আল্লাহ্‌র রাহে কুরবান করে দিয়েছেন। আজকের এই ঐতিহাসিক সম্মেলনে কষ্ট স্বীকার করে যারা উপস্থিত হয়েছেন এবং সম্মেলনকে সফল করার জন্যে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন আমি তাদের সবাইকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি এবং দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে প্রাণ খুলে দোয়া করছি।

সম্মানিত সুধী মন্ডলী ও ডেলিগেট ভাইসব,

দেশ আজ এক গভীর রাজনৈতিক সংকট থেকে মুক্তি পেয়েছে। বিগত আওয়ামী সরকারের ছত্রছায়ায় সন্ত্রাস-দূর্নীতি মহিরুহ হিসাবে দেখা দিয়েছিল। মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে ভারতীয় পণ্যের অবাধ আমদানী এবং বর্ডারে কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকায় অবাধ চোরাচালানের ফলে বাংলাদেশের পাট, বস্ত্র, চিনি, চামড়া এবং ঔষধ শিল্প ধ্বংসে পতিত হয়েছিল। আমাদের দেশের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে ভারতের টাটা কোম্পানীর গাড়ী আমদানির পথ সুগম এবং পেট্রোল ও অক্‌টেনের মূল্য বৃদ্ধি করে ভারতের ডিজেল চালিত গাড়ী আমদানীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ট্রানজিটের নামে ভারতকে করিডোর দিয়ে দেশে ভারতীয় সন্ত্রাসী এবং ভারতীয় অস্ত্র অবাধে আসার সুযোগ করে দিয়েছিল এবং আইন শৃংখলার চরম অবনতি ঘটিয়েছিল। তাই এই মূহুর্তে এই সম্মেলন থেকে আমাদের দৃপ্ত শপথ নিতে হবে চারদলীয় সরকারের নেতৃত্বে দেশকে বাঁচাতে হলে শিল্প কারখানা বাঁচাতে হবে এবং ভারতীয় থাবা থেকে দেশকে রক্ষা করতে হবে। ভারতীয় নীলনক্সা বাস্তবায়নকারীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

সংগ্রামী বন্ধুগণ!

'ভুল-চুক মাফ চেয়ে দেশ বাঁচাও, শিল্প বাঁচাও'' শ্লোগান দিয়ে, ১৮ জন শ্রমিকের রক্তের সিঁড়ি বেয়ে দীর্ঘ ২১ বছর পর '৯৬ সালে ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৭১-৭৫ এর পথ অনুসরণ করেছিল। ফলে শ্রমিক অংগনে বিরাজ করছিল চরম নৈরাশ্যজনক অবস্থা। সমাজে শ্রমিকদের কোন মর্যাদা নেই, বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকারটুকু থেকেও তারা বঞ্চিত। চাকুরীর নেই কোন নিরাপত্তা। গার্মেন্টিস শিল্পে নিয়োজিত লাখ লাখ শ্রমিক সামান্য বেতনে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত শ্রম দিয়েও জীবন নিয়ে বাড়ী ফেরার অনিশ্চয়তা, হোটেল ও দোকান কর্মচারীরা ন্যূনতম শ্রম আইনের অধিকার থেকে বঞ্চিত। ঢালাওভাবে বিরাষ্ট্রীয়করণ, শ্রমিক ছাঁটাই, শ্রমিক নির্যাতন ও হয়রানি নিত্য দিনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। যার ফলে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কর্মচারী বেকারত্বের অভিশাপে জর্জরিত হয়ে অসহায় পরিবার পরিজন নিয়ে অনাহারে অর্ধাহারে মানবেতর জীবন যাপন করছে। সরকার ধোঁকা প্রতারণার পথ বেছে নিয়েছিল। ক্ষমতায় আসার পূর্বে মজুরী কমিশন ঘোষণার ওয়াদা করলেও সে ওয়াদা খেলাপ করেছে। কর্মচারীদের আন্দোলনের মুখে পে-কমিশন ঘোষণা করলেও তার সুপারিশ বাস্তবায়ন করেনি। রাষ্ট্রায়াত্ব শিল্প-কারখানা বিরাষ্ট্রীয়করণ করে একের পর এক শ্রমিকদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছিল। তাই আজ চারদলীয় সরকারের বিরাট দায়িত্ব বিগত সরকারের সৃষ্ট সকল সমস্যার মোকাবেলা করে শোষিত বঞ্চিত শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য একটি ইনসাফপূর্ণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা ও মজুরী কমিশন ঘোষনা করা। শিল্পাংগনে সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে শ্রমিক ঐক্যের পরিবর্তে অনৈক্য সৃষ্টি হচ্ছে। তথাকথিত শ্রমিক নেতারা সাধারণ শ্রমিকদের স্বার্থ বিকিয়ে দিয়ে নিজেরা রাতারাতি বাড়ী গড়ীর মালিক হচ্ছে। উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মালিক-শ্রমিক সুসম্পর্কের পরিবর্তে শ্রমিক নেতাদের মাথা কেনা-বেচার রাজনীতি মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে।

সম্মানিত ভাইয়েরা,

আজ এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, ধোঁকাবাজ রাজনৈতিক নেতৃত্বের পরিবর্তে নৈতিকতাসম্পন্ন ইসলামী নেতৃত্ব ও ইসলামী সমাজ ছাড়া শ্রমিক সমাজের প্রকৃত মুক্তি আসবেনা। তাই ইসলামী সমাজ ও ইসলামী শ্রমনীতি কায়েমের সংগ্রামে শ্রমিক কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধভাবে অংশ গ্রহণ করতে হবে। আজকের এই সম্মেলনে কষ্ট স্বীকার করে আসার জন্যে আমন্ত্রিত মেহমান, সুধীবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ ও উপস্থিত ডেলিগেট ভাইদেরকে আবারও আমার সংগ্রামী সালাম ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আজকের সম্মেলনের উদ্বোধন ঘোষণা করছি। আল্লাহ হাফেজ।

এডভোকেট শেখ আনছার আলী (সাবেক এম, পি)
কেন্দ্রীয় সভাপতি
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন।

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক প্রতিবেদন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

জুন '৯৯ থেকে জুন'২০০১

আল-হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আল্লা সাইয়েদুল মুরসালিন ওয়ালা আলিহি আযমাঈন। সম্মানিত সভাপতি, প্রধান অতিথি, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষি মন্ত্রী মুহ্‌তারাম মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, বিশেষ অতিথিবৃন্দ, সম্মানিত মেহমানবৃন্দ, আমন্ত্রিত সুধীমন্ডলী, জাগ্রত বিবেক সাংবাদিক বন্ধুগণ এবং প্রাণপ্রিয় ডেলিগেট ভায়েরা -

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

আমি এই পবিত্র মুহূর্তে লাখো কোটি শোকর আদায় করছি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে যিনি তাঁর অসীম অনুগ্রহে আমাদেরকে ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের আন্দোলনে শামিল হবার তাওফিক দান করেছেন। দরুদ ও সালাম পেশ করছি বিশ্ব মানবতার মহান শিক্ষক ও বন্ধু রাসূলে করীম (সঃ) এর প্রতি যিনি তাঁর সংগ্রামী জীবনের মধ্য দিয়ে মানুষের জন্য একমাত্র কল্যাণকর বিধান আল-ইসলামের চূড়ান্ত বিজয় এনেছিলেন এবং যার আবির্ভাবে অসহায়, নিপিড়ীত, শোষিত, শ্রমজীবি ও দাস শ্রেণীর মানুষ পেয়েছিল মুক্তির দিশা। আমি আজ গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি দ্বীন কায়েমের আন্দোলনে জীবন দানকারী শহীদদের, যারা বুকের তপ্ত তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রচনা করেছেন। বিশেষ করে বাংলাদেশে ইসলামের গণজোয়ার সৃষ্টির লক্ষ্যে যে সব ছাত্র যুবক মায়ের বুক খালি করে শহীদের মিছিলে শামিল হয়েছে তাদেরকে প্রাণভরে স্মরণ করছি এবং আল্লাহ পাকের দরবারে তাঁদের জন্য জান্নাতুল ফেরদাউস কামনা করছি।

সম্মানিত সুধী মন্ডলী ও সাথী ভায়েরা

আজ সভ্যতার চরম উৎকর্ষতার যুগে সভ্যতাগর্বী মানুষ মহাশূণ্য পরিভ্রমণ করছে। চাঁদে বসবাস এবং মঙ্গল গ্রহে যাওয়ার অভিযান শুরু করেছে। অথচ মাটির পৃথিবীর কোটি কোটি শ্রমজীবি বনি-আদম অনাহারে অর্ধাহারে মানবেতর জীবন যাপন করছে। বেঁচে থাকার সংগ্রামে ডাষ্টবিনে কুকুরের সাথে সভ্যতাগর্বী মানুষের উচ্ছিষ্ট নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে। আধুনিক সভ্যতার নতুন নতুন পদ্ধতি ও কলাকৌশল আবিস্কার করে অসহায় শ্রমজীবি মানুষকে তিলে তিলে শোষণ করে স্বার্থপর শাসক ও পুঁজিপতিরা প্রমোদ বিহার তৈরী করছে। মানবতা বিবর্জিত পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের মধ্যে অসহায় শ্রমিক শ্রেণীর জন্য রয়েছে ঘৃণা, অবহেলা, বঞ্চনা, জুলুম ও নির্যাতন। মানব রচিত কুফুরী মতবাদ, সমাজে শান্তির ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়ে আজ পরিত্যক্ত প্রত্যাখ্যাত । রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের অব্যাহত ধ্বংসলীলা এবং মার্কিন মুলুকে নৈতিক অবক্ষয় দুনিয়ার সামনে আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসনের প্রত্যয়কে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে।

সংগ্রামী বন্ধুগণ,

শ্রমিক-কৃষক ও ছাত্র-জনতার রক্ত দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র আজ রাহু গ্রাসে আক্রান্ত। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য জীবন দানকারী শ্রমজীবি মানুষ আজও তাদের বেঁচে থাকার ন্যনতম অধিকারটুকু লাভ করতে পারেনি। বিগত ৩১ বছরে সুবিধাবাদী এবং প্রতিবেশী দেশের সেবাদাস সরকারগুলো শ্রমিকদেরকে ক্ষমতার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করে তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়েছে। সরকার কর্মসংস্থানের পরিবর্তে চাকুরীখাদকে পরিণত হয়েছিল। ঢালাওভাবে বিরাষ্ট্রীয়করণ, শ্রমিক ছাঁটাই ও শিল্প-কলকারখানা বন্ধ করে দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার অসহায় শ্রমজীবি মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছিল। খাদ্য ও কাজের দাবীতে আন্দোলনরত শ্রমিকদের বুক বন্দুকের গুলি দিয়ে ঝাঁঝরা করে দেয়া হয়েছে। একদিকে সরকারের শতশত কোটি টাকা খরচ করে মূর্তি তৈয়ার এবং একটি পরিবারকে পূণর্বাসিত করা হয়েছে। অপর দিকে লক্ষ লক্ষ অসহায় বনি আদম অর্ধাহারে অনাহারে মানবেতর জীবন যাপন করেছ। আর তথাকথিত শ্রমিক নেতারা শ্রমিকদের স্বার্থ বিকিয়ে দিয়ে নিজেদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করছে। অপরদিকে মুক্ত বাজার অর্থনীতি, বিশ্বব্যাংক ও আই এম এফ এর ফর্মূলায় দেশীয় শিল্প ভারতের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে।

দেশ প্রেমিক শ্রমিক জনতা

একথা শ্বাশত সত্য যে, বর্তমান সামাজিক দুর্ভোগ, অন্যায় ও জুলুমের মূল কারণ হচ্ছে - আল্লাহর আইন ও সৎ-যোগ্য এবং খোদভীরু লোকদের হাতে শাসন ক্ষমতা না থাকা। মানব রচিত মতবাদের ব্যর্থতা আজ সন্দেহাতীভাবে প্রমাণ করেছে যে, আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসনই কেবলমাত্র অসহায় শ্রমজীবি মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে পারে। পৃথিবীর জীবনে ও আখিরাতে আল্লাহর কঠিন পাকড়াও থেকে রেহাই পেতে বিশ্ব মানবতাকে আজ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে ফিরে আসতে হবে। এ মহান লক্ষ্যে শ্রমিক অংগনে ইসলামের পতাকাবাহী একমাত্র শ্রমিক সংগঠন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন অসহায় শ্রমজীবি মানুষের দ্বারে ইসলামের অমীয়বাণী পৌছে দেয়ার বজ্র কঠিন শপথ নিয়ে ১৯৬৮ সালের ২৩শে মে থেকে ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছে। সংগঠন আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আই এল ও (ILO) এবং আই, আই, সি এল (ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন) এর সদস্য পদ লাভ করেছে। শত প্রতিকূল পরিবেশ ও ইসলামের শত্রুদের ষড়যন্ত্রের মাঝেও ফেডারেশন বিগত জুলাই '৯৯ থেকে জুন ২০০১-এ দু'বছরে যতটুকু কাজ করেছে তার সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন আপনাদের সামনে পেশ করছি।

দাওয়াত ঃ

শ্রমজীবি খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষের মাঝে ইসলামের সুমহান আহ্বান ব্যাপকভাবে পৌছানোর প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। বিগত সেশনে ২২২৪ টি গ্রুপ দাওয়াতী অভিযান, ২টি দাওয়াতী পক্ষ পালন, ২৫৯২৫টি পরিচিতি ও ১৮৯৭২২টি লিফলেট বিলি, ৩৩০০৯টি পোষ্টারিং, ১৪৯টি ইফতার মাহফিল, ৬৯টি সিরাতুন্নবী (সঃ) মাহফিল, ২০২৭টি সাধারণ সভা, ৬০টি চা-চক্র, ২৫০টি কুরআন ক্লাস, ৪৩টি

পাঠাগার ও ৩৪০টি বিলি কেন্দ্র থেকে ৭৮৪৬টি বই ইস্যুর মাধ্যমে শ্রমজীবি মানুষের নিকট ফেডারেশনের দাওয়াত পৌঁছাবার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। এসব দাওয়াতী কার্যক্রমের ফলে ৭১৯০ জন মেহনতি মানুষ দাওয়াত গ্রহণ করে ফরম পূরণ করেছে।

সংগঠন ঃ

ফেডারেশনের সাংগঠনিক কর্মতৎপরতা শ্রমজীবি মানুষের মাঝে পরিকল্পিতভাবে প্রতিনিয়তই চলছে। সাংগঠনিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে সাংগঠনিক কাঠামোকে কেন্দ্র, বিভাগ, জেলা, অঞ্চল ও ইউনিটে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং সাংগঠনিক বিভাগের সভাপতিদের নিয়ে কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ গঠন এবং ৩১ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে নির্বাচিত হয়। এছাড়া বিভাগীয় উপদেষ্টা পরিষদ, পরামর্শ পরিষদ, কার্যকরী কমিটি, আঞ্চলিক কমিটি ও ইউনিট সভাপতিগণ প্রায় ৩০৫০০ জনশক্তি নিয়ে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। ফেডারেশনের কাজের সহযোগিতার জন্য প্রত্যেক জেলায় উর্ধ্বতন সংগঠন থেকে শ্রম সম্পাদক নিয়োগ করা হয়েছে।

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ঃ

শ্রমিকদের স্বাভাবিক জ্ঞান অর্জন ও শুদ্ধরূপে কুরআন পাঠ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বিভাগ ও অঞ্চলের সম্ভাব্যস্থানে সহীহ কুরআন শিক্ষা কোর্স এবং গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু আছে। জাহেলিয়াতের সমস্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে ইসলামী সমাজ গড়ার সংগ্রামে উজ্জীবিত এ কাফেলায় সামীল কর্মী বাহিনীর মধ্যে ইসলামী আখলাক, যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি, আল্লাহ ভীতি এবং পেশাগত দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে বিগত সেশনে আই আর আই এবং কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে ২টি শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া বিভাগীয়ভাবে ৩৩টি শিক্ষা শিবির, ১৭৩টি শিক্ষা বৈঠক, ৫৮টি শব্বেদারী ১২৯৮টি সামষ্টিক পাঠ, ৬৫০টি আলোচনা সভা, ৪৫১১টি কর্মী বৈঠক এবং ৪৩টি পাঠচক্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত ছিল।

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ঃ

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সুষ্ঠু ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মাধ্যমে একটি নতুন ধারা সৃষ্টি করেছে। ন্যায় ও ইনসাফ কায়েম, মালিক শ্রমিকের মধ্যে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ফেডারেশন তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে কাজ করে আসছে। বিগত সেশনে ফেডারেশন তার সীমিত শক্তি দিয়ে যে সব ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমে অংশ নিয়েছে তা নিম্নরূপঃ

৩২০০ টাকা ন্যূনতম মজুরী ধার্যকরণ, স্থায়ী মজুরী কমিশন গঠন, সরকারের প্রতিশ্রুত মজুরী কমিশন ঘোষণা করে তা সরকারী বেসরকারী নির্বিশেষে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে বাস্তবায়ন, বন্ধকৃত কল-কারখানা চালু করা, শ্রমিক ছাঁটাই ও নির্যাতন বন্ধ করা, রমযান মাসে হোটেল শ্রমিকদের পূর্ণ একমাসের বেতন ও ঈদবোনাস প্রদান, ৩০% মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি, দোকান কর্মচারীদের সাপ্তাহিক দেড় দিন ছুটি প্রদান, গার্মেন্টস শ্রমিকদের শ্রম আইনের আওতায় আনা ও তাদের নিরাপত্তা বিধান করা, ব্যাংকে ট্রেড ইউনিয়ন

বন্ধের ষড়যন্ত্রের নিন্দা, বিজেএমসির ঘোষিত এক হাজার ও পাঁচশত টাকা সকল বেসরকারী জুটমিলে বাস্তবায়ন, চাকুরীচ্যুৎ শ্রমিক কর্মচারীদের বকেয়া পাওনা পরিশোধ, ঢালাওভাবে বিরাষ্ট্রীয়করণ বন্ধ, অবসর প্রাপ্ত শ্রমিক কর্মচারীদের গ্রাচ্যুইটি এবং প্রভিডেন্ড ফান্ডসহ যাবতীয় বকেয়া পাওনা অনতিবিলম্বে পরিশোধ, জুটমিল শ্রমিকদের চাকুরীর বয়স ৬০ বছর দেখিয়ে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদানের নিন্দা, বেসরকারী মিলে ১২-১৪ ঘন্টা খাটানোর নিন্দা, পাট ও বস্ত্র কল শ্রমিকদের ১১ দফা বাস্তাবয়নের দাবী, বিদ্যুৎ ও টি এন্ড টি শ্রমিকদের ন্যায় সংগত দাবী আদায়, পরিবহন শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী আদায়, চট্টগ্রাম স্টীল মিল চালুর দাবী, আলহাজ্ব টেক্সটাইল এবং সিলেট টেক্সটাইল মিল খুলে দেয়ার দাবী, ইপিজেড এ ট্রেড ইউনিয়ন নিষিদ্ধের নিন্দা, আনোয়ারা ও মকবুলার রহমান জুট মিল খুলে দেয়ার দাবী, স্কপ আহুত ধর্মঘটের প্রতি সমর্থন, মংলা বন্দরে শ্রমিক হত্যার নিন্দা, ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার হরণের নিন্দা ইত্যাদি ব্যাপারে বিগত সেশনে ২টি দাবী দিবস পালন, এছাড়া বিগত দু'বছরে ১৯৫টি গেইট মিটিং, ১৫৩টি মিছিল, নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে ৬১ জনের বিজয়, ৫১৬ টি দাবীনামা পেশ, ৬৭৫ বার ডেপুটেশন, ৫৯৯৬টি দরখাস্ত এবং চার্জশিটের জবাব লিখে দেয়া, ১০৬ টি মামলায় সহযোগিতা, ২৪১ জন মালিক ও প্রশাসন কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ, ২২৫ জন ট্রেড ইউনিয়ন নেতার সাথে যোগাযোগ ইত্যাদির মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম অব্যাহত ছিল। এ সমস্ত কার্যক্রমের ফলে ৫টি অনুমোদিত ইউনিয়ন এবং ৮টি নিয়ন্ত্রিত ইউনিয়ন বৃদ্ধিসহ বর্তমানে ৩৬টি অনুমোদিত ইউনিয়ন এবং ৩৫টি নিয়ন্ত্রিত ইউনিয়ন ফেডারেশনের সাথে কাজ করছে।

টি, সি, সি (ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ)

বিগত সেশনে টি, সি, সির ২টি সভায় ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অংশগ্রহণ করেন। প্রথম সভায় সরকার, মালিক ও শ্রমিকদের সকল সমস্যা আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে মীমাংসা এবং আইএলও কর্তৃক গৃহীত কনভেনশনগুলো অনুসমর্থন ইত্যাদি ব্যাপারে টি, সি, সি বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে।

আন্তর্জাতিক ইসলামী শ্রম সংস্থা

ইসলামী বিশ্বের মেহনতী মানুষের মনের একান্ত আকাংখা ছিল আন্তর্জাতিক ইসলামী শ্রমিক সংস্থা গঠন। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন এ ব্যাপারে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। এ লক্ষ্যে ঢাকায় একটি এবং পাকিস্তানে দু' টি আন্তর্জাতিক শ্রমিক প্রতিনিধিদের বৈঠক হয়। উক্ত বৈঠকে আন্তর্জাতিক ইসলামী শ্রমিক সংস্থা গঠনের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

আল্লাহর অসীম রহমতে গত ১০ ও ১১ জুন '৯৯ জেনেভায় অনুষ্ঠিত হয় ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক কনফেডারেশন অব লেবার এর জোনরেল কাউন্সিল। উক্ত কাউন্সিলে বিশ্বের ২০টি দেশের প্রতিনিধিগণ অংশ গ্রহণ করেন। তাদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে গঠিত হয় বিশ্বের মুসলমানদের দীর্ঘদিনের আকাংখিত সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক কনফেডারেশন অব লেবার সংক্ষেপে আই, আই, সি, এল, (IICL) আত্মপ্রকাশ করে। সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত হন মিশরের প্রখ্যাত শ্রমিক নেতা জামালুল বান্না এবং সেক্রেটারী জেনারেল নির্বাচিত হন মরক্কোর প্রখ্যাত শ্রমিক নেতা সাঈদ আল-হাসান, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি এডভোকেট শেখ আনছার আলী উক্ত সংস্থার অন্যতম সহ-সভাপতি

নির্বাচিত হন। আশা করি উক্ত সংগঠনের মাধ্যমে বিশ্বের মুসলিম দেশের শ্রমজীবি মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে তাদের অধিকার আদায় করার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে এবং বিশ্বে ইসলামী শ্রমনীতির পতাকা উড্ডীন হবে ইনশাআল্লাহ। মুক্তি পাবে নির্যাতিত-শোষিত শ্রমজীবি মানুষ।

আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশ গ্রহণ ঃ

পাকিস্তান National Labour Federation এর উদ্যেগে গত ২৩ ও ২৪শে নভেম্বর পাকিস্তানের ইসলামাবাদে ৫ম আন্তর্জাতিক ইসলামিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের সভাপতি এডভোকেট শেখ আনছার আলী উক্ত কনফারেন্স এ অংশ গ্রহণ করেন। উক্ত কনফারেন্সে ইরান, ইরাক, মরক্কো, সুদান এবং বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশের প্রায় ১০০ জন শ্রমিক নেতা অংশ গ্রহণ করেন।

দাবী দিবস ও বিক্ষোভ দিবস পালন

মজুরী কমিশন রিপোর্ট ঘোষণা করে সরকারী বেসরকারী সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে বাস্তবায়ন, বন্ধ ও লেঅফকৃত মিল-কারখানা চালু, শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ, ছাঁটাইকৃত শ্রমিকদের চাকরীতে পূনর্বহাল, ন্যূনতম মজুরী ৩২০০ টাকা ধার্য এবং রমজান মাসে হোটেল শ্রমিকদের বোনাস প্রদান ইত্যাদি দাবীতে ফেডারেশন বিগত দু'বছর ২টি দাবী দিবস পালন করে। এ উপলক্ষে রাজধানীসহ ৬টি বিভাগীয় সদরে এবং গুরুত্বপূর্ণ কারখানায়ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়, যার সচিত্র সংবাদ জাতীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এছাড়া গত ১৪ই জুন ২০০০ সালে ঘোষিত বাজেটের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দিবস পালন করা হয়।

কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন

১৯৯৯ সনের ২২শে অক্টোবর বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন ঢাকাস্থ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের তৎকালীন সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। বিশেষ অতিথি ছিলেন ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক কনফেডারেশন অব লেবার এর সেক্রেটারী জেনারেল এবং মরক্কোর প্রখ্যাত শ্রমিক নেতা প্রফেসর সাঈদ আল হাসান এবং জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল মুহাম্মদ কামারুজ্জামান।

শ্রমিক সেবা ঃ

গরীব, অসহায়, রোগাক্রান্ত, চাকুরীচ্যুত শ্রমিক কর্মচারীসহ আর্তমানবতার সেবার মহান ব্রত নিয়ে ফেডারেশন তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই কাজ করে আসছে। মূলত: ফেডারেশন এ কাজকে এবাদত হিসেবে গ্রহণ করেছে। বিগত সেশনে কেন্দ্রীয়ভাবে চিকিৎসা সহায়তা, গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা সামগ্রী বিতরন, সাতক্ষীরা জেলার বন্যা দূর্গতদের আর্থিক সাহায্য, ঈদুল আযহা উপলক্ষে কুরবানীর গোস্ত বিতরণ এবং অসহায় শ্রমিক কর্মচারীদের আর্থিক সহায়তা ইত্যাদি খাতে প্রায় ১লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করেছে।

এছাড়া বিভাগীয়ভাবে ৩৪০ জন রোগীর চিকিৎসা ২১ জন বেওয়ারিশ লাশ দাফন, ১৮ জন অসহায় মূমূর্ষ রোগীর জন্য রক্তদান, ৭৭৫ জনকে শীতবস্ত্র বিতরন, ঈদুল ফিতর উপলক্ষে গরীব শ্রমিকদের মাঝে সেমাই চিনি এবং ঈদুল আযহা উপলক্ষে কুরবানীর গোস্ত বিতরন, ১জন গরীব শ্রমিককে বিনামূল্যে রিক্সা ও ১জন দুঃস্থ মহিলাকে সেলাই মেশিন প্রদান এবং ১৯জন ছাত্র-ছাত্রীর লেখাপড়ার খরচ ইত্যাদি খাতে প্রায় ১,৬৯,৬৩৫ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। তদুপরি ২৩৫ জন কে ১৬৮২৭০ টাকা কর্জে হাসানা, ৫৯৯৬ টি দরখাস্ত ও শোকজের জবাব লিখে দেয়া, ১০৬ টি মামলা ও সালিশ মীমাংসায় সহযোগিতা, ১৩ জন চাকুরীচ্যুত শ্রমিককে চাকুরীতে পূনর্বহালের ব্যবস্থা ইত্যাদি সেবামূলক কার্যক্রমের ফলে দরিদ্র ও অসহায় শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে ফেডারেশনের ভাবমূর্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সফর

বিভাগীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন, শিক্ষা শিবির, উপদেষ্টা ও কার্যকরী পরিষদ বৈঠক, দাওয়াতী ও সাংগঠনিক পক্ষ, দাবী দিবস, বন্যার্তদের রিলিফ বিতরন, সীরাত মাহফিল, শ্রমিক সমাবেশ ইত্যাদি উপলক্ষে এ সেশনে মুহতারাম কেন্দ্রীয় সভাপতি ঢাকায়-২৪ বার, ঢাকা মহানগরীতে ৫বার চট্রগ্রামে-৭বার, খুলনায়-৪বার, রাজশাহীতে-৪বার, সিলেটে ২বার এবং বরিশালে-২বার সফর করেন।

কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ঢাকায়-২৯, ঢাকা মহানগরীতে-২৪, চট্রগ্রামে-১০, খুলনায়-১২, রাজশাহীতে-৭, সিলেটে-৩ এবং বরিশালে ৫ বার সফর করেন।

এছাড়া বিভাগীয় দায়িত্বশীলবৃন্দ ঢাকায়-৫০১, মহানগরীতে-৪২৫, চট্রগ্রামে-৫০০, খুলনায়-৬৩৪, রাজশাহীতে ৩২১, সিলেটে-২৮ এবং বরিশালে ১৫ বার বিভিন্ন এলাকা সফর করেন।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের আন্দোলন

সমাজের খেটে খাওয়া শ্রমজীবি মানুষ তথা গোটা মানব জাতির ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা বিনির্মানের আন্দোলনে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। শ্রমিক ময়দানে ইসলামী দাওয়াত সম্প্রসারণের পাশাপাশি সকল ইসলাম বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধেও ফেডারেশন আপোষহীন ভূমিকা পালন করে আসছে। বিগত সেশনে নাস্তিক মুরতাদদের প্ররোচনায় মাদ্রাসা বন্ধের ষড়যন্ত্রের নিন্দা, সচিবালয়ে পুলিশী হামলা ও গ্রেফতারের নিন্দা, বিশিষ্ট আলেম মাওলানা রুহুল আমিনের গ্রেফতারের নিন্দা, মরহুম আব্বাস আলী খানের ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ, অধ্যাপক দেওয়ান মোঃ আজরফের ইন্তিকালে শোক প্রকাশ, ৪ দলীয় নেতৃবৃন্দের শীর্ষ বৈঠকের জন্য অভিনন্দন, জামায়াত মিছিলে হামলা ও শ্রমিক নেতা কাজী জাহাঙ্গীরের গ্রেফতারের নিন্দা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ কর্তৃক ২ জন শিবির নেতা হত্যার নিন্দা, জন নিরাপত্তা আইনের নামে কালো আইন পাশের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ, শ্রমিক নেতা ইব্রাহীমের ইন্তিকালে শোক প্রকাশ, জননেতা অধ্যাপক গোলাম আযমকে প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাতের অনুমতি না দেয়ার তীব্র নিন্দা, এডাবের মাদ্রাসা শিক্ষা খাতে ব্যয় কর্তনের প্রস্তাবের তীব্র নিন্দা, শিবির নেতা জাহাঙ্গীরের খুনিদের গ্রেফতার দাবী, একতরফাভাবে সিইসি নিয়োগের নিন্দা, শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী বাজেটের নিন্দা, বাস ও লঞ্চ ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদ, চট্টগ্রামে শিবির কর্মী সালাউদ্দীনের হত্যাকান্ডের নিন্দা, জ্বালানী তেল ও গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির

তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ, বগুড়া ও দেবীদ্বারে জামায়াত শিবিরের উপর হামলার নিন্দা, চট্টগ্রামে তাফসীরের মাহফিলে পুলিশের বাধাদানে তীব্র নিন্দা, আদালত ও উকিলদের প্রতি অবমাননাকর উক্তির নিন্দা, বায়তুল মুকাররম মসজিদে নিরীহ মুসল্লিদের উপর বর্বরোচিত হামলা ও গ্রেফতারের নিন্দা, জামায়াত ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেলকে গ্রেফতারের নিন্দা, জামায়াত কর্মী আবদুল মুনয়েম মুন্নার হত্যাকান্ডের নিন্দা, সাংবাদিক রুহুল আমিন গাজীর উপর হামলার নিন্দা, ভারতে কুরআন শরীফে অগ্নিসংযোগ এবং মসজিদে শুকরের গোশত নিক্ষেপের নিন্দা, সংবিধান থেকে বিসমিল্লাহ ও রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বাতিলের দাবীর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ ইত্যাদি ব্যাপারে ফেডারেশন বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বিবৃতি প্রদান এবং ফ্যাসীবাদী আওয়ামীলীগ সরকারের পতনের লক্ষ্যে বৃহত্তর ইসলামী আন্দোলন ঘোষিত সকল কর্মসূচীতে ফেডারেশন সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে।

মন্তব্য ঃ

আল-হামদুলিল্লাহ। শত প্রতিকূলতার মধ্যেও বিগত দু'বছরে আমরা যেটুকু সফলতা অর্জন করতে পেরেছি তার জন্য আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করছি আর যতটুকু ভুলত্রুটি ও ঘাটতি রয়েছে তার জন্য আমাদের দুর্বলতাকে দায়ী করে আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। আজকের এ ঐতিহাসিক সম্মেলনে উপস্থিত মেহমানবৃন্দ, সুধীমন্ডলী ও আমার প্রাণ প্রিয় মেহনতী সাথী-ভায়েরা এবং যাদের সহযোগিতায় এ সম্মেলন সফলতা লাভ করলো তাদের সকলের জন্য মহান আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম পুরস্কার কামনা করছি। আগামী দিনগুলোতে যাতে সংগঠনের কাজকে আরোও সুসংহত করে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনকে একটি অন্যতম শ্রমিক সংগঠনে পরিণত করতে পারি তার জন্যে আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা এবং মহান আল্লাহ তায়ালার সাহায্য কামনা করে সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন শেষ করছি। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন।

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্প ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা

আবুল কাসেম হায়দার

বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্প

বিশ্ব-সেরা বস্ত্র ঐতিহ্যের দাবিদার শুধুমাত্র একটি দেশ বাংলাদেশ। বাংলাদেশের সূক্ষ্ম, হালকা, মিহি মসলিন বিশ্বের অন্যতম সেরা মিউজিয়াম পিস। মসলিন বিশ্ববিশ্রুত কিংবদন্তী। এক সময় মুসলিম বিশ্ব শাসকদের ক্ষমতার সংঘাত শেষে শান্তির প্রশ্নে বিজয়ীর কাঙ্খিত ধনমাণিক্য, শ্বেতহস্তীর সাথে মসলিনও একান্ত বাঞ্চিত ও সন্ধিপত্রের সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব ও বেনে রাজনীতির শিকার হয়েছে সুকুমার দেদীপ্যমান মসলিন। কিন্তু তবুও পারস্যদেশীয় শিল্পকৌশল ও বাংলাদেশী কুশলীদের মিলিত সৃষ্টি জামদানি আজও কালের জরা জয় করে হয়ে আছে বস্ত্রশিল্পে বাংলার কালজয়ী ঐতিহ্যের প্রদীপ্ত স্বাক্ষর। এ দেশেও উন্নতমানের তুলা হতো। তার প্রমাণ ফোর্ট উইলিয়মে মির কাসিমের সঙ্গে পার্বত্য ত্রিপুরার (কুমিল্লাসহ) পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় প্রধানদের চুক্তি আর তারই অবশেষ রাঙ্গামাটি কটন, কুমিল্লা কটন।

বস্ত্রশিল্পে বাংলাদেশের ঐতিহ্য ১৪শতকে মোগল শাসনামল থেকে। মসলিনের খ্যাতি বিশ্বজোড়া ও কিংবদন্তী তুল্য- এ কথা আগেই বলা হয়েছে। জামদানির খ্যাতিও কম নয়। কিন্তু ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের শিকার হয় বাংলাদেশের তুলা উৎপাদন ও গোটা বস্ত্রশিল্প।

উন্নত ও শিল্পায়িত ক্যাটাগরীঃ এশিয়ার দেশ গুলোর মধ্যে কেবল জাপান উন্নত প্রযুক্তি আর দক্ষ ব্যবস্থাপনার কারণে আজ বিশ্বের এক নম্বর ধনী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। যাদের মাথা পিছু আয় ৩৪৭১৫ ডলার। জনসংখ্যা বৃদ্ধি জাপানেও হয়েছে। কিন্তু সাথে তাদের বেড়েছে জন সচেতনতা। তারা তাদের জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তর করে। নিজস্ব সংস্কতিকে তারা কখনো বিসর্জন দেয়নি। নিজস্ব কৃষ্টি নিজস্ব সংস্কৃতির আলোকে তারা তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনাকে গ্রহণ করে এবং সে অনুপাতে কার্যক্রম গ্রহণ করে। ফলে সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা সফল হয়।

নতুন শিল্পায়িত অর্থনীতির দেশ (এনআইইএস) বা টাইগার্স ঃ

দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, হংকংকে টাইগার্স বলা হয়। এদেশগুলো খুব অল্প সময়ে বিশ্ব অর্থনীতির এক শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়েছে। গড়ে এ সকল দেশের জনপ্রতি আয় প্রায় ১৬০০০ ডলার। এর মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়ার জিএনপি ৮৫৮১ ডলার, তাইওয়ানের ১৩২৪৮ ডলার, সিঙ্গাপুরের ২২৭১০ ডলার এবং হংকং এর ২৩৫৯৭ ডলার।

নতুন ব্যাঘ্র ঃ মালয়েশিয়া, চীন, ইন্দোনেশিয়া ও থাইল্যান্ডকে এশিয়ার উদীয়মান ব্যাঘ্র হিসাবে ধরা হয়। ৬০ এর দশকেও এসব দেশগুলোর গড় আয় ৩০০ ডলারের বেশী ছিলনা। বর্তমানে তা ১৫০০ ডলার ছাড়িয়ে গেছে। মালয়েশিয়ার মাথাপিছু আয় ৩২৪৮ ডলার। চীনের ৮০% মাথাপিছু আয় প্রায় ৭৮৩ ডলার। ইন্দোনেশিয়াকে ১৯৯১ সালের দিকে উদীয়মান ব্যাঘ্র বলা হলেও বর্তমানে এদেশের অর্থনৈতিক

অবস্থা স্বচ্ছন্দ নয়। থাইল্যান্ডে গড় ১৯৪৯ ডলার, এই দেশগুলোর মধ্যে মালয়েশিয়ার অবস্থান খুব ভাল। এই সাফল্যের পিছনে প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদের একান্ত শ্রম ও মেধার সাথে সাথে ব্যাপক বিদেশী বিনিয়োগও কাজ করেছিল। ষাটের দশকে মালয়েশিয়ার গড় আয় ছিল ২২০ ডলারের মত, তখন আমাদের গড় আয়ও প্রায় কাছাকাছি ছিল। কিন্তু বিগত ৪০ বৎসরে তাদের গড় আয় ৩০০০ ডলার ছাড়িয়ে গেছে আর আমাদের ৩০০ ডলারও পেরুতে পারেনি। কারণটি হল কৃষি নির্ভর অর্থনীতিতে তারা এগিয়ে যায়। রাজনৈতিক কমিটমেন্ট এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। অর্থনীতির বড় শত্রু দূর্নীতিকে তারা প্রশ্রয় দেয়নি।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, নেপাল, ভূটান ও মালদ্বীপ রয়েছে। মালদ্বীপের অর্থনৈতিক অবস্থা প্রবৃদ্ধির দিকে এগিয়ে গেলেও অন্যান্য দেশগুলো তত অগ্রসর হতে পারেনি। '৪৭-এর দেশ বিভাগের সময় বাংলাদেশে ৯টি সুতাকল ছিল। ১৯৭০-এ পাকিস্তান আমলে এই সুতাকলের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৫। ঐ সময় মোট সুতা উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪.৭৬ কোটি কেজি। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সুতার ঘাটতি ছিল ২.৮০ কোটি কেজি। এ ঘাটতি পূরণ করা হতো পশ্চিম পাকিস্তান থেকে, সুতার কোন অভাব ছিলনা। গুণ ও মানে ভারত থেকে আমদানি সুতার চেয়ে অনেক উন্নততর ছিল। তবে পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশ অংশে স্থাপিত সুতাকলগুলোতে পরবর্তী কালে নিম্নমানের সুতা উৎপাদিত হতে থাকে, উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যায়। দেশের স্বাধীনতার পর ৬৮০টি সুতাকল স্থাপিত হয়। তবে এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য হলো এ সব সুতাকলের দুই-তৃতীয়াংশ করে উৎপাদিত সুতা রপ্তানিমানের। তবে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং উৎপাদন ও চাহিদার ঘাটতি ক্রমেই বাড়তে থাকায় দামে কম, উন্নততর মানের ভারতীয় সুতায় বাংলাদেশের বাজার ছেয়ে যায়। বাংলাদেশ নিজ দেশেই তার বাজার হারায়। রপ্তানি দূরের কথা!

উইভিং খাত

দেশ বিভাগ কালে দেশের কাপড় ও সুতাকলগুলোতে তাঁতের সংখ্যা ছিল ২৭১৭। ১৯৭০-এ ছিল ৭০০০। ১৯৯১-এ ৭১১৯। স্পেশালাইজড বস্ত্রমিল ও পাওয়ার লুম খাতে গ্রে (কোরা) কাপড় উৎপাদন লুমের সংখ্যা ১৯৭৫-এ ৮২০ থেকে ১৯৯১ সনে লুমের সংখ্যা ২৯৩৫০-এ উন্নীত হয়।

হস্তচালিত তাঁত দেশের ভেতরে সিংহ ভাগের চাহিদা মেটায় সে জন্য আলোচ্য পরিসরে এ বিষয়ে আলোচনার অবকাশ নেই। তবে সরকারের ২৫% ভর্তুকি সহায়তার-'গ্রামীণ চেক' তাঁত কাপড় থেকে তৈরি পোশাক আজকাল বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। এ ধরনের তাঁত কাপড়ের সিংহভাগের যোগান এখনও আসছে ভারত ও পাকিস্তান থেকে এই রপ্তানির পুরো চাহিদা মেটাতে। আড়ং চেক 'ঢাকা চেক'-এ ভাবে রপ্তানিতে নেবার উদ্যোগ চলেছে। যথাযোগ্য প্রমোশনের ব্যবস্থা নেওয়া হলে এ ধরনের তাঁতজাত বস্ত্রও ভারতের 'মাদ্রাজ-চেক'-এর অনুরূপ সাফল্য লাভ করবে বলেই বিশ্বাস। রপ্তানিতে বিপুল চাহিদা ঘাটতির আলোকে এ খাতের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। এ দেশে ১৯৮২-৮৮ সনের মধ্যবর্তী সময়ে বহু স্পেশাল বয়ন ইউনিট ও পাওয়ার লুম বসানো হয়।

ডাইয়িং ও ফিনিশিং

১৯৭১-এ দেশে মাত্র ৯টি ডাইয়িং-প্রিন্টিং ফিনিশিং ইউনিট ছিল। ১৯৭৫-এ সংখ্যা ছিল-২১। ১৯৮২তে এ সংখ্যা ১৪১-এ উন্নীত হয়। ১৯৯২-তে ২৯৭টি শিল্প-ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে এ শিল্পের সমস্যা প্রধানত দু'টি। এক- এ শিল্পের প্রধান অবলম্বন গ্রে কাপড় বাংলাদেশে উৎপাদিত হলেও তার বেশির ভাগই নিম্নমানের, দামও বেশি। রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য আদৌ উন্নত নয়। দুই- রপ্তানি মানের ডাইয়িং-প্রিন্টিং- ফিনিশিং ইউনিটের সংখ্যা চাহিদার তুলনায় এখনও খুবই কম। ডাইয়িং-প্রিন্টিং-ফিনিশিং তাই বস্ত্রখাতের দুর্বলতম উপখাত।

বস্ত্রশিল্পের সম্ভাবনা

বাংলাদেশে বস্ত্রশিল্প আজও শৈশবে রয়ে গেছে। এ শিল্প দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করে রপ্তানি আয়ের প্রায় ৬০ শতাংশ যোগান দিয়ে থাকে। ৩৫ লাখ লোক নানাভাবে বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্পে নিয়োজিত। সামগ্রিক শিল্পখাতে কর্ম সংস্থানের ৪৫ শতাংশ এ খাতেই হয়ে থাকে। পুরো দেশের শিল্প উৎপাদনের ৪৫ শতাংশ পাওয়া যায় শিল্পখাত থেকেই। অথচ জাতীয় আয়ের মাত্র ৫ শতাংশ পাওয়া যায় একই খাত থেকে।

১৯৬৯-৭০ সনে বাংলাদেশের বস্ত্র মিলের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৪-এ। '৬০-এর দশকেই বাংলাদেশ বস্ত্রশিল্পে আধুনিক প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি ও উৎকর্ষের অধিকারী হয়। ১৯৭২-৮২ ছিল কলকারখানা জাতীয়করণের কাল। এ সময়ে বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্পে আঁধার নেমে আসে। ১৯৮২ সনে বস্ত্রমিলগুলো বিরাষ্ট্রীয়করণের সিদ্ধান্ত হয়। আজকে বিটিএমসির আওতায় ৪১টি ও ৬০টিরও বেশি বস্ত্রমিল ও সুতাকল বেসরকারি খাতে রয়েছে।

এতোসবের পরেও বস্ত্রশিল্পেই শিল্পখাতের সবচেয়ে দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটেছে বাংলাদেশে। এর সম্ভাবনা উজ্জ্বল। কর্মসংস্থান, আয়, বিদেশী মুদ্রা অর্জন ও সাশ্রয়ের দিক থেকেও বস্ত্রশিল্পখাত সবচেয়ে বড় খাত। এ শিল্পের আভ্যন্তরীণ বাজার যেমন সুবিশাল, রপ্তানি সম্ভাবনা যথেষ্ট। বস্ত্রের আভ্যন্তরীণ চাহিদা ১২১ কোটি মিটার।

উন্নয়ন পরিকল্পনায় বস্ত্রখাতকে একটি খাত মাত্র বলে ধরা হয়েছে। এখানে বেশ কিছু উপখাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও সেগুলো উপেক্ষিত। স্পিনিং, উইভিং, ডাইয়িং ও ফিনিশিং তৈরী পোশাক, তৈরি টাওয়েল শিল্প, বিবিধ বস্ত্র আনুষঙ্গিক শিল্পের মধ্যে সরকারি বা বেসরকারি কোনো পর্যায়েই সমন্বয় বা আন্তঃযোগাযোগ নেই। এ কারণে ও অবস্থা বৈগুণ্যে শুধু তৈরি পোশাক খাতে সাফল্য অর্জিত হয়েছে। অথচ এ তৈরি পোশাক শিল্পে মূল্য সংযোজন অনুপাত অত্যন্ত কম।

বিটিএমসি কর্তৃপক্ষের প্রস্তাব অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ চাহিদা ও রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পের বর্তমান ও সম্ভাব্য ঘাটতি মেটানোর জন্য স্পিনিং (সুতা) ও উইভিং (বয়নকৃত বস্ত্র) খাতে আনুমানিক ২৫/৩০ কোটি টাকার মূলধন বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে। ইতিমধ্যে অস্তিত্বশীল কিছু বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠানের আধুনিকায়নও করতে হবে।

দেশে বর্তমানে সর্বমোট স্পিনিং মিল আছে ১৪৫ টি। দেশে বর্তমানে সুতার মোট চাহিদা রয়েছে ৫০৩ মিলিয়ন কেজি। প্রকৃত উৎপাদন ২৪৩ কেজি। এদিকে বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের হিসেব অনুযায়ী ১৯৯৪-৯৫ সনে দেশে গ্রে কাপড়ের চাহিদা ছিল ৩২৭ কোটি মিটার। স্থানীয় চাহিদা ১৪৫ কোটি মিটার, রপ্তানি খাতের

চাহিদা ১৮২ মিটার। দেশে উৎপাদিত হয় ১০৪ কোটি মিটার। এ ভাবে চাহিদার অবশিষ্ট অর্থাৎ২২৩ কোটি মিটার বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। গ্যাট চুক্তি বাস্তবায়নের শেষ বর্ষ ২০০৫ সনে দেশে গ্রে কাপড়ের চাহিদার ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে ৪৪২ কোটি মিটার। এ সব ঘাটতি চাহিদা মেটাতে ৪২০ টি উইভিং মিল স্থাপন করতে হবে।

তাঁত শিল্পেরও একটা ভূমিকা রয়েছে রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পের ক্ষেত্রে। সমস্যা জর্জরিত এ তাঁত শিল্প প্রচুর কর্মসংস্থানে সক্ষম। বাংলাদেশে রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পে বছরে প্রায় ১১ কোটি মিটার চেক কাপড় ব্যবহৃত হয়। এর মাত্র ৫০ লাখ মিটারের মতো কাপড় দেশে উৎপাদিত হয়। গ্রামীণ ব্যাংক ২৫% নগদ ভর্তুকি নিয়ে গ্রামীণ চেক উৎপাদন করছে যার চলতি উৎপাদন ৪০ লাখ মিটারের বেশি। তাঁত বোর্ড 'ঢাকা চেক' নামে চেক কাপড় উৎপাদনের উদ্যোগ নিয়েছে। এতে সোয়া লাখ বেসরকারি অলস তাঁত আবার সচল হবে।

দেশের সীমিত সংখ্যক ডাইয়িং-ফিনিশং ইউনিট আন্তর্জাতিক মানের রপ্তানিযোগ্য ফিনিশড কাপড় উৎপাদন করতে পারে। বর্তমানে এ ধরনের ইউনিটে ৬৫ কোটি মিটারের কিছু বেশি ফিনিশড কাপড় উৎপাদিত হয়। এর পরেও এ ধরণের মানের ফিনিশড কাপড়ের চাহিদা রয়েছে কোটি মিটার যা ২০০৫ সনে ৪৪২ কোটি মিটারে দাঁড়াবে।

দক্ষতা, ব্যয় ও সময় সাশ্রয়, জটিলতা পরিহারের স্বার্থে কম্পোজিট টেক্সটাইল ইউনিট দরকার যেখানে যুগপৎ স্পিনিং, উইভিং,, ডাইয়িং এমনকি পোশাক তৈরির ব্যবস্থা থাকবে। বস্ত্র উপখাতের নিটওয়্যার রপ্তানির ক্ষেত্রে বিস্ময়কর দ্রুতগতিতে এগিয়েছে। এ খাতে আমাদের রপ্তানির জন্য শতাংশ সুতা দেশেই পাওয়া যায়। তবে সুতা খুব উন্নতমানের না হওয়ায় হঠাৎ এ খাতে রপ্তানি অনেকটা মুখ থুবড়ে পড়ার অবস্থায় এসেছে। ১৯৯৪-৯৫-এর তুলনায় ১৯৯৫-৯৬-এ নিটওয়্যার খাতে রপ্তানি বেড়েছে প্রায় ৫৩% শতাংশ, তৈরি পোশাকের সে তুলনায় প্রবৃদ্ধি মাত্র ৮ শতাংশের বেশি। নিটওয়্যারের মূল্য সংযোজন অনুপাতও অনেক বেশি।

বস্ত্রশিল্পের কিছু সুনির্দিষ্ট সমস্যা :

১. আমদানি সুতার কর : আমদানি সুতার ওপর ৩৫% আবগারি কর, আমদানি শুল্ক, ভ্যাট ও লাইসেন্স ফি রয়েছে। ফলে বিদেশ থেকে ৩৫% বেশি দামে সুতা ক্রয় করতে হয়।

২. ট্যারিফ মূল্য : সুতার ট্যারিফ মূল্য বেশি বলে সুতা আমদানির খরচ ৬-১০% বেশি।

৩. চড়া ব্যাংক সূদের হার : চক্রবৃদ্ধি চড়া সূদের হার অন্যতম বাধা।

৪. ডাইজ ও কেমিক্যালস কর এবং ফি'র কারণে ৩৫% বেশি দামে আমদানি করতে হয়।

৫. সাইজিং মেশিনের সমস্যা : অধিকাংশ মিলে সাইজিং মেশিন নেই।

৬. পুরোনো সেকেলে প্রযুক্তি : বস্ত্রখাতের প্রায় সব শিল্প ইউনিটে রয়েছে ৪০ বছরের আগেকার প্রযুক্তি। এগুলো রয়েছে বিএমআরই-র অপেক্ষা। এ সব মিলের পণ্যমান নিম্নস্তরের, দাম তুলনামূলকভাবে বেশি।

৭.যন্ত্রাংশের ওপর কর : এ খাতে কর যৌক্তিকীকরণের কথা হয়েছে। কিন্তু শুল্ক জটিলতা কমেনি।

৮. যোগাযোগ দুর্বলতা : আন্তর্জাতিক বাজার সম্পর্কে আমাদের বস্ত্রশিল্পপতির বেশির ভাগ অনবহিত। বিক্রয় উন্নয়ন প্রয়াসও খুবই সীমিত। বিপনন প্রয়াস পর্যাপ্ত নয়।

সম্ভাবনাময় বস্ত্রশিল্প খাতে ব্যর্থতার ব্যাখ্যা

১. রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনাহীনতা;
২. উদ্যমী, দূরদর্শী উদ্যোক্তার অভাব;
৩. দু'টি রাষ্ট্রীয় লগ্নী প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক ব্যর্থতা;
৪. তড়িঘড়ি শিল্প জাতীয়করণের মাধ্যমে একটি বিরাট রাষ্ট্রীয় লোকসানী খাতের সৃষ্টি;
৫. স্বাধীনতাপূর্ব ও পরবর্তী বস্ত্র শিল্পগুলোকে রপ্তানিমুখী শিল্পখাত হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনার অভাব;
৬. অধিকাংশ পুঁজিপতির কষ্টসাধ্য উৎপাদন পুঁজির বদলে সওদাগরি পুঁজির প্রতি পক্ষপাত। তবে উৎপাদনে পুঁজি বিনিয়োগ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত শ্রম অস্থিরতা ও অস্থির রাজনৈতিক পরিবেশে ফটকাবাজি অনুকূল হওয়া এবং এ ব্যবস্থার প্রতি বোধগম্য কারণে আমলা ও রাজনীতিক মহলের পোষকতা পুঁজিপতিদের Mercantilism-এ অনুরক্তির অন্যতম প্রধান প্রেরণা; ও
৭. পুঁজির প্রকৃত স্বল্পতা।

সরকারি নীতি ব্যবস্থা

বস্ত্রমিল বিরাষ্ট্রীয়করণের ক্ষেত্রে মিল বিক্রয়ের পাশাপাশি শেয়ার বিক্রি ও বিদেশী সহ-উদ্যোগের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও ডিজাইন কার্যক্রম সম্প্রসারিত করতে হবে।

কাঁচা তুলা আমদানির ওপর এখন কোনো শুল্ক ও কর নেই। কৃত্রিম তন্তু আমদানি কর কমানো ও যুক্তিসংগত করতে হবে।

ক্ষুদ্র পাওয়ার লুম ও স্পেশালাইজড ইউনিটগুলোকে Restructure করতে হবে লাভজনক করার জন্য। আধুনিক প্রযুক্তির ডাইয়িং-প্রিন্টিং-ফিনিশিং ইউনিট স্থাপন করতে হবে। এ সব ইউনিটে রপ্তানি খাতে গ্রে কাপড় আমদানি বিধিনিষেধ প্রত্যাহার এবং শিল্পের যন্ত্রপাতি ও রং রসায়নের শুল্ক প্রত্যাহার করতে হবে।

একদিন এ দেশে মসলিনের সুতা ছিল। কার্পাসও ফলেছে। এমনকি ৬০-এর দশকে এ দেশে উৎপাদিত সুতা ও বস্ত্রের মান ছিল উন্নততর। তবে অবস্থা আবার বদলাচ্ছে। প্রাইম টেকসটাইলের মতো কয়েকটি সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি সজ্জিত মিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বেসরকারি খাতে। জাপানের এক বিখ্যাত বস্ত্র উৎপাদক প্রতিষ্ঠান ও বাংলাদেশের এক পথিকৃত শিল্পগোষ্ঠীর সর্বাধুনিক কম্পোজিট মিল স্থাপনে এখন কাজ শুরু হতে যাচ্ছে।

এ সবকিছুর পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বস্ত্রশিল্পকে ২১ শতকের প্রবল চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় টিকে থাকতে হলে এ খাতে মূলধন বিনিয়োগের প্রয়োজন আনুমানিক ২৫/৩০ হাজার কোটি টাকার। বস্ত্রখাত সর্ববিচারে মুনাফাযোগ্য। বিশেষজ্ঞদের হিসেব অনুযায়ী যথা অর্থনৈতিক মাত্রার ভিত্তিতে স্থাপিত হলে সুতা ও বস্ত্র প্রকল্পে বিনিয়োগ থেকে ৩৭ শতাংশ হারে আয় সম্ভব। এখাতে সর্বাধিক জনশক্তি নিয়োগও হতে পারে। অর্থ বা আয়ের বন্টন হতে পারে সর্বাধিক প্রসারিত ব্যাপ্তিতে। এতে মুল্যস্ফীতির ঝুঁকি নেই, আছে সর্বসাধারণের কল্যাণ।

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের সফলতা কামনা করছি।

আমরা যে সমস্ত কাজ করে থাকি

১.ভিসার সার্ভিসিং ২. হজ্জ পালনের ব্যবস্থা ৩.ইন্টারন্যাশনাল কুরিয়ার সার্ভিস

❖ সুদীর্ঘ ২২ বছর আমরা ভিসার সার্ভিসিং করছি। কম সময়ে আন্তরিকতার সাথে ভালো সার্ভিস প্রদান আমাদের বৈশিষ্ট্যঃ

❖ আমরা নির্ভরযোগ্যতার সাথে কম খরচে হজ্জ যাত্রীদের হজ্জ পালনের ব্যবস্থা করে থাকি। আপনি আপনার আব্বা-আম্মা বা আত্মীয় স্বজনের হজ্জের দায়িত্ব আমাদের উপর নিশ্চিন্তে অর্পণ করতে পারেন।

❖ এ সাথে আমরা সৌদি আরব ও বাংলাদেশ-এর মধ্যে দ্রুত ও নির্ভরযোগ্য কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপনের সফল ভূমিকা রাখছি। প্রবাসী বাংলাদেশীদের চিঠি, ডকুমেন্টস, পার্সেল ইত্যাদি বিশ্বস্ততা ও দায়িত্বের সাথে দ্রুত ৬৪টি জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের ঠিকানায় পৌছে দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

এশিয়া ড্রাগন ট্রেডিং কোং
ASIA DRAGON TRADING CO.

এশিয়ান ইন্টারন্যাশনাল কুরিয়ার সার্ভিস
FIRST BANGLADESH TRAVEL AGENCY

ফার্ষ্ট বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সি
ASIAN INTERNATIONAL COURIER SERVICE

ঢাকা অফিস	রিয়াদ অফিস
৩০, মালিটোলা রোড	পোষ্ট বক্স নং - ২২৩০৯
ঢাকা- ১১০০।	রিয়াদ - ১১৪৯৫
ফোন - ৯৫৫৭২১৪	ফোন - ৪০৬৬৩৭৩
ফ্যাক্স - ৯৫৫৯৭৩৮	৪১২১৫৩৮
email:dsp@agni.com	ফ্যাক্স- ৪০৫২৩৯০

সংকটের মুখে গার্মেন্টস্ শিল্প

কবির আহমদ মজুমদার

রেডিমেড পোষাক তৈরীর ইতিহাস ১৮০ বছরের। ১৮২১সালে মাত্র ৮০টি সেলাই মেসিন দিয়ে প্যারিসে বিশ্বের প্রথম গার্মেন্টস্ ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ফ্যাক্টরীতে সামরিক ইউনিফর্ম তৈরী হত। ১৮৫৬ সালে গ্রেট ব্রিটেনের লিডস শহরে জন ব্যারেল মাত্র তিনটি সেলাই মেশিন নিয়ে প্রথম ব্রিটিশ গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশে প্রথম গার্মেন্টস্ ফ্যাক্টরী হয় ঢাকার উর্দু রোডে যার নাম রিয়াজ গার্মেন্টস্। ১৯৬৭ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান থেকে ১০,০০০ পিস সার্ট প্রথম বারের মত ব্রিটেনে রফতানী করা হয়। বিগত ১৯৯৮-১৯৯৯ অর্থ বছরে ৪০২.০১ কোটি ডলার যা বাংলাদেশী টাকায় ২০ হাজার কোটি টাকার তৈরী পোষাক রপ্তানী হয়। এ পর্যন্ত জাতীয় রপ্তানী আয়ের ৭৬% এ খাত থেকেই আসে। বর্তমানে বাংলাদেশের তৈরী পোষাক শিল্পের প্রায় দুই হাজার নয়শত উনত্রিশটি ফ্যাক্টীতে ১৫ লাখ শ্রমিক পুরুষ কর্মরত যার ৮০% নারী শ্রমিক। তৈরী পোষাক শিল্পে সহায়তার জন্যে প্রতিষ্ঠিত টেক্সটাইল শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের মান আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতার যোগ্য। আমাদের দেশীয় উইভিং, ডাইয়িং, ফিনিশিং ও তোয়ালেসহ তৈরী পোষাক শিল্পে উৎপাদনে অর্থ ও অন্যান্য যোগানে সরকারের সহায়তা অপ্রতুল। অতিসম্প্রতি এ শিল্প বিরাট বিপর্যয়ের মুখোমুখি। ডায়িং হাউজগুলোর অবসস্থাও নাযুক।

আমেরিকার World Trade Centre ধ্বংস হবার পর এর রপ্তানী কমে ৫০%। ফলে পোষাকের দাম কমে ৪০% - ৫০% (২) যুক্তরাষ্ট্রের ল্যাটিন আমেরিকান ও ক্যারিবিয়ান দেশগুলো দামে সস্তা ও দ্রুত রপ্তানী করতে পাছে। এ ক্ষেত্রে বিগত সরকার ল্যাটিন ও ক্যারিবিয় দেশগুলোর মত সুবিধা আদায়ে সচেষ্ট ছিলনা। যদিও গার্মেন্টস্ মালিক সমিতি কংগ্রেসের মাধ্যমে একটি ট্রেড বিল পাশ করানো ও লবিষ্ট ফার্ম নিয়োগের কথা বলেছে। শেষ পর্যন্ত বিজে এম ই এ একটি লবিষ্ট ফার্ম নিয়োগ করেছে (৩) বাংলাদেশের তৈরী পোষাক রপ্তানি হয় প্রধানতঃ যুক্তরাষ্ট্র ও ই, ই, সি ভূক্ত দেশ সমূহে। ১৯৯৮-৯৯ সালে যুক্তরাষ্টে মোট রপ্তানি হয়েছে ১৯৬৭.৫৪ মিলিয়ন ডলার মূল্যের। যা মোট রপ্তানীর ৩৭.৩%। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে জার্মানীতে ১১-৭৭%। তাছাড়া ইংল্যান্ড, ইতালী, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম ও কানাডাসহ বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হচ্ছে।

বর্তমানে ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড, কম্পুচিয়া ও লাওস বাংলাদেশের বাজার দখলে তৎপর। তৈরী পোষাক রপ্তানী বাণিজ্যের গুরুত্ব বিবেচনা করে আমাদের চেয়ে অনেক শক্তিশালী শ্রীলংকা কাঁচামালের ওপর আমদানী শুল্ক প্রত্যাহার করেছে। ভারত ২৫ হাজার কোটি রুপীর ইনসেনটিভ বোনাস দিয়েছে ১২ বছর মেয়াদে। এছাড়া মাত্র ৫% সূদে ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ শিল্প গড়ে তুলেছে। তদুপরি ভারত, পাকিস্তান এবং ইন্দোনেশিয়া উদ্যোগক্তাদের বাড়তি সুবিধা প্রদান করে।

সম্প্রতি সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রী দেশের রপ্তানী অব্যাহত রাখতে বিশেষ করে কোটামুক্ত ও শুল্কমুক্ত বাজার প্রবেশাধিকার পেতে বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মেরী এ্যান পিটার্স এর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। (৪) আশার কথা পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে আমেরিকান শিল্প ও বণিক সমিতি ছয় সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দল সাক্ষাত করে বাংলাদেশ থেকে তৈরী পোষাক আমদানী বাড়াতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এবং গত ৩রা

নভেম্বর পররাষ্ট্র মন্ত্রী একিউ এম বদ্রুদ্দেজা চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল যুক্তরাষ্ট্র গিয়েছেণ তৈরী পোষাক শিল্পের রপ্তানি প্রসার ঘটাতে।

সার্ক কিউমুলেশন ব্যবসস্থা কার্যকর করার ফলে এ খাতে বছরে ৩০ থেকে ৫০ কোটি মার্কন ডলার মূল্যের রপ্তানী আদেশ পাওয়া যাবে বলে বিজি এম ই এ সভাপতি কুতুব উদ্দীন আহমদ জানিয়েছেন (৫) চারদলীয় সরকারের বস্ত্রমন্ত্রী আবদুল মতিন চৌধুরী ঘোষনা করেছেন - দেশে ২৫০টি কম্পোজিট টেক্সটাইল মিল স্থাপন করা হবে ২০০৪ সালের মধ্যে। দেশে ২০০৪ সালের পর থেকে বিদেশ থেকে সূতা ও কাপড় আমদানী বন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং ২০০৪ সালের মধ্যে ২৫০ কমপোজিট টেক্সটাইল মিল স্থাপন করা হবে। তাহলে দেশ বস্ত্রখাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে এবং লাখ লাখ শিক্ষিত অশিক্ষিত জনশক্তির কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। শীঘ্রই কমিশন গঠন করে বন্ধ মিল চালুর ব্যবস্থা করতে হবে। কম্পোজিট টেক্সটাইল মিল স্থাপনের জন্য ৫-৭ ফ্যাক্টরী মিলে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে পারে। সরকার "টেক্সটাইল ভিলেজ " স্থাপন এবং এতদসংক্রান্ত প্রকল্পে গ্যাস, পানি ও বিদ্যুতের সুবিধার নিশ্চয়তা দেবে সরকার।

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ গার্মেন্টস শিল্পের উন্নয়ন ও রপ্তানী উন্নয়ন ও রপ্তানী বাড়ানোর জন্যে শুল্ক কাঠামোর পূর্ণর্বিন্যাস, প্যাকেজ প্রোগ্রামসহ নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এমতাবস্থায় দেশীয় উইভিং, ডাইয়িং, পরিবহন, জাহাজীকরণ ও রপ্তানীতে হরতাল-ধর্মঘটসহ নানাবিধ সমস্যা পোহাতে হয়।

এ শিল্পের স্বার্থেই গার্মেন্টস প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন ও গার্মেন্টস পল্লী স্থাপন করা অত্যাবশ্যক। তীব্র প্রতিযোগীতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সফলতার জন্য যোগ্যতা, দক্ষতা, কোয়ালিটি মার্কেটিং, আমদানী-রপ্তানী ও ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই।

তৈরী পোষাক শিল্প সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হওয়া সত্বেও এতে প্রচলিত শ্রম আইন মানার বালাই নেই। শ্রমিকদের ১২-১৪ ঘন্টা খাটানো হয়। ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কার শ্রমিকদের তুলনায় মজুরী দেয়া অর্ধেকের কম। অথচ এটি একটি লাভজনক শিল্প।

তৈরী পোষাক শিল্প শ্রমিকদের জন্য সুপারিশ

০ অবিলম্বে গার্মেন্টস শিল্প শ্রমিকদের জন্যে শিল্প আইন ও বিধিমালা প্রদান করা।

০ নারীপুরুষ নির্বিশেষে চাকরীতে যোগদানের ৩ মাস পর প্রত্যেক শ্রমিককে স্থায়ী নিয়োগ পত্র প্রদান করা।

০ অবিলম্বে গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরী কমিশন প্রনয়ন করা।

০ আই এল ও এর ১নং কনভেনশন মুতাবিক চাকরীতে দৈনিক কর্মঘন্টা ৮ ঘন্টা নির্ধারণ করা।

০ মহিলা শ্রমিকদের রাত্রিকালীন ডিউটি করানো যাবেনা। (৬৫ শ্রমিক নিয়োগ আইান ও ৪ নং কনভেশন। সাপ্তাহিক ছুটি দিতে হবে নারী পুরুষ সবাইকে (১৪নং কনভেনশন)

০ রানী ও শিশু শ্রমের ক্ষেত্রে (ন্যুনতম রয়স সহ) আইন মানতে হবে। কোনো কারখানায় ৫০ জন নারী শ্রমিক থাকলে ডে কেয়ার ইউনিট থাকতে হবে।

০ সংগঠন বা ট্রেড ইউনিয়ন স্বাধীনতা এবং সাংগঠনিক ও সমবায় ভিত্তিক অধিকার প্রদান করা। (৯৭ ও ৯৮ নং কনভেশন)।

০ বৈদ্যুতিক গোলযোগে আগুন লাগাসহ দুর্ঘটনা রোধের তড়িত ব্যবস্থা গ্রহণ করা, ফ্যাক্টরীতে কক্ষের প্রশস্ততা, কাজের ধরণ অনুযায়ী স্থানায়োজন, পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা, যাতায়াত ও উঠা নামায় সিড়ির প্রশস্ততাএবং বিপদ কালীন সময়ের জন্য বিকল্প সিঁড়ির ব্যবস্থা থাকা অপরিহার্য।

০ সম অংশীধারী ভিত্তিক প্রভিডেন্ড ফান্ড, গ্রুপবীমা, ন্যায্য মূল্যে রেশন সরবরাহ এবং চাকরী শেষে বিদায়কালে প্রাচ্যুয়িটি প্রদান করা।

তথ্সূত্র ঃ
১। বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা উৎপাদন ও বিপন্ন বস্ত্র শিল্প প্রেক্ষিত পৃষ্ঠা - ১০৭ ২। ২৩ অক্টোবর ইনকিলাব। ৩। ৬ সেপ্টেম্বর ইনকিলাব।৪। ২৩ অক্টোবর সংগ্রাম।৫। ২৩ অক্টোবর সংগ্রাম। ৬। ২৩ অক্টোবর ইনকিলাব।

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের সফলতা কামনা করছি।

বিদেশ হইতে সকল প্রকার সার, সিমেন্ট, রড, টিন ও চাউল আমদানীকারক ও পরিবেশক এবং হোল সেল ডিলার।

জয়েন্ট ট্রেডিং কর্পোরেশন লিঃ
নওয়াপাড়া বাজার যশোর

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে চ

সূচনা ঃ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে চট্টগ্রাম বন্দরের ভূ
আমদানী বাণিজ্যের ৮০% এবং রপ্তানী বাণিজ্যের ৭০% চট্ট
সারা পৃথিবীর ৫৭০টি বন্দর থেকে আগত সমুদ্রগামী জাহাজ
চট্টগাম বন্দরেই পৌঁছে। তাই চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে বাংলা
এজন্য এ বন্দরকে বলা হয় Gate Way বা দেশের প্রবেশ দ্বার।

ঐতিহাসিক পটভুমি ঃ

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আরব ও ইয়ামেনী মুসলিম বণিকদের বাণিজ্য তরীর আগমনের মধ্য দিয়ে সর্ব প্রথম এই বন্দরে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সূত্রপাত ঘটে। ঐ সমস্ত আরবীয় বণিকেরা তাদের বাণিজ্যিক পণ্যের সাথে সাথে ইসলামের সুমহান বার্তাও বয়ে আনেন এই দেশে। এই জন্য চট্টগ্রামকে ইসলামের প্রবশদ্বারও বলা হয়। এরপরে ১৬০০ শতাব্দীতে পর্তুগীজ নাবিকদের আগমন এবং ১৮০০ শতাব্দীতে পর্তুগীজদের তাড়িয়ে বৃটিশদের চট্টগ্রাম বন্দরে আগমন ঘটে এবং ১৮৮৭ সালে বৃটিশরাই প্রথম আধুনিক বন্দর ব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটায়।

বৃটিশদের বিতাড়ন ঃ ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তি ও পাকিস্তান অর্জনের পর পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় জনপদ আজকের বাংলাদেশের জনপদ হয়ে উঠে অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং জাতীয় অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি। এপথ ধরে ১৯৫০ সালে ১৩টি আধুনিক জেটি নির্মাণ এবং প্রয়োজনীয় কার্গো হ্যান্ডলিং ইক্যুইপম্যান্ট সংগ্রহের সাথে সাথে ১৯৬০ সালে পোর্ট জায়গা দখল করে নেয়।

এরপর '৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে চট্টগ্রাম বন্দর জাতির অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয় এবং ১৯৭৬ সালে গঠিত চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দর বাংলাদেশের ১৪কোটি মানুষ ছাড়াও নেপাল ও পূর্ব ভারতের ৭টি রাজ্যের অন্ততঃ আরো ৫ কোটি মানুষের বাণিজ্য মোকাবেলায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

স্বাবলম্বী উন্নয়ন পরিক্রমা ঃ

পতেঙ্গা সমুদ্রসৈকত দিয়ে কর্ণফুলীর মোহনা থেকে ৫.৫ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে নির্মিত এই বন্দরের বিভিন্ন স্থাপনাসহ ৯ মাইল প্রলম্বিত ছবির মত বিভিন্ন ধরনের জেটি ও স্থাপনা গড়ে উঠেছে। কর্ণফূলীর উভয় তীরে মোহনার খানিকটা পর প্রথমে কয়লার জেটি এরপরে ড্রাইডক তার কিছুটা পশ্চাৎ বিপরীতে CAFCO জেটি এবং পশ্চিম তীরে এর পরে একে একে তৈল বন্দর, সাইলো জেটি, সিমেন্ট ক্লিংকার জেটি এরপর মুরিং জেটি, (অধুনা লুপ্ত ও ৯১ ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত) সিসিটি বা এমপিবি। এরপর ১৩টি সারিবদ্ধ একটানা পশ্চাৎ সুবিধাসহ ১৩টি জেটি বন্দরের নিজস্ব জাহাজ মেরামতের মলীপাড়া এবং সদরঘাটের লাইটারেজ জেটি একবারে ছবির মত একের পর এক বিনির্মিত হয়েছে। লাখো কোটি টাকার এ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা জেটি, বার্থ, ইয়ার্ড, নেভীগেশন, যন্ত্রপাতি, কার্গো হ্যাডলিং রকমারী

...ত কর্ণফুলীর নাব্যতা রক্ষায় ৬৫ কোটি টাকায় খনক ড্রেজারসহ আরো কোটি ... জাহাজ পাইটেস ও টাগবোর্ড সমূহ কোন সরকারী টাকায় উন্নয়ন হয়নি। সকল ...লে বন্দরের অগ্রযাত্রা সূচিত হয়েছে কেবল মাত্র বন্দরের আয় থেকেই। কালে ভদ্রে ...ন বিদেশী সরকার চট্টগ্রাম বন্দরকে কোন অনুদান দিলেও সকল সরকারই বন্দর থেকে ...র এই সার্বিক ধারাতে সর্বশেষ, বন্দরের প্রস্তাবিত সর্বাধুনিক নিউমুড়িং কন্টেইনার টর্মিনাল প্রায় ...০০ কোটি টাকার প্রকল্প (বর্তমানে নির্মাণ কাজ শেষ হলে ১৫০০ কোটি টাকায় নির্মাণ ব্যয় দাঁড়াতে পারে) এবং সর্বশেষ ১৪৫ টি বিভিন্ন ধরনের কার্গো হ্যান্ডলিং সর্বাধুনকি ও ভারী যন্ত্রপাতি যার মূল্য ৩৪৫ কোটি টাকা সরকারী কোষাগার থেকে দেয়া হয়নি।

তাহলে দেখা যায় যে বন্দরের উন্নয়নের প্রায় দেড় হাজার বছরের ইতিহাসকে বা গোটা জাতির অগ্রগতির ধাপে ধাপে আছে তা জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রারই ইতিহাস। পরবর্তী পর্যালোচনা গুলোতে সে সব বিষয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান ঃ

জাতীয় অর্থনীতিতে চট্টগ্রাম বন্দরের প্রভাব যে কত ব্যাপক তার বছর ভিত্তিক তথ্য এবং ডাটা আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হবে।

১৯৮৪/১৯৮৫ অর্থবছর থেকে জুন ২০০১ সাল পর্যন্ত নগদ ৩৫৪ কোটি টাকা জমা দিয়েছে। বাংলাদেশের আর কোন প্রতিষ্ঠানের এমন নজির নেই।

চট্টগ্রাম মহানগরী উন্নয়ন ও সিটিকর্পোরেশন উন্নয়ন প্রকল্পে অবদান ঃ

চট্টগ্রাম মহানগরী সাড়ে ৫ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে সড়ক ও ফুটপাথ, ব্রীজ, ওভারব্রীজ, কালভার্ট, ড্রেন, বিদ্যুতায়ন, গ্যাস বিতরণ, পয়নিষ্কাসন, সড়ক বাতি প্রতিটি কাজ বন্দরের সম্পন্ন হচ্ছে। অথচ এই সাড়ে ৫ বর্গমাইলে অন্তত ৫ লাখ বাসিন্দার এই সকল সুযোগ সুবিধার হয়ত সিডিএ নয়ত সিটি কর্পোরেশনকে করার কথা এছাড়াও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশেনকে বার্ষিক উন্নয়ন বাবদ বন্দর থেকে দেয়া হচ্ছে ৭ কোটি টাকা।

আগ্রাবাদ এক্সেস রোড নির্মাণ অনুদানঃ বন্দর এবং বন্দর পশ্চাৎ এলাকার বিশাল জনবসতির বন্দর সংশ্লিষ্ট রোহ বাদ দিয়ে মহানগরীর অপরাপর অংশে যাতায়াত এবং আন্তঃজেলা বাস সমূহ বন্দর এলাকা বাদ দিয়ে আগ্রাবাদ থেকে সরাসরি বন্দর নগরী ত্যাগ করার জন্য যে আগ্রাবাদ এক্সেস রোড নির্মিত হয়েছে সে ক্ষেত্রেও বন্দর ফান্ড থেকে দেয়া হয়েছে ৬ কোটি টাকা।

ডক শ্রমিকদের লেভী ঃ বন্দরে কর্মরত ডক শ্রমিকদের মজুরী আদায়ের জন্য মোর হ্যান্ডলিং ঠিকাদার বা স্টিভিটর এজেন্টকে প্রতিবছর বন্দর ফান্ড থেকে দেয় হচ্ছে ৬০ কোটি টাকা নিয়মিত ভর্তূকি।

শিক্ষা চিকিৎসা বাসস্থান ধর্মীয় ও সমাজ উন্নয়ন এবং চিত্ত বিনোদন কার্যক্রমে অবদান ঃ

বন্দর ও বন্দর সংশ্লিষ্ট ডক ষ্টিভিটর মার্চেন্টি শ্রমিক কর্মচারীদের জীবন মান উন্নয়ের জন্য বন্দরের নিজস্ব অর্থায়নে গড়ে উঠেছে বন্দর উত্তর দক্ষিণ পূর্ব এবং ডেবার পাড় এবং সদরঘাটস্থ অভয় মিত্র ঘাট এবং মহোহারখালী কলোনী এবং ডরমিটরী। এসব আবাসিক এলাকা সমূহে বন্দরের মাননীয় চেয়ারম্যান থেকে নিম্ন বেতনভোগী কর্মচারী পর্যন্ত প্রায় ৩৫০০ জন আবাসিক সুবিধা ভোগ করছে বন্দরের নিজস্ব বাসস্থান নির্মাণের মাধ্যমে। ডক শ্রমিকদের জন্য গড়ে তোলা হয়েছে পাঁচ শতাধিক কোয়ার্টার। বন্দরের

কর্মচারীদের জন্য ১৫০ বেডের একটি আধুনিক হাসপাতাল এবং ডক শ্রমিকদের জন্য ৫০ বেডের একটি চিকিৎসা কেন্দ্র ও মার্চেন্ট শ্রমিকদের জন্য জরুরী এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস চালু রয়েছে। বন্দর ও ডকশ্রমিক কর্মচারী কর্মকর্তাদের পোষ্যদের জন্য একটি কেজি স্কুল, ৪ টি প্রাইমারী স্কুল, ১টি বয়েজ ও ১টি গার্লস হাই স্কুল এবং একটি দাখিল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বন্দর এলাকায় বসবাসরত ও আগত ব্যবসায়ী, কর্মকর্তা, কর্মচারী, শ্রমিক ও অপরাপর জনগণের জন্য বন্দরের কর্মস্থল জেটি ও আবাসিক এলাকায় বন্দরের পরিচালানয় পরিচালিত হচ্ছে ১৫ টি মসজিদ, ৪টি মক্তব ও ১টি পূর্ণাঙ্গ মন্দির। বন্দর সংশ্লিষ্ট এলাকায় নিজস্ব অর্থায়নে স্থাপিত হয়েছে ৫টি মার্কেট। বন্দর ব্যবহারকারী শ্রমিক কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের চিত্ত বিনোদনের জন্য পৃথক পৃথকভাবে রয়েছে ৩টি ক্লাব। এছাড়াও খেলাধূলার জন্য রয়েছে ৪টি খেলার মাঠ এবং একটি বিশাল স্টেডিয়াম যেখানে দেশী বিদেশী বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগীতাসহ লীগ পর্যায়ের ফুটবল খেলা চালু রয়েছে। এছাড়া বন্দর ব্যবহারকারী বন্দর কর্মকর্তা মহিলা সংঘ বন্দর কর্মচারীদের দপ্তরসহ সমাজল্যাণ ও নারী কল্যাণ প্রকল্পের সেলাই স্কুল ঘাসফুল স্কুল, কম্পিউটার স্কুল ইত্যাদিতে বন্দর নিয়মিত বার্ষিক অনুদান দিয়ে তাদের সেবা কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

রপ্তানি পণ্য কনসেশনঃ

বন্দরের মূল্যবান জেটি রপ্তানি পণ্যের জন্য ১০০% অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বার্থিং দেয়া হয়। বিদেশী পণ্য রপ্তানীর জন্য বন্দরের একটি বার্থ জেটি রিজার্ভ রয়েছে। ১০০% রপ্তানীমুখী গার্মেন্টস পণ্যের জন্য বন্দরের অভ্যন্তরের ২৫,৫৭৮ স্কোয়ার মিটার কাস্টম সুবিধাসহ তৈরী করা হয়েছে এক্সপোর্ট ফ্রেক্সেইট স্টেশন।

৫০% থেকে ৬০% বিভিন্ন রপ্তানী পণ্যে বন্দর টোল/ট্যাক্স রিবেট দিয়ে থাকে। ১০০% রপ্তানীমুখী পণ্যে বন্দর ৫০% শূল্ক ছাড় দিয়ে থাকে। রপ্তানী পণ্য ও কন্টেইনার বন্দরের ফ্রি টাইম পায় ৭ দিন। পক্ষান্তরে আমদানী পণ্য পায় ৪ দিন।

রপ্তানী কন্টেইনার ট্রান্সশিপমেন্ট পায় ২৮ দিন এবং রপ্তানী পণ্যে ১০ দিন।

এভাবে রপ্তানী পণ্যকে বন্দর প্রতিবছর কোটি কোটি টাকার সুবিধা দিয়ে আসছে। দেশের সামগ্রিক বাণিজ্যকে সরাসরি উৎসাহিত করে চলছে।

ঢাকা আইসিডি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পণ্য পরিবহনে নবযুগের সূচনা এবং রেলওয়ের জন্য বন্দরের আবেদন ঃ

বাংলাদেশ রেল ব্যবস্থা যখন চরম অবহেলার মুখে তখন চট্টগ্রাম বন্দর ঢাকার কমলাপুর ষ্টেশনের সন্নিকটে স্থাপন করে একটি ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো বা আই, সি, ডি যা বাংলাদেশে আমদানী ও রপ্তানী পণ্য বহনে এক নবযুগের সূচনা করে। ১৯৮৭ সালে প্রথম আইসিডি প্রতিষ্ঠার পর সেখানে মালামাল হ্যান্ডলিং হয় ৭২৭৬৯ টন বর্তমনে প্রতিবছর তা বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০০১ পর্যন্ত ৩,৭৭,৭২৯ টনে উন্নীত হয়।

এ বছর ঢাকা আইসিডিতে কন্টেইনার হ্যান্ডলিং হয়, বক্স - ১৬,৭৯০ এবং TUES, 25264 টি যা মংলা বন্দরের চেয়েও বেশী । ঢাকা আইসিডিতে প্রথম চট্টগ্রাম বন্দরের আর্থিক সহায়তায় ৩৬,৮৬৬ স্কোয়ার মিটারে একটি ইয়ার্ড দিয়ে যাত্রা শুরু করলেও ক্রমাগত আইসিডি হ্যান্ডলিং ব্যবহারকারীদের

চাহিদা বাড়াতে এবং কন্টেইনার গমনাগমনও বাড়তে থাকে।

ফলে ১৯৯৮ সালে চট্টগ্রাম বন্দরের ৫৫ কোটি টাকার সুদ মুক্ত দীর্ঘ মেয়াদী ১ লক্ষ স্কয়ার মিটারের একটি নতুন বিশাল কন্টেইনার ইয়ার্ড হওয়ায় প্রতিবছর বাংলাদেশ রেলওয়ে ঢাকা আইসিডি থেকে কোটি কোটি টাকার আয় বেড়ে রেলওয়ে নতুন জীবন লাভ করে।

নেপালের সাথে ট্রানজিট সুবিধা ঃ

১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছর থেকে চট্টগ্রাম বন্দর নেপালকে প্রানজিট প্রদান শুরু করলে চট্টগ্রাম বন্দর আন্তর্জাতিক ট্রানজিট পোর্ট হিসেবেও নতুন দিগন্তে প্রবেশ করে এবং

১৯৯৫-৯৬ - ৩৫০৩২ টন

১৯৯৬-৯৭ - ২৭০৮৩ টন

১৯৯৮-৯৯ - ২৭০৯৩ টন

১৯৯৮-৯৯ - ৩১৬৯৬ টন

মালামাল চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে হ্যান্ডলিং করে এ সেক্টরেও বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং সড়ক পরিবহন সেক্টরে নতুন অর্থনৈতিক গতির সঞ্চার হয়। কিন্তু আমাদের বৃহৎ প্রতিবেশী ভারতের বাংলাদেশ বিদ্বেষী নীতির কারণে ২০০০ সাল থেকে ট্রানজিট বন্ধ হয়ে গেলে নেপাল ও বাংলাদেশ উভয় দেশ সহ ভারতের ৭ রাজ্যের পরিবহন সেক্টরেও ক্ষতি সাধিত হয়।

চট্টগ্রাম বন্দরে বর্ধিষ্ণু বাণিজ্যের চিত্র ঃ

১৯৪৬-৪৭ অর্থ বছরে মালামাল হ্যান্ডলিং ২৪৩০৮৪ টন

১৯৭০-৭১ অর্থ বছরে মালামাল হ্যান্ডলিং ৪১৬৬৪০৪ টন

২০০০-২০০১ অর্থ বছরে মালামাল হ্যান্ডলিং ১৮৯১৯৬৫৫ টন

চট্টগ্রাম বন্দরে কন্টেইনার হ্যান্ডলিং এর ক্রমাগত বৃদ্ধির খন্ড চিত্র ঃ

১৯৯০-৯১ ....১০১২৮১ টিউস

২০০০-২০০১................৪৯০৩৮৬ টিউস

উক্ত পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, কি মালামাল কি কন্টেইনার সকল ক্ষেত্রেই বন্দরের প্রবৃদ্ধি উত্তোরোত্তর বেড়েই চলেছে।

সড়ক পথে কন্টেইনার বহন ঃ

হেভী ট্রেইলর বা কন্টেইনার মুভার এর সাহয্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন ই,পি, জেড এফ বিভিন্ন গন্তব্যে কন্টেইনার পরিমাণ বাংলাদেশের মাল পরিবহনে নব দিগন্তের উম্মোচন করেছে। ফলে এক্ষেত্রে বিনিয়োগ, চাকুরীর সুযোগ, নিশ্চিত পণ্য পরিবহন সহজ ও সুনিশ্চিত হয়েছে। গত দেড় বছর তথা জানুয়ারী ২০০০ থেকে জুন ২০০১ এর একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, এ সময়ে মাত্র ১৮ মাসে বন্দর থেকে সড়ক পথে পরিবাহিত কন্টেইনার সংখ্যা ২০,৯৩১ টিউস। একটি কন্টেইনার বহনের গড় ভাড়া যদি মাত্র ৫০০০/= টাকাও ধরা হয় এ খাতেই গত ১৮ মাসে লেনদেন হয়েছে ১০ কোটি টাকারও বেশী। যা দেশের অর্থনীতিতে এক নতুন গতির সঞ্চার করেছে।

চট্টগ্রাম বন্দরের বার্ষিক আয়, ব্যয় ও নিট মুনাফার ১টি খন্ড চিত্র

১৯৯৯-২০০০--৪২০ কোটি - ৪৩ লাখ - ২৯৮ কোটি - ৩৫ লাখ - ১২২ কোটি ০৮ লাখ

২০০০-২০০১--৪৭৮ কোটি - (হিসাব সম্পূর্ণ হয়নি)

উপসংহার ঃ-

সামগ্রিক আলোচনায় দেখা যায় যে, চট্টগ্রাম বন্দর আমাদের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে এক অনিবার্য্য নিয়ামক শক্তি। বন্দর ব্যবহারকারী, ব্যবসায়ী শিল্প, বাণিজ্য, অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বন্দর কার্যক্রমে জড়িত ১৬ ধরনের প্রায় ৫০,০০০ জনবল প্রতিদিন বন্দরে কাজ করে তাদের ব্যবসা, চাকুরি ও শ্রম দানের মাধ্যমে অন্ততঃ ৫ লাখ লোকের জীবন জীবিকা নির্বাহ করছে।

এছাড়াও এখানে বন্দর থাকার কারণেই বিশাল এই চট্টগ্রাম মহানগরী গড়ে উঠেছে। বন্দর বিহীন চট্টগ্রাম, কক্সবাজার সৈকত শহর থেকে খুব একটা বড় কিছু হতো না।

ব্রিটিশ বিরোধী ও আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন, ৭১ সালে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ, ৯০ এর গণ আন্দোলন, '৯৬ সরকার পরিবর্তন, ২০০১ এর ভোট বিপ্লব সকল ক্ষেত্রেই বন্দর রেখেছে ঐতিহাসিক স্বাক্ষর।

এরপরও দেশী বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীরা এ বন্দরকে কুক্ষিগত করে জাতীয় অর্থনীতিকে ধ্বংস করতে আজ উদ্যত।

পতেঙ্গায় কর্ণফুলীর মোহনায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নব্য ষ্টাইলে উন্নয়ন ও বিনিয়োগের মুখোশ পরে আমেরিকান এস এস এ ষ্টিভিডোরিং সার্ভিসেস অব আমেরিকা বাংলাদেশ লিমিটেড কোম্পানী দেশের প্রবেশ দ্বারে তাদের বন্দর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রায় দেড় হাজার বছরের ঐতিহ্য লালীত ও জাতীয় অর্থনীতিতে স্বাক্ষরিত বন্দরকে ধ্বংশ করার খায়েশে বিভোর।

সরকারের প্রতি আমাদের আবেদন থাকবে বিগত আওয়ামী লীগ সরকার বিদেশীদের হাতে দেশের প্রবেশদ্বার তুলে দিয়ে যে আত্মবিনাশী সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিয়েছে তা তদানিন্তন সরকারের দলীয় চট্টগ্রামের মেয়র, বন্দরের CBA সহ বন্দরের ২২টি শ্রমিক সংগঠনের মোর্চা এবং ডক বন্দর শ্রমিক কর্মচারী পরিষদের অবিরত কঠিন ও রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের মুখে গোটা দেশবাসী এ আন্দোলনকে সমর্থন দেয় এবং চট্টগ্রাম চার দলীয় জোট ৫ জুলাই ২০০১ গোটা চট্টগ্রামে প্রাইভেট পোর্ট প্রতিষ্ঠার চুক্তি বাতিলের দাবীতে হরতাল পালন করে এবং সে চার দলই এখন দেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত।

সুতরাং দেশ ও জাতির স্বার্থ বিরোধী এ চুক্তি বাতিল করে বন্দর উন্নয়নের জন্য সরকারের কাছে আমাদের পরামর্শ ঃ

১) চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুড়িং কন্টেইনার টার্মিনাল অবিলম্বে বাস্তরায়নের উদ্যোগ নিন এবং সেখানে ICD মডেলে বিদেশী বিনিয়োগের সুযোগ দিন।

২) চট্টগ্রাম বন্দরকে সম্পূর্ণ আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রদান করে বন্দর চেয়ারম্যানকে পূর্ণ মন্ত্রীর মর্যাদায় উন্নিত করুন।

৩) বন্দরের উপর বিগত সরকারের আরোপিত কাবুলি ষ্টাইলের ৪০% হারে কর্পোরেট ট্যাক্স প্রত্যাহার করুন।

৪) বন্দরের প্রায় ৩০০০ শূণ্য পদ অবিলম্বে পূরণ করে দেশের বেকার সমস্যার কিঞ্চিত লাঘবসহ বন্দরের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করুন।

৫) বন্দরের সর্বস্তরের শ্রমিক কর্মচারী কর্মকর্তাদের জীবন মান উন্নয়নের জন্য আর্ন্তজাতিক বন্দরের মানে বেতন স্কেল প্রবর্তন করুন।

৬) বন্দরের ট্যারিফের হার বৃদ্ধি করে রাজস্ব আয় আরো বাড়িয়ে তুলুন।

পরিশেষে বলব দেশ ও জাতির স্বার্থে বিদেশীদের হাতে দেশের মোহনা তুলে না দিয়ে প্রতিদিন প্রচুর সোনার ডিম পাড়ার সোনার হাস চট্টগ্রাম বন্দরকে রক্ষা করুন।

বন্দর বাঁচান --------- দেশ বাঁচান !!!

ঢাকা মহানগরীর স্বল্প আয়ের শ্রমিকদের করুণ চিত্র

-এডভোকেট এস, এম আব্দুল হাই

ঢাকা হচ্ছে বাংলাদেশের রাজধানী। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে বেকার, অসহায়, ভিটে-মাটিহারা, নদী সৈকপ্তি, পরিত্যক্ত মহিলা, এতিম শিশু, শিক্ষিত বেকার যুবক, হতাশাগ্রস্ত কর্মহীন কিশোর, নদীগর্ভে বিলিন সর্বশান্ত মানুষ একটি কাজের আশায়, একটি আশ্রয়ের আশায় স্ত্রী-পুত্র-পরিজন নিয়ে রাজধানী এই শহরের দিকে ধেয়ে আসে। ইট কাঠের এই শহুরে মানুষ গাঁও-গ্রাম থেকে আসা ভুখানাঙ্গা নিরাশ্রয় মানুষের করুণ আর্তনাদ শুনার কোনই পুষরৎ দেখান না। ধেয়ে চলছে সকলেই নিজ নিজ গন্তব্যের দিকে। উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াচ্ছেন শহরের এই মানুষ।

আশায় ছুটে আসা এই গাঁও-গ্রামের মানুষ গুলো শহরে প্রবেশ করেই কয়লায় পোড়া অবস্থার মানুষ গুলোর কান্ড দেখে প্রথমত একেবারেই হতাশ হয়ে যায়। পরবর্তীতে নিরুপায় হয়ে রৌদ-বৃষ্টি-ঝড় থেকে আপন পরিবার, ছেলে-সন্তানদের রক্ষা করার জন্য আশ্রয়ের সন্ধান খুঁজে। অভুক্ত শিশু সন্তানদের বাঁচানোর তাকিদে একস্থান থেকে অন্যস্থানে ছুটে যান কর্ম খোঁজে। কিন্তু আশ্চার্যের বিষয় হলো সুন্দর ও আরামদায়ক বাসস্থানের সন্ধানে গ্রামের কুঁড়ের ঘর ছেড়ে আসা এ মানুষ গুলো শহরে দিনের রৌদে আর রাতের ঝড় বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং উধুম এতিম শিশু সন্তানদের নিয়ে শহুরে দ্বারা বিধবা মাতা তাড়িত হন একস্থান থেকে অন্যস্থানে। সন্তানকে কোলে নিয়ে নিরুপায় হয়ে দাঁড়িয়ে কোন বাড়ীর বারান্দায় রাত কাটাতে গিয়ে দারোয়ান তাড়িত হয়ে বাড়ীর সিঁড়ির নীচ বা বারান্দা ছেড়ে রাস্তায় কুকুরের সাথে নিশি যাপনে পুলিশি নির্যাতনের শিকার হন।

এরপর শুরু হয় এদের নতুন জীবন। এরা জীর্নশির্ণ পরিত্যক্ত বাড়ীতে, বস্তিতে, ফুটপাতে, আবর্জনার স্তুপের পার্শ্বে বেড়ার ঘরে, ডাষ্টবিন আর ময়লা ফেলার ট্যাংকির ধারে এবং কেউ কেউ পলিথিনের দ্বারা ঘর তৈরি করে কাগজ, পাট বা চটের বস্তায় বিছানা বানিয়ে আশ্রয় স্থল তৈরি করে বসবাস করে। কি মানবেতর তাদের এই জীবন।

কাজের সন্ধানে বের হয়ে এরা কর্ম বাছাই করে কখনো রিকশা-বেবীর চালক হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু শহরে তাদের পরিচিত লোক না থাকলে রিকশা, বেবী এমনকি ঠেলাগাড়ীর মালিকরাও তাদেরকে গাড়ী দিতে চাননা। এরা ইটের খোয়ায় ইট ভাঙ্গে, টুকরী দিয়ে কুলির কাজ করে। ট্রেন, ও লঞ্চ ঘাটে এবং বিভিন্ন আড়তে মালামাল উঠানামা করে, বাস-ট্রাক টার্মিনালে মাল উঠানামা ও ধোয়া-মোছার কাজ করে, জোগালীর কাজ করে, চা দোকানে বয়ের কাজ করে। মহিলারা বাসায় বাসায় ঝিয়ের কাজ করে, ইটের ভাটায় ইট ভাঙ্গে, রাস্তা মেরামতে পুরুষের সহযোগিতা করে এমনকি হকারের কাজেও জীবিকার প্রয়োজনে অংশ নেয়। যারা ঘুরে ঘুরে কোথাও কোন কাজের সন্ধান পাননা তারা বাধ্য হয়ে কাগজ টোকান। এদের বলা হয় টোকাই। এদের মধ্যে ছোট ছোট পিতৃ-মাতৃহীন এতিম ছেলে মেয়েরা পলিথিনের ব্যাগ বর্তি আবর্জনার বস্তায় এবং ডাষ্টবিনে ফেলে দেয়া আবর্জনায় ভাঙ্গারী খোঁজে অথবা পরিবারের জন্য অন্যদের ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্ট খাবার খোঁজে বেড়ান। এদের মধ্যে যারা এক পর্যায়ে যতসামান্য অর্থ সংগ্রহ করতে পারেন তারা ফেরিওয়ালা বনে যান। ওরা বিভিন্ন জিনিস বিশেষ করে পুরাতন কাপড়, ভাঙ্গারী, ভাঙ্গা কাঁচ ও ছেড়া চামড়ার জুতা ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করে। কেউ কেউ পাতিলে করে মাছ বিক্রি এবং টুকরীতে করে কলা বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। এ সমস্ত লোকজনের

মধ্যে শিক্ষিত বেকার যুবকও রয়েছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ উচ্চ শিক্ষিতও বটে। এরা নিজের পরিচয় গোপন রেখে ইমারত শ্রমিক, দোকান কর্মচারী, হোটেল বয়, গার্মেন্টিস শ্রমিক এমনকি রিক্সা ও বেবীটেক্সি চালনা সহ টিউশনি করে জীবন জীবিকা নির্বাহ করে। ঢাকা শহরে ৮৫ হাজার রিক্সার লাইসেন্স থাকলেও প্রায় ৬ লাখ রিক্সাওয়ালা লাইসেন্স এবং লাইসেন্স বিহীন রিক্সা চালক-শ্রমিক হিসাবে কাজ করে। অন্যদিকে ৭৫ হাজার বেবী টেক্সী ও টেম্পো ঢাকা শহরে চলাচল করে। এ ক্ষেত্রে শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৩ লাখ। ২৯৫০টি গার্মেন্টেস এর মধ্যে অধিকাংশ বৃহত্তর গার্মেন্টিসগুলো ঢাকায়। এতে প্রায় ১০ লক্ষ শ্রমিক কাজ করে। যেহেতু এদের অনেকের স্বল্প আয়ের কারণে আশ্রয় স্থল বা বাসস্থান হয় মেছে, বস্তিতে, আবর্জনার স্তুপের পার্শ্বে বা দুর্গন্ধময় দুষিত পরিবেশে তাই এদের সামাজিক পরিবেশ গড়ে উঠে এক ভয়াবহ অবস্থায়। এর মধ্যে বস্তিবাসীদের ছেলে-মেয়েদের সামাজিক বন্ধন হয় এক বৈচিত্রময়। পিতা-মাতা কন্যা বড় হলে বিয়ের পাত্র খুঁজেন। এক শ্রেণীর টাউট বাটপার এদের বিয়ের মধ্যস্থতাকারী হয়ে বিয়ের ঘটকালী করে। এদের বিয়ে দেয়া হয় মদ-গাঁজা বা ফেনসিডিল নেশাকারী বা সরবরাহকারী পিতৃমাতৃহীন কিশোর বা যুবকদের সাথে অথবা গতরখাটা দৈনিক রোজগারি কোন যুবক-কিশোর কিংবা অপরিচিত ভবঘুরে লোকদের সাথে। এসব নারীরা পরবর্তিতে স্বামী নামধারী লম্পটদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে যান। এদের গর্ভের সন্তানরা পিতৃ পরিচয়হীন হয়। এসব নারীরা ধীরে ধীরে বিপথগামী হয়ে পড়তে বাধ্য হয়। বস্তিবাসী যুবক কিশোররাও হয়ে পড়ে বিপথগামী। এদের দ্বারা সামাজিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে।

এক শ্রেণীর অসৎ কালোবাজারী, নিষিদ্ধপণ্য বিক্রেতা, চোর, ডাকাত-ছিনতাইকারীদের লালনকারী এসব যুবক যুবতীদের টারগেট করে বিভিন্ন লোভ দেখিয়ে বিপথগামী করে। পরবর্তীতে এসব নারী পুরুষ যুবক-যুবতিরা এপথ থেকে বেড়িয়ে আসতে পারে না। এরা বিভিন্ন অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়। আর এদের এই কর্ম চলতে থাকে বংশ পরম্পরায়।

ঢাকা শহরের বস্তিগুলোতে কালবাজারীরা কোটি কোটি টাকার অবৈধ ব্যবসা করে। এসব বস্তিতে অস্ত্র, হিরোইন, অবৈধ ডলারসহ 'আন্ডার ওয়াল্ড' সৃষ্টি হয় কালোবাজারী আর মাফিয়া চক্র দ্বারা। এ ওয়াল্ডে মুরগী মিলন, টোকাই সাগর, সুইডেন আসলাম, হকার হাজারীর মতো লোক তৈয়ার করে মাফিয়া চক্রের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। মাঝে মাঝে অসহায় ভবঘুরে মানুষ কালোবাজারী চক্রের বলির পাঠায় পরিনত হয়।

এই শহরে ভাসমান মানুষের পিতৃমাতৃহীন শিশুরা কুকুরের সাথে রাত কাটে। পাঁচ/ছয় বছরের এতিম ভাই-বোন কুকুরকে জড়িয়ে উন্মুক্ত আকাশের নীচে রাতে ঘুমায়। ডাষ্টবিনে ফেলে দেয়া উচ্ছিষ্ট খাদ্য নেড়ে ছেড়ে বক্ষন করে ছোট ছোট এতিম শিশু। এক দিকে ওরা অন্যদিকে কুকুর খাদ্য নিয়ে টানাটানি করে। এ শহরে মরা মুরগী কাগজের আগুনে পুড়ে খায় অভুক্ত বিবস্ত্র ভবঘুরে মানুষ। এতিম শিশু পুত্রকে শীতের রাতে আর বৃষ্টি ভেজা দিনে ভিজা কাপড়ে জড়িয়ে কেঁদে কেঁদে রাত কাটে বিধবা মায়ের। মাটি থেকে কুড়িয়ে পাওয়া বালু-পাথুরে চালকচুপাতা একসাথ করে মাটির চুলায় তেল মরিচ ছাড়া রান্না করে জীবিকা নির্বাহ করে ওরা। এদের ইজ্জত-আব্রু এমনকি জীবনও নিরাপত্তাহীনতায় কাটে।

স্বল্প আয়ের শ্রমিকদের আয়ের অবস্থা দেখলে ভয়াবহ চিত্র ভেসে উঠে। যেমন গার্মেন্টিস শ্রমিকদের মাসিক বেতন সর্বনিম্ন পাচ ছয়শত টাকা। পাঁচ ছয় জন মহিলা গাদাগাদি করে একই রুমে বাস করে। এরা পোড়া মরিচ আর অর্ধপেট খাবার খেয়ে জীবন কাটায়। ঠেলাগাড়ী শ্রমিকদের দৈনিক গড় আয়

৩০/৪০ টাকা। এরা মাসের শেষে অথবা মাসের প্রথমে কয়েকদিন কাজ করে সারা মাস বলতে গেলে থাকে বেকার। মহিলা শ্রমিকরা অনেকে বাসাবাড়ীতে ঝিয়ের কাজ করে। এদের দৈনিক আয় ২০/৩০ টাকা। কেউ কেউ এদের খেতেও দেয়। যেসব মহিলা ইটের ভাটায় কাজ করে বা জোগালির কাজ করে তাদের দৈনিক আয় ৫০/৬০ টাকা। কাগজ টোকাই এর আয় ২০/৩০ টাকা, মাছ তরকারি ফেরি করে বিক্রিকারী ফেরীওয়ালার আয় ৫০/৭০ টাকা, কুলি শ্রমিকের আয় ২৫/৮০ টাকা, হোটেল বয়ের আয় ১৫/২০ টাকা, রিকসা শ্রমিকের আয় দৈনিক ৫০/১০০ টাকা। বেবী টেক্সি টেম্পো ড্রাইভারের আয় দৈনিক ৮০/১৫০ টাকা। তবে এরা পাচ-ছয়দিন অসুস্থ থাকলে তাদের পরিবার অভুক্ত থাকতে বাধ্য হয় এবং তাদের চিকিৎসা করা সম্ভব হয় না। এই অর্থ দিয়ে ওরা নিজ নিজ অবস্থানে থেকে সংসার পরিচালনা করে। এদের বলা হয় বাংলাদেশের রাজধানীর অধিবাসী। এসব শ্রমিকদের সংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষাধিক। এদের দৈনিক কর্মঘন্টা নির্ধারিত নাই। এদের ছুটিছাটার কোন বালাই নাই। কিন্তু এরাও শ্রমিক। শ্রম দিয়ে রক্ত পানি করে এরা এই শহরকে সুন্দর করে গড়ে তুলছে। কিন্তু এদের অবুঝ অভুক্ত সন্তানদের রোগ-শোক, দুঃখ-কষ্টে রেখে একদিন এদের পিতা-মাতা তাদের বুকের সন্তানদের দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে চির নিদ্রায় সায়িত হয়ে যান।

ইসলাম-ই এদের একমাত্র রক্ষা করতে পারে। আনতে পারে এদেরকে শ্রম এবং মানুষের মর্যাদায়। কিন্তু এ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এরা জড় হয় সমাজতন্ত্রী, খ্রীষ্টান মিশনারী এবং ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীদের নিকট। এর কারণ সমাজতন্ত্রী আর ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীরা এদের অনৈতিক এবং অনৈসলামিক কাজে বাধা দেয় না বরং উৎসাহিত করে। সমাজতন্ত্র আর ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীরা এসব সেক্টরকে তাদের জন্য উপযুক্ত মনে করে। অথচ মহান আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ) নিরীহ, নিরন্ন, বিবস্ত্র আর বুভুক্ষ এসব অধিকারহারা মানুষদের উদ্ধারের জন্য জোর তাগিদ দিয়েছেন।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের সফলতা কামনা করছি।

কক্সবাজার জেলা বাস ও মিনি বাস
শ্রমিক ইউনিয়ন রেজিঃ নং ২১২৯

আন্তর্জাতিক ইসলামী শ্রম সংস্থা

বহুজাতিক সভ্যতার আলোকে শ্রমিক সমস্যার সমাধান করবে

সাঈদ আল হাসান
সেক্রেটারী জেনারেল
আই, আই, সি, এল

যদিও আন্তর্জাতিক ইসলামী শ্রম সংস্থা ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় কিন্তু এর প্রথম সাধারণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৯-এর জুন মাসে। সাধারণ অধিবেশনটি আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার বার্ষিক সম্মেলনের সময় জেনেভায় অনুষ্ঠিত হয় যাতে এক সংকটের সৃষ্টি করে যার প্রপাগান্ডা এখনো চলছে। যার ফলে অনেক আন্তর্জাতিক ও আরবী শ্রম সংস্থা বিদ্বেষমূলক অবস্থান গ্রহণ করেছে। এমনকি অনেকেই এর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য অন্যদেরকে প্ররোচিত করেছে। কোন কোন সংস্থা এর বিরুদ্ধে বিবৃতি দিয়েছে এবং এর চিন্তাধারা ও প্রতিষ্ঠাকারীর উপর আক্রমণ চালিয়েছে।

এ সংস্থার নির্বাহী সাধারণ সম্পাদক সাঈদ খালিদ আল হাসানের একটি সাক্ষাৎকার সম্প্রতি আলহায়াত (মিসর) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এখানে তা তুলে ধরা হলো ঃ-

কোন চিন্তাধারার আলোকে আন্তর্জাতিক ইসলামী শ্রম সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়?

আন্তর্জাতিক ইসলামী শ্রম সংস্থা এমন এক সময় প্রতিষ্ঠা করা হয় যখন আন্তর্জাতিক অঙ্গন ছিল খুব উত্তপ্ত। বিশ্ব ছিল দু'ভাগে বিভক্ত। এ পরিস্থিতিতে ইসলামী বিশ্বের শ্রম সংস্থাগুলোকে একত্রিত করে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণকারী একটি সংগঠন দাঁড় করিয়ে যেন মুসলিম বিশ্বের যারা বিভিন্ন শিবিরে বিভক্ত, তাদেরকে একই প্লাটফর্মে জমায়েত করা। এভাবে ইসলামী শ্রম সংস্থাগুলোকে একই ভাবধারায় মেরুকরণ করার স্বপ্নেই এ সংস্থার উদ্ভব, যে সংস্থাগুলোর আদর্শিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি সে দুই শিবির হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ান্তর্জাতিক ইসলামী শ্রম সংস্থা মূলত দু'টি বিষয়কে প্রধান্য দিচ্ছে, (ক) ইসলামী শক্তির প্রতিনিধিত্ব রা (খ) কুরআন ও সুন্নার আলোকে শ্রম সংস্থাগুলোকে দিক নির্দেশনা প্রদান করা; যেন শ্রম সংস্থাগুলো সলামের সুমহান সাম্য ও সমতার কল্যাণ লাভে সমর্থ হয় এবং নিজেদের মাঝে ইসলামী সৌহার্দ্য গড়ে লতে সক্ষম হয়। এ সংস্থা তার সদস্য পদে বিভিন্ন পেশাজীবি সংগঠনকেও অন্তর্ভূক্ত করার সিদ্ধান্ত য়েছে, যে সব সংগঠন সরাসরি শ্রম না দিলেও শ্রম এর আওতায় পড়ে যেমন সাহিত্যিক সংগঠন, ক্ষার ফোরাম ইত্যাদি।

লামী শ্রম সংস্থা প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

র্জাতিক ইসলামী শ্রম সংস্থা ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় পাঁচটি মুসলিম দেশের ট্রেড ইউনিয়ন দেশগুলো হলো ঃ পাকিস্তান, বাংলাদেশ, জর্দান, মরক্কো এবং সুদান। মিসরের একটি ব্যাংকের এ এর অংশ গ্রহণ করার কথা থাকলেও বিশেষ কারণে তারা আসতে পারেনি। প্রতিষ্ঠা সম্মেলনেই সলামী ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে ইসলামী চিন্তাবিদ জামাল আল বান্নাকে সভাপতি নির্বাচন করা হয়। নি সর্বপ্রথম এ ব্যাপারে রূপরেখা পেশ করেন এবং ইসলামী শ্রম সংস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা ালন করেন । বর্তমানে এ সংস্থার সদস্য রয়েছে ২০টি দেশের বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন ও পেশাজীবি

সংগঠন।

এ সময়ের মাঝে সংস্থা কি কি সাফল্য অর্জন করেছে ?

বিশেষ করে আন্তর্জাতিকভাবে আমাদের উপস্থিতিই সবচেয়ে বড় অর্জন, এটাকে আমরা খুব খাটো করে দেখতে চাইনা। সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদী সংগঠনের মাঝে একটি তৃতীয় ধারার ইসলামী শ্রম সংগঠনের আন্তর্জাতিক পর্যায়ের উপস্থিতি ছাড়া আরেকটি সাফল্য হলো শ্রম ও শ্রমের ক্ষেত্র সম্পর্কে আমাদের চিন্তাধারা ও সুপারিশ মালার প্রচার ও প্রসার বেড়েছে।

নির্দিষ্ট করে বলবেন কি ?

সংস্থার প্রস্তাবাবলী অনেক ইসলামী দেশে বিশেষ ভাবে পাকিস্তান, মালেশিয়া, তুরস্ক, আলজিরিয়া, মরক্কো এমনকি ইরানের ব্যাংক ব্যাপক সমর্থন ও প্রচারনা পেয়েছে। অনেক সংস্থা আমাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছে। অনেক সংস্থা আমাদের ব্যাপারে লিফলেট ও বিভিন্ন প্রচার-পত্র নিজেদের পয়সায় ছাপিয়ে প্রচার করেছে। ইসলামী শ্রম সংস্থা সবার মাঝে উৎসাহ ও উদ্দীপনা জাগাতে সক্ষম হয়েছে।

আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন মতাদর্শের প্রতিনিধিত্বকারী শ্রমিক সংগঠন রয়েছে। আমরা আমাদের মতাদর্শের প্রতিনিধিত্ব করতে চাই। ইসলামী বিশ্বে যেমন অন্য মতাদর্শীরা রয়েছে কোন সমস্যা হয়না তেমনি এখানেও কোন সমস্যা হবে না। তাছাড়া ইসলামী শ্রমনীতি, শ্রমিকদের অধিকারের বিষয়ে আর অন্য শ্রমনীতির মাঝে তেমন খুব একটা পার্থক্য নেই বরং ইসলামই শ্রমিকদের অধিকার যথাযথভাবে রক্ষা করেছে।

কিন্তু অনেক আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, এমনকি অনেক আরব ইসলামী শ্রম সংস্থা আপনাদের কটাক্ষ করেছে। বিশেষভাবে সর্বশেষ আপনাদের সম্মেলনকে কেন্দ্র করে যা আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার বার্ষিক সম্মেলনের সময়েই জেনেভায় অনুষ্ঠিত হয় ?

হাঁ, আমরা আমাদের সর্বশেষ সম্মেলনের প্রাক্কালে জানলাম যে, অনেক শ্রম সংস্থাকে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আমাদের সম্মেলন বয়কট করার জন্য বলেছে। এমনকি সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করলে আর্থিক অনুদান বন্ধ করার হুমকি দিয়েছেন। এটা খুবই দুঃখজনক । তা ছাড়া গতমাসে উক্ত সংস্থা আমাদে বিপক্ষে একটি বিবৃতি প্রদান করেছে যাতে আমাদের চেয়ারম্যান সম্পর্কে অমুলক আক্রমণ ও অবাঞ্ছি অপপ্রচার করা হয়েছে যা কোন ক্রমেই কাম্য নয়। আমরা বিষয়টি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছি- বিবৃতি একটা জবাব দেয়া দরকার কিনা। এ ধরনের কার্যকলাপ আন্তর্জাতিক শ্রম নীতিমালার সম্পূর্ণ খেলা কাজ । আমরা কামনা করি যে, এধরনের ভুল ধারণা অচিরেই দুর হবে।

আপনারা যেহেতু একটি স্বাধীন আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, অনেক শ্রম সংস্থার সাথে যোগাযোগ হবে, এতে করে কি বিভিন্ন সরকারের সাথে সংঘাত বা বিরোধ সৃষ্টি হবে না ? বা বিরোধে জড়িয়ে পড়বেন না? উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ইরানের বায়তুল আমেলএবং মালয়েশিয়ার তানজিমাত ইসলামিয়ার কথা।

আন্তর্জাতিক ইসলামী শ্রম সংস্থা রাজনৈতিক সংঘাতকে যথাসাধ্য এড়িয়ে চলবে। এজন্যই এমন সব সংস্থার ব্যাপারে আমরা সজাগ যাদের রাজনৈতিক পরিচিতি প্রকট। এখন পর্যন্ত এ ধরনের কোন সমস্যার উদ্ভব ঘটেনি।

এমন অনেক সংগঠন রয়েছে যারা আপনাদের সদস্যপদ নিয়েছে, যেমন ইরানের বায়তুল আমেল, যদিও

এটি একটি শ্রম সংস্থা, তবুও সবার জানা যে, এটি ইরানী সরকারের একটি ডিপার্টমেন্ট। এটি আন্তর্জাতিক শ্রম চিন্তাধারার সাথে বিপরীত ধর্মী নয় কি?

এ ধরনের বিষয়টি মুসলিম বিশ্বের সাথে জড়িত। অনেক অমুসলিম দেশেও এটি রয়েছে। ইরানের বায়তুল আমেল এখন পর্যন্ত আমাদের প্রাথমিক সদস্য রয়েছে। এ ছাড়াও ইরানের বিষয়টি কিন্তু অন্যান্য দেশের মত বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। সবাই শ্রমিক স্বার্থকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

আপনারদের সংস্থাটি বেসরকারী আবার আন্তর্জাতিকও বটে। এ ক্ষেত্রে সরকারের সাথে বিভিন্ন দরকষাকষির ব্যাপারে কিভাবে ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে বলে আপনি মনে করেন?

সবগুলো শ্রম সংস্থাই সরকারের সাথে জড়িত নয়। এ ছাড়া আরেকটি বিষয় হলো বেসরকারী হলেও আবার কেউ সরকারের সাথে সম্পর্কহীন নয়। সবগুলো সংস্থা সরকারের সাথে থেকেই কাজ করে যাচ্ছে। কোথাও অসুবিধে হচ্ছে না, আমাদেরও অসুবিধে হবার কথা নয়।

আন্তর্জাতিক ইসলামী শ্রম সংস্থা একটি শ্রমিক সংস্থা। এটি কোন কোন ইস্যুতে স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করলে কোন অসুবিধে হবার কথা নয়। আর এ কারণে একে রাজনৈতিক বিশেষণে ভূষিত করাও ঠিক হবে না।

আমাদেরকে একটি বিষয়ে অবশ্যই পার্থক্য করতে হবে যে এটি একটি প্রতিষ্ঠান, আর এর প্রতিষ্ঠাতা শায়খ জামাল আল-বান্না একজন ইসলামী চিন্তাবিদ। তার চিন্তাধারা তাঁর লিখনিতে প্রকাশ পাচ্ছে। আর সংগঠনের কথা ও বক্তব্য এর প্রচার পত্রে প্রকাশিত হচ্ছে। ব্যক্তির সাথে সংগঠনকে সরাসরি জড়ান সঠিক হবে না।

তাহলে কি সংগঠনটি নিজস্ব চিন্তাধারার আলোকে পরিচালিত হচ্ছে বলা যাবে?

আমরা উস্তাদ জামাল আল-বান্নার চিন্তাধারাকে প্রাধান্য দিলেও সব বিষয়েই অন্যান্য চিন্তাশীলদের কথাকে সামনে রেখেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকি।

আপনি কি মনে করেন যে, সংস্থাটি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজস্ব চিন্তাধারা প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে?

আমরা চিন্তার ক্ষেত্রে অবশ্যই কিছু প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছি। তবে বাস্তব ক্ষেত্রে অবশ্যই অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। ইসলামী শ্রমনীতির সুফল পেতে হলে অনেক কাজ করতে হবে, অনেক পথ মাড়াতে হবে। প্রচলিত ধারাকে চ্যালেঞ্জ করে ইসলামীকরণ করা বা ইসলামী নীতির প্রতিফলন ঘটানো সহজে সম্ভব হবে না। এর জন্য সমন্বিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। প্রয়োজন সবার আন্তরিক সমর্থন। সরকারী বেসরকারী সবধরনের সহায়তা।

ইসলামী আন্দোলনে শ্রমজীবি মানুষের গুরুত্ব

অধ্যাপক হারুনুর রশীদ খান

ইসলামী আন্দোলন অর্থ ইসলাম বিরোধী সকল মতাদর্শ, রাষ্ট্র ব্যবস্থা, বিধি-বিধান বাতিল করে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও আল্লাহর বিধি-বিধান সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা সাধনা করা। সকল নবীরাই এ দায়িত্ব পালন করার জন্যে দুনিয়ায় প্রেরিত হয়েছেন । মহান আল্লাহ কুরআনে ঘোষণা করেছেনঃ

"আমি আল্লাহ! প্রত্যেক জাতির মধ্যে নবী প্রেরণ করেছি (তাঁদের দাওয়াত ছিল) একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা, আল্লাহর নির্দেশ ও বিধান মেনে চলা এবং তাগুতি শক্তি (ইসলাম বিরোধী শক্তি) পরিহার কর।" (নাহল-৩৬)

"তিনি আল্লাহ যিনি তাঁর রাসুলকে হেদায়াতের বিধান ও সত্য দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন যেন উহাকে সর্বপ্রকার দ্বীনের ওপর (মানব রচিত মতবাদ, আইন ব্যবস্থার) বিজয়ী করে দেয়। মুশরেকদের পক্ষে তা যতই অসহ্য ব্যাপার হোক না কেন।" (তাওবা - ৩২ ফাতাহ- ২৮ সাফ - ৯)।

যারা নবীর প্রতি ঈমান গ্রহণ করবে তাদেরকেও উল্লেখিত দায়িত্ব পালন করতে হবে । মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন কুরআনে এরশাদ করেনঃ

"যারা তাগুত; ইসলাম বিরোধী শক্তিকে অস্বীকার করে আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে তারা ইসলামের সুদৃঢ় রশি ধারণ করল যা কখনও ছিড়ে যাবেনা। আর আল্লাহ সবই শুনেন এবং জানেন।" (বাকারা- ২৫৬)

ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় ঈমান গ্রহণকারী সমাজের অসহায়, নির্যাতিত, শোষিত,বঞ্চিত ও অধিকারহারা শ্রমজীবি মানুষেরাই নবীদের (আঃ) সহযোগী হয়েছে এবং আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্যে জান মাল কুরবান করে সর্বাত্নক চেষ্টা করেছেন। এমনকি অধিকাংশ নবী ও রাসুলগণ ছিলেন নিঃস্ব, অসহায় যারা কঠোর পরিশ্রম করে জীবিকা উপার্জনের মাধ্যমে জীবন যাপন করতেন। এদিকে ইংগিত নবী করিম (সঃ) এরশাদ করেছেন -

"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী করিম (সঃ) হতে বর্ণর্না করেন যে, তিনি বলেছেন,"আল্লাহ এমন কোন নবী পাঠাননি যিনি ছাগল চরাননি।" সাহাবাগণ প্রশ্ন করলেন - আপনিও কি ? তিনি উত্তরে বললেন-হ্যাঁ, আমিও এক কিরাতের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল - ভেড়া চরাতাম।" (বুখারী)

নবী করিম (সাঃ) আরও বলেছেন- হযরত দাউদ (আঃ) কর্মকার ছিলেন, হযরত আদম (আঃ) কৃষক ছিলেন, হযরত নূহ (আঃ) সূতার ছিলেন, হযরত ইদ্রিস (আঃ) ছিলেন দর্জি এবং মুসা (আঃ) ছাগল চরিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

উল্লেখিত হাদীস থেকে জানা যায়- অধিকাংশ নবীদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন ছোট-খাট কাজ ও কাঠোর শ্রমের মাধ্যমে নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করার জন্যে প্রস্তুত করে তুলেছেন।

নবীদের দাওয়াত গ্রহণ করে দ্বীন কায়েমের জন্যে যারা নবীদের সাথী হয়েছিলেন তাঁরা অধিকাংশ ছিলেন গরীব, অসহায়, গোলাম ও শ্রমজীবি মানুষ। যেমন হযরত মুসা (আঃ) এর সাহায্যকারী ছিল বনি ইস্রাইল। যারা মিশরে ফেরাউনের রাজত্বের অধীনে গোলাম হিসেবে সমাজের নিম্নস্তরের পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। হযরতে ঈসা (আঃ) এর সাথী ও সাহায্যকারী ছিলেন ধোপা ও জেলে। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথী ছিলেন অধিকাংশ গরীব ও গোলাম শ্রেনীর লোক। অবশ্য নবীদের দাওয়াত ছিল সমাজের সকল স্তরের লোকদের প্রতি বিশেষ করে রাজা-বাদশা ও নেতৃস্থানীয় লোকদের প্রতি। কিন্তু তারা অধিকাংশই নবীদের দাওয়াত গ্রহণ না করে চরমভাবে বিরোধীতা করেছে, তাঁদেরকে অপমানিত করেছে, নির্যাতন চালিয়েছে, হত্যা করেছে এবং দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর দরবারে গোলামদের গুরুত্ব ও মর্যদা

হুজুর (সাঃ) শ্রমজীবি মানুষের মর্যদা নির্দেশ করে বলেছেনঃ اَلْكَاسِبُ حَبِيْبُ اللّٰه। শ্রমিক হচ্ছে আল্লাহর বন্ধু। (হাদীস)

নবী করীম (সঃ) এর দরবারে গোলাম ও শ্রমজীবি মানুষের মর্যদা ছিলো সবচেয়ে বেশী কারণ তারা আল্লাহর বিধান ও রাসূল্লাল্লাহ (সঃ) এর সকল নির্দেশ নিষ্টার সাথে পালন করতেন এবং তাদের সকল কাজের বিনিময়ে মহান আল্লাহর কাছে চাইতেন ও দুনিয়ার চেয়ে আখেরাতের জীবনকে প্রাধান্য দিতেন।

হযরত বারাকা (রাঃ)

বারাকা (রাঃ) নবী করিম (সঃ) এর পিতা আব্দুল্লার দাসী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ)কে লালন পালন করেছেন। তাঁর সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল বলেছেন, اِنَّهَا اُمِّى بَعْدَ اُمِّى। অর্থাৎ 'আমার মা'র পর তিনিই আমার মা' আজীবন তাকে 'মা' ডেকেছেন। হযরত যায়েদ (রাঃ) স্ত্রী এর আয়মন (রাঃ) যিনি হুনাইনের যুদ্ধে শাহাদত বরন করেন ও হযরত উসামা

(রাঃ) 'মা' ছিলেন।

হযরত বেলাল (রাঃ)

তিনি ছিলেন হাবসী গোলাম। নবী করিম (সঃ) তাঁকে মদীনার মসজিদের প্রথম মোয়াজ্জেন নিযুক্ত করেন এবং নবী করিম (সঃ) অর্থ মন্ত্রী ছিলেন।

সুমাইয়া (রাঃ)

ইসলামের প্রথম শহীদ। হযরত আম্মার এর(রাঃ)'মা'। তাঁর স্বামী ও ছেলে শাহাদাত বরন করেন।

হযরত যায়েদ (রাঃ)

রাসূলুল্লাহ (সঃ) গোলাম। তাঁকে আল্লাহর রাসূল পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নিকট রাসূলুল্লাহর আপন ফুফাত বোন জয়নব কে বিবাহ দেন। মুতার যুদ্ধে যায়েদ (রাঃ) কে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন এবং তিনি যুদ্ধে শাহাদত বরন করেন। যেতেন না তার অধিকাংশ কেহ কেহ বলেন যায়েদ (রাঃ) প্রথম ঈমান গ্রহণ করেছেন। কারণ তিনি হেরা গুহায় রাসূলের খেদমত করতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন যায়েদ (রাঃ) যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে নবী করিম (সঃ) তাকে খলীফা নিযুক্ত করতেন।

হযরত ছালেম (রাঃ)

হুজুর (সঃ) এর হিজরতের পূর্বে মদীনায় যে সব মুসলমান হিজরত করেছিলেন তাদের নামাজে ইমামতীর দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল আবু হুজাইফার গোলাম ছালেম (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর পিছনে নামাজ পড়তেন। হযরত উমামা (রাঃ)

হযরত উসামা (রাঃ) হচ্ছেন হযরত যায়েদ (রাঃ) এবং হযরত বারাকার (রাঃ) ছেলে। তার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ বলেছেন, اَلْحِبُّ ، اَلْحَبِيْبُ وَابْنُ حَبِيْبٍ অর্থাৎ প্রিয়র ছেলে প্রিয়। নবী করিম (সঃ) শেষ মুহূর্তে রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য যে বিরাট সৈন্য বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন হযরত উসামা (রাঃ) কে। বড় বড় সাহাবা হযরত আবু বকর (রাঃ) ওমর (রাঃ) । হযরত উসমান (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) নেতৃত্বে সাধারণ সৈনিক ছিলেন। যুদ্ধে যাওয়ার মূহুর্তে হুজুর (রাঃ) ইন্তেকাল করেন।

হযরত আম্মার (রাঃ)

হযরত আম্মার (রাঃ) মুসলমানদের মধ্যে প্রথম শহীদ হযরত সুমাইয়া (রাঃ) পুত্র। হুজুর (সঃ) তাঁর সম্পর্কে কলেছেন আম্মার হচ্ছে সত্যের মাপকাঠি। তিনি যে দলে থাকবেন সে দলই হচ্ছে মধ্যপন্থি। হযরত আলী (রাঃ) ও য়ুয়াবীয়া (রাঃ) যে যুদ্ধ হয়েছিল হযরত আম্মার (রাঃ) হযরত আলীর দলের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যুদ্ধ করেছিলে।

সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের মাপকাঠি

হযরত রাফে বিন মাকীদ (রাঃ) বলেন, নবী করিম (রাঃ) দাস-দাসীর সাথে ভাল ব্যবহার সৌভাগ্য আর তাদের 'থ খারাপ ব্যবহার দুর্ভাগ্য। (আবু দাউদ)

ইসলামী আন্দোলনের জনশক্তির উৎস

নব জাতির মধ্যে ইসলামী আন্দোলনের জন্যে এবং আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার লক্ষে নবীদের সাথী হিসেবে ' সম্পন্ন সাহসী জনশক্তি, যারা বাতিলের সাথে মোকাবেলা করতে সক্ষম সে জনশক্তি কোথায় পাওয়া যাবে তা মানে সুস্পষ্টভাবে ইংগিত করেছে-

তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, ভয় দেখিয়ে, ভুখা রেখে, জান ও ফসলাদির ক্ষতি করে। এর পরে যারা ধৈর্য্য ধারণ পারে তাদের জন্যে শুভ সংবাদ রয়েছে।" (বাকারা-১৫৫)

আল্ পথে চলার জন্যে তাঁর পক্ষ থেকে প্রাকৃতিক ভাবে যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা রয়েছে তা উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে। এসব পরীক্ষায় ধৈর্য্য ধারণ করার মত সাহস রাখে অসহায়, গোলাম ও শ্রমজীবি মানুষ। কারণ এসব পরীক্ষা তাদে জীবনে লেগেই আছে। তাই শ্রমজীবি মানুষ ইসলামী আন্দোলনের পথের কঠোরতা সহজেই মেনে নিয়ে অগ্রসর হতে এবং ইসলামের দুশমনদের সাথে মোকাবেলা করতে পারে।

মহান আল্লাহ ক্তিমান ও অসহায় মানুষের পার্থক্য ঘোষণা করে কুরআনে এরশাদ করেছেন-

"ফেরাউন তার দেশে উদ্ধত হয়েছিল এবং দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে তাদের একটি দলকে দূর্বল করে দিয়েছিল। সে তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করত এবং নারীদের জীবিত রাখত। নিশ্চয় সে ছিল ফাছাদ সৃষ্টিকারী।" (ফেরাউন রাজ্য শাসনের নামে মানুষের অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে রেখেছিল।) যাদেরকে পৃথিবীতে দূর্বল করে রাখা হয়েছে আমার ইচ্ছে হল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করা তাদেরকে নেতা করার এবং তাদেরকে দেশের উত্তরাধীকারী করার

এবং তাদেরকে দেশের ক্ষমতায় আসীন করার।" (ক্বাসাসঃ ৪-৬)

উল্লেখিত আয়াতে মহান আল্লাহ ফেরাউনের শক্তি, অসহায় মানুষের ওপর তার যুলুম ও শোষনের কথা বর্ণনা করেছেন। অন্যদিকে ফেরাউনের রাজ্যের নিষ্পেষিত, নির্যাতিত, অসহায় লোকদের কথা বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ দ্বীনের জন্যে, সমাজে নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জন্যে অসহায় লোকদেরকে বেছে নিয়েছেন এবং তাদের মাধ্যমে ফেরাউনকে ও তার সৈন্য বাহিনীকে ধ্বংস করেছেন।

সর্ব যুগেই অধীনস্ত গোলাম ও শ্রমজীবি মানুষকে রাজা-বাদশা ও সমাজের সম্পদশালী লোকেরা দূর্বল, গরীব ও হীন করে রাখার চেষ্টা করছে। মহান আল্লাহ ঐসব অসহায় মানুষকে সাহায্য করে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে আল্লাহর গোলামে পরিণত করতে চান। তাই অসহায় মানুষ যেভাবে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে, মুক্তির জন্যে, স্বাধীনতার জন্যে, অধিকার লাভের জন্যে ইসলামী আন্দোলনে ত্যাগ স্বীকার করবে, যারা সমাজে কায়েমী স্বার্থ ভোগ করছে তাদের পক্ষে এত বড় ত্যাগ স্বীকার করা সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ পাক উল্লেখিত আয়াতে ইসলামী আন্দোলনের শক্তির জন্যে অসহায় মেহনতী লোকদের দিকে ইংগিত করেছেন।

অন্যদিকে আল্লাহর শক্তিই বিজয়ের জন্য যথেষ্ট তাই তিনি চান একদল মোখলেস কর্মী। দুর্বল লোকদের দ্বারা যদি দ্বীন কায়েম হয় তাহলে সবাই আল্লাহর শক্তির প্রশংসা করবে আর রাজা বাদশাহদের দ্বারা দ্বীন কায়েম হলে তাদের শক্তির প্রশংসা করবে। মহান আল্লাহ নিজের শক্তির প্রশংসা চান তাঁর সৃষ্টির কোন শক্তির তিনি মুখাপেক্ষী নন। সৃষ্টির সকল শক্তির উৎস মহান আল্লাহ নিজেই।

মহান আল্লাহর পথে সংগ্রাম করার জন্যে যে সববস্তু প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারে তা কুরআনে কারীমায় সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে।

যেমন আল্লাহ বলেন-

"বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্মী, তোমাদের গোত্র, অর্জিত ধন সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা ক্ষতি হওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা পছন্দ কর আল্লাহ তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহর ফায়সালা আসা পর্যন্ত, আর ফাছেক সম্প্রদায়কে আল্লাহ হেদায়েত করেন না।" (তওবা-২৪)

উল্লেখিত আয়াতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের সবচেয়ে প্রিয় ও প্রয়োজনীয় ব্যক্তি এবং বস্তুর কথা উল্লেখ করে এসব কিছুর চেয়ে যারা আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও আল্লাহর পথে জেহাদকে ভালবাসে তারাই আল্লাহর পথের সৈনিক হতে পারে। যারা উল্লেখিত ব্যক্তি ও বস্তুকে আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও আল্লাহর পথে জেহাদের চেয়ে বেশী ভালবাসে তাদেরকে পরকালের চূড়ান্ত ফায়সালার ভয় দেখানো হয়েছে এবং তাদেরকে ফাছেক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

যাদের পৃথিবীর জীবনে সম্পদের প্রাচুর্য আছে, ব্যবসা-বানিজ্য আছে, সুন্দর-সুন্দর বাড়ী ঘর আছে এবং পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন নিয়ে সুখে শান্তিতে বসবাস করছে তাদের পক্ষে এসব কিছুর মায়া ত্যাগ করে আল্লাহর পথে চলা, জেহাদের ময়দানে জীবন উৎসর্গ করা খুবই কঠিন। তাই নবীদের আহবানে এসব লোক খুব কমই সাড়া দিয়েছে। কিন্তু গরীব, অসহায়, গোলাম, ও শ্রমজীবি মানুষ যাদের সম্পদের প্রাচুর্য নেই, বসবাসের জন্যে সুন্দর-সুন্দর ঘর নেই, এবং অর্থের অভাবে পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তানদের প্রয়োজন পূরন করতে পারেনা তারাই দুনিয়ার জীবনের চেয়ে আখেরাতের জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়ে আল্লাহর পথে চলতে পারে এবং তাদের জীবনকে জেহাদের পথে উৎসর্গ করা খুবই সহজ। তাই ইসলামী আন্দোলনের কর্মীবাহিনী হিসেবে দরিদ্র, অসহায় ও শ্রমজীবি মানুষকে সহজেই লাভ করা সম্ভব। ইসলামের প্রথম যুগে অত্যাচার ও নির্যাতন মধ্যে কাফেরদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে যে ৪০ জন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাদের মধ্যে ৩৫ জনই হচ্ছেন ক্রত দাস-দাসী, গরীব শ্রমজীবি মানুষ।

আজকের বিশ্বে বিপ্লব

আজকের আধুনিক বিশ্বের যেখানে যতটুকু সুন্দর তার পিছনে শ্রমজীবি মানষের হাতের ছোঁয়াচ রয়েছে ও খেটে খাওয়া মানুষের হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম। আধুনিক সভ্যতা শ্রমজীবি মানুষ ধরে রেখেছে। আজকের বিশ্বে যতগুলো বিপ্লব হয়েছে সেসব বিপ্লবে শ্রমজীবি মানুষের বলিষ্ঠ ভূমিকা রয়েছে। কমিউনিষ্ট বিপ্লব যে সব দেশে হয়েছে তাদের মূল শক্তি ছিল শ্রমজীবি মানুষ। ইরানে ইসলামী বিপ্লবের পিছনে শ্রমজীবি মানুষের মিছিল ছিল বলিষ্ঠ। তারা আমেরিকার জাহাজে তেল সরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে আমেরিকার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আমেরিকার আগ্রাসন বন্ধ করে দিয়ে আন্দোলনকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে দিয়েছিল। আলজেরিয়ায় ইসলামী দল শতকরা ৮৫ ভাগ ভোট পেয়েও সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে

বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি কারণ তাদের হাতে দেশের শ্রমজীবি মানুষের সংগঠন ছিলনা যদি ও সাধারণ মানুষের ব্যাপক সমর্থন ছিলো। যদি থাকত তাহলে সকল সেক্টরে শ্রমজীবি মানুষ কাজ বন্ধ করে দিয়ে দেশে হরতাল কর্মসুচীর ডাক দিয়ে দেশকে অচল করে দিয়ে যে কোন সরকারের পতন ঘটানো সহজ হতো। আধুনিক বিশ্বে যে কোন রাষ্ট্রে বিপ্লব আন্দোলন ও পরিবর্তনের জন্য শ্রমজীবি মানুষের বলিষ্ঠ ভূমিকা অপরিহার্য।

বিপ্লব ও আন্দোলনে শ্রমজীবি মানুষের গুরুত্ব কেন ?

১। শ্রমজীবি মানুষ একই মিল-কারখানা, অফিস ও প্রতিষ্ঠানে একই সময় ও পারস্পরিক সহযোগিতায় এক সাথে অনেকে কাজ করে। যাদের সংখ্যা হাজার ও লাখের কোটায় দাঁড়াতে পারে, তাই তারা নিজদের মধ্যে সব সময় একটি বিরাট শক্তি অনুভব করে।

২। শ্রমিকদের স্বার্থ অভিন্ন তাই তারা ঐক্য বদ্ধভাবে আন্দোলন করতে পারে।

৩। শ্রমজীবি মানুষ রাজনৈতিক সচেতন কারণ তাদের স্বার্থ সরকারের সাথে জড়িত, তাই দেশের সরকারের উত্থান পতনের আন্দোলনে তারা স্বক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে থাকে।

৪।মেহনতী মানুষ স্বাভাবিক ভাবে কঠোর পরিশ্রমী হয়ে থাকে, অলস নয় ও বিলাসীতার প্রতি কোন মোহ নেই যা হচ্ছে একজন সৈনিকের জীবন।

৫। শ্রমিক অল্পে তুষ্টি লাভ করে, মোটা ভাত-কাপড় ও সামান্য বেতন-ভাতা পেলেই তারা খুশী হয়ে যায়।

৬। মেহনতী মানুষ একা চলতে অভ্যস্ত নয়, কারো নেতৃত্বে দলবদ্ধ ভাবে চলতে অভ্যস্ত।

৭। প্রত্যেক শ্রমিক কঠোর শৃংখলা ও কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মেনে চলতে অভ্যস্ত।

৮। শ্রমিক শহর ও শহরতলীতে বসবাস করে, ফলে শহরে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সহজেই তাদের সহযোগিতা পাওয়া যায়।

৯। মেহনতী মানুষের কর্মতৎপরতাই পৃথিবীটাকে সচল রেখেছে। তারা কাজ বন্ধ করে দিলে মানুষের সমাজ সম্পূর্ণ অচল হতে বাধ্য। তাই সকলেই তাদের প্রতি মুখাপেক্ষী।

১০। শ্রমজীবি মানুষ আন্দোলন পছন্দ করে কারণ তারা বিশ্বাস করে শোষন, নিপীড়ন থেকে বাঁচার জন্য ও ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলনই হচ্ছে একমাত্র পথ ও পন্থা।

আজকের বিশ্বে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রমজীবি মানুষের শক্তির প্রভাব লক্ষ্য করে জাতিসংঘ শ্রমিকদের অধিকারের জন্য আর্ন্তজাতিক লেবার সংগঠন ILO গঠন করেছে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শ্রমিক আন্দোলন

১। স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তি যুদ্ধে শ্রমজীবি মানুষ মিলকারখানা, দোকানপাট, পরিবহন, বিদ্যুৎ, টি এন্ড টি ভৃতি সেক্টরে কাজ বন্ধ করে দিয়ে দেশকে অচল করে দিয়েছে এবং মুক্তি যুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

২। বাংলাদেশে অশিক্ষিত লোকের সংখ্যা বেশী, তাই বুদ্ধি ভিত্তিক আন্দোলনের গুরুত্ব সাধারণ লোকদের কাছে াই বললেই চলে, এদেশের মানুষ আন্দোলন বলতে বুঝে মারামারি করে বিজয় লাভ করা, মিল কারখানা, দোকানপাট ফিস আদালত বন্ধ করা, বাস-ট্রাক, ট্রেন, রিক্সা-ভ্যান বন্ধ না করলে হরতাল হয়না, আর হরতাল না হলে আন্দোলন ান্ত পর্যায়ে নেয়া যায় না এবং সরকার উৎখাত করা যায় না। এসব কিছুই নির্ভর করছে শ্রমিক আন্দোলনের উপর।

৩। বাংলাদেশের বড় বড় সকল রাজনৈতিক দলের শ্রমিক সংগঠন আছে এবং সকল রাজনৈতিক দলই দাবী করছে অ মরা রাজপথে আছি। অথচ রাজপথের সৈনিক হচ্ছে দোকান কর্মচারী, হোটেল শ্রমিক, রিক্সা, ভ্যান, ঠেলাগাড়ী, বাস-ট্রাক ড্রাইভার। যে দলের শ্রমিক সংগঠন যত মজবুত তাদের রাজনৈতিক আন্দোলনও তত তীব্র।

৪। এদেশে যে কোন সরকার ক্ষমতায় এসেই বামপন্থী সংগঠন গুলোর সাথে বৈঠক করে তাদের সাথে একটি সমঝোতায় এসে দেশ পরিচালনা করেন। কারণ জনগণের মধ্যে বামপন্থীদের কোন সাংগঠনিক প্রভাব না থাকলে ভোটের বেলায় জিরো হলেও শ্রমিক ময়দানে তাদের মজবুত সংগঠন থাকায় সরকার তাদেরকে কাউন্ট করতে বাধ্য।

কৃষক আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলন

বাংলাদেশের কৃষকরা সরকার উৎখাতের আন্দোলনে উৎসাহী নয়, কারণ তাদের কৃষির জন্য যা প্রয়োজন যেমন জোয়ার ভাটা, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ও ক্ষেতে ফসল উৎপাদন কোনটাই দেশের সরকারের সাথে জড়িত নয়, সব কিছুই আল্লাহ প্রদত্ত। অন্যদিকে শ্রমজীবি মানুষ রাজনৈতিক অধিকার সচেতন, কারণ শ্রমজীবি মানুষের অধিকার, মজুরী, কর্মঘন্টা, পেনশন, চাকুরীর উন্নতি, চাকুরী থাকা না থাকা সব কিছুই নির্ভর করছে সরকারী পলিসির ওপরে। কৃষকরা বিচ্ছিন্ন গ্রামে বসবাস করে। আর শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ ও শহরে বসবাস করে। তাই আন্দোলনের কর্মী কৃষকরা হতে চায়

না, শ্রমজীবি মানুষ হতে চায়।

শ্রমিক আন্দোলন ও ছাত্র আন্দোলন

ছাত্ররা স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটিতে পড়া শুনা করে, তারা ঐক্যবদ্ধ, আন্দোলনের জন্য তারা জনশক্তি সরবরাহ করতে পারে এটা তাদের মূলকাজ নয়। স্কুল, কলেজ ইউনিভার্সিটি বন্ধ করে দিয়ে জনগণের ওপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনা, যেমন ঢাকা ও চট্রগ্রাম ইউনির্ভাসিটি ছয়মাস বন্ধ করে রাখার পরেও জনগনের ওপর সরাসরি কোন প্রভাব পড়েনা কিন্তু শ্রমজীবি মানুষ দেশের বাস্তব কাজের সাথে জড়িত, তাদের হাতেই উন্নয়নের চাবি কাঠি, শ্রমিকরা যদি বাস ট্রাক, ট্রেন, লঞ্চ, রিক্সা, ঠেলাগাড়ী, দোকান পাট, মিল-কারখানা, টেলিগ্রাম, টেলিফোন, বিদ্যুৎ, ওয়াসা একদিনের জন্যও যদি বন্ধ রাখে তাহলে গোটা দেশ অচল হয়ে যায়, জনগণের ওপর আঘাত পড়ে এবং সরকার উৎখাত হয়ে যায়। তাই শ্রমিক আন্দোলনের গুরুত্ব অনেক বেশী।

শ্রমিকদের জন্য ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের দায়িত্ব

শ্রমজীবি মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য ও গরীব অসহায় শুসিত বঞ্চিত মানুষকে রক্ষা করার জন্য মহান আল্লাহ ঈমানদার লোকদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। তাই আল্লাহ তায়ালা কুরআনে পাকে ঘোষনা করে বলেনঃ-

"তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না, অথচ দুর্বল নারী-পুরুষ ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালন কর্তা! আমাদিগকে এই জনপদ থেকে নিস্কৃতি দান কর; এখানকার অধিবাসিরা যে অথ্যাচারী! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষাবলম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও।" (নিসা-৭৫)

১। ইসলামী আন্দোলনের সকল পর্যায়ের নেতা, কর্মীদেরকে আধুনিক শ্রমিক আন্দোলন, ট্রেডইউনিয়ন তৎপরতা ও ইসলামী শ্রমনীতি স০০ম্পর্কে সাম্যক জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

২। বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের বিজয়ের জন্য শ্রমিক আন্দোলনের কাজকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে এদেশে সকল পর্যায়ের শ্রমিকদের মধ্যে ইসলামী আন্দোলনের শ্রমিক সংগঠনকে মজবুত করার জন্য ইসলামী আন্দোলনের সকল পর্যায়ের নেতা কর্মী ও জনশক্তিকে এগিয়ে আসতে হবে।

৩। ইসলামী আন্দোলনের সমর্থক, কর্মী ও দায়িত্বশীলদের পাশে শ্রমজীবি মানুষ বসবাস করছে, তাদের অনেক আত্মীয় স্বজন শ্রমিক হিসেবে কাজ করছে তাই প্রত্যেক ইসলামী আন্দোলনের কর্মী শ্রমজীবি মানুষকে টার্গেট নিয়ে তাদেরকে ভালবাসতে হবে, তাদের অভাব-অভিযোগ দুঃখ-কষ্ট ও সমস্যা সমাধানের আন্তরিক চেষ্টার মাধ্যমে আন্দোলনের অর্ন্তভূক্ত করতে হবে। তাদেরকে হীন মনে করা যাবেনা, ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করতে হবে আন্তরিকতার সাথে। যদি আমরা তাদেরকে হীন মনে করি, যেমন আজকের সমাজে করছে তাহলে আল্লাহ তাদেরকে আমাদের থেকে দুরে সরিয়ে দিবেন এবং তারা ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে কাজ করবে। তাদেরকে ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত দিতে হবে ও গড়ে তুলতে হবে, তাহলে দেশের সকল জায়গায় শ্রমিকদের মধ্যে ইসলামী আন্দোলন সংগঠন গড়ে উঠবে এবং তারা হবে ইসলামী আন্দোলনের নিষ্ঠাবান সৈনিক।

৪। যেসব ছাত্র ইসলামী আন্দোলন করছেন এবং ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদের ছাত্র জীবন শেষ হওয়ার পর তাদের নেতৃত্ব শ্রমিক ময়দানে বিভিন্ন সেক্টরে প্রয়োজন। তাই ইসলামী আন্দোলনের খাতিরে শ্রমিক কর্মচারী হিসেবে বিভিন্ন সেক্টরে চাকুরি নিতে হবে। তাদের নেতৃত্বে শ্রমজীবি মানুষকে ইসলামী আন্দোলনের জন্য গড়ে তুলতে হবে এবং তাদেরকে সুসংগঠিত করতে হবে তাহলে সহজে শ্রমিক ময়দান দখল করা যাবে। যেমন পরিকল্পিত ভাবে ৫০০ ছাত্র পরিবহনে ড্রাইভার ও কন্ট্রাকটর হিসেবে কাজ করতে রাজি হলে পাঁচ বছরে গোটা দেশের পরিবহণ ইসলামী আন্দোলনের অর্ন্তভূক্ত হয়ে যাবে।

৫। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ যেখানেই সফর করবেন শ্রমিকদের কাজের অগ্রগতি তদারকি করবেন এবং এ ময়দানে কাজ জোরদার করার জন্যে কর্মী ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দকে উৎসাহিত করবেন।

৬। জেলা-উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত ইসলামী আন্দোলনে শ্রম সম্পাদক রাখা হয়েছে। তাদেরকে দায়িত্ব দিয়ে শ্রমিক ময়দানে কাজ করাতে হবে এবং অফিস মিল কারখানা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ও দায়িত্ব শীলদেরকে শ্রমিক ময়দানে কাজ করার জন্য ও তাদেরকে সংঘঠিত করার জন্য ও ইউনিয়ন গঠন করার জন্য দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।

৭। সকল স্থরের নেতৃবৃন্দের মধ্যে শ্রমিকদের কাজের গুরুত্ব বুঝার ব্যবস্থা করতে হবে, এ ব্যাপারে সকল পর্যায়ের প্রশিক্ষণ কোর্সে শ্রমজীবি মানুষের মধ্যে কাজের পদ্ধতি ও গুরুত্বের উপর বিষয় রাখতে হবে।

৮। যতদিন পর্যন্ত ইসলামী আন্দোলনে শ্রমজীবি মানুষের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত না করা যাবে এবং দলে দলে যোগদান না করবে ততদিন পর্যন্ত বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের সফলতা অনিশ্চিত থেকে যাবে তাই আসুন সবাই মিলে এ ময়দানের কাজকে এগিয়ে নেই।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ

১৯৯৯-২০০১ সেশন

০১। সভাপতি	ঃ এডভোকেট শেখ আনছার আলী	কেন্দ্র
০২। সহ সভাপতি	ঃ জনাব এম, এ তাহের	চট্টগ্রাম বিভাগ
০৩। সহ সভাপতি	ঃ জনাব আবুল কালাম আজাদ	রাজশাহী বিভাগ
০৪। সহ সভাপতি	ঃ জনাব মিয়া গোলাম পরওয়ার	খুলনা বিভাগ
০৫। সহ সভাপতি	ঃ জনাব মোঃ আরকান আলী	বি, আর, ই, এল
০৬। সহ সভাপতি	ঃ জনাব কবির আহমদ মজুমদার	ঢাকা বিভাগ
০৭। সহ সভাপতি	ঃ জনাব আহমদ হোসাইন	সিলেট বিভাগ
০৮। সাধারণ সম্পাদক	ঃ অধ্যাপক হারুন রশিদ খান	কেন্দ্র
০৯। সহ সাধারণ সম্পাদক	ঃ মাওলানা আনিসুর রহমান চৌধুরী	ঢাকা মহানগরী
১০। সহ সাধারণ সম্পাদক	ঃ এডভোকেট আবু মোঃ সেলিম	রাজশাহী
১১। সহ সাধারণ সম্পাদক	ঃ জনাব আমিনুল ইসলাম খসরু	বরিশাল বিভাগ
১২। সহ সাধারণ সম্পাদক	ঃ জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ	ঢাকা বিভাগ
১৩। সাংগঠনিক সম্পাদক	ঃ জনাব ইকবাল হোসাইন খান পাঠান	চট্টগ্রাম বিভাগ
১৪। প্রচার সম্পাদক	ঃ জনাব হাফিজ আব্দুল হাই হারুন	সিলেট বিভাগ
১৫। দপ্তর সম্পাদক	ঃ জনাব আবুল হাসেম	কেন্দ্র
১৬। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	ঃ জনাব মুন্সী মিজানুর রহমান	খুলনা বিভাগ
১৭। কোষাধ্যক্ষ	ঃ জনাব খায়রুল ইসলাম	কেন্দ্র
১৮। আইন আদালত সম্পাদক	ঃ এডভোকেট এস, এম, আঃ হাই	কেন্দ্র
১৯। সাহায্য ও পুনর্বাসন সম্পাদক	ঃ জনাব আবু তাহের খান	চট্টগ্রাম বিভাগ

সদস্য

২০। জনাব শফিকুল আলম	খুলনা বিভাগ
২১। জনাব শফিকুল ইসলাম	ঢাকা বিভাগ
২২। জনাব আজাহার আলী	রাজশাহী বিভাগ
২৩। জনাব কাজী জাহাঙ্গীর হোসাইন	চট্টগ্রাম বিভাগ
২৪। জনাব নুরুজ্জামান আজাদ	ঢাকা বিভাগ
২৫। জনাব মির্জা মিজানুর রহমান	ঢাকা মহানগরী
২৬। জনাব হাজী আঃ রাজ্জাক	ঢাকা মহানগরী
২৭। জনাব সাইদুর রহমান	চট্টগ্রাম বিভাগ
২৮। জনাব আফতাব উদ্দিন হাওলাদার	খুলনা বিভাগ
২৯। জনাব হাবিবুর রহমান	রাজশাহী বিভাগ
৩০। জনাব মোঃ মহিউদ্দীন	খুলনা বিভাগ
৩১। জনাব গোলাম কবির	রাজশাহী বিভাগ

সংবাদ পরিক্রমা

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ঢাকা বিভাগীয় সম্মেলন

সরকার শ্রমিকসহ গোটা জাতির সাথেই ওয়াদা খেলাপ করেছে

-------------নিজামী

জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল ও সাবেক সংসদীয় দলের নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেছেন, বর্তমান সরকার শুধু শ্রমিকদের সাথেই ওয়াদা খেলাপ করেনি, গোটা জাতির সাথেই ওয়াদা খেলাপ করেছে। ক্ষমতার রাজনীতির জন্য বারবার শ্রমজীবী মানুষকে ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা হয়নি। তাই ইসলামী রাষ্ট্র, ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠা না হলে শ্রমিকসহ কারো ভাগ্যই বদলাবে না। আমাদের ইসলামী অর্থনীতি, শ্রমনীতি ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে বেগবান করতে হবে এবং প্রচলিত সমাজ ভেঙ্গে ইসলামী সমাজ গড়ার জন্য ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে হবে।

গতকাল শুক্রবার বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা বিভাগের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী একথা বলেন। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ঢাকা বিভাগের সভাপতি কবির আহমদ মজুমদারের সভাপতিত্বে টঙ্গীতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি এ্যাডভোকেট শেখ আনসার আলী, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, এ্যাডভোকেট এবিএম আনোয়ার হোসেন, মাওলানা আনিসুর রহমান চৌধুরী, মোহাম্মদ উল্লাহ, মির্জা মিজানুর রহমান,

সম্মেলনে কবির আহমদ মজুমদারকে সভাপতি ও মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহকে সাধারণ সম্পাদক করে ২০০০-২০০১ সেশনের জন্য ফেডারেশনের নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির অন্যান্য কর্মকর্তা ও সদস্যগণ হলেন - সহসভাপতি নূরুজ্জামান আজাদ, এবিএম সালেহ, মাওলানা আবদুল কাদির, মোঃ আজগর আলী, সহসাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম, আবদুল মজিদ সিকদার, আবদুল মতিন, কাশেম আলী মোল্লাহ, মোঃ সোলায়মান, দফতর সম্পাদক মোঃ ফুরকান, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ ফখরুল ইসলাম, বায়তুলমাল সম্পাদক মোঃ আবদুল্লাহ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মোঃ শফিকুল্লাহ, ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক মোঃ মঞ্জুরুল হক, ত্রাণ ও পুণর্বাসন সম্পাদক মোঃ শাহ আবদুল মোমেন, আইন আদালত সম্পাদক মুন্সি মুঃ আবদুল্লাহ ফয়সল। সদস্যরা হলেন - মোঃ কিবরিয়া, মোঃ আবুল কাশেম, মোঃ সেলিম শাহী, মোঃ আবদুল মালেক, মোঃ নূরে আলম, মোঃ হাবিবুর রহমান খান, মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, মোঃ জিয়াউর রহমান জিন্নাহ, মোঃ আলী হোসেন, আবদুল ওয়াকিল, মোঃ আবদুল কুদ্দুস মিঞা, মোঃ নজরুল ইসলাম।

দৈনিক সংগ্রাম- ২৫/১১/২০০০ইং

সিলেটে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সমাবেশ

এই সরকার কলকারখানা বন্ধ করে দেয়ায় লাখ লাখ শ্রমিক এখন বেকার

------------ শেখ আনছার আলী

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাবেক এমপি এডভোকেট শেখ আছার আলী বলেছেন, বর্তমান সরকার সারাদেশের কল কারখানা যে ভাবে বন্ধ করে দিয়েছে তাতে বাংলা

দেশের লাখ লাখ শ্রমিক এখন বেকার। অন্য দিকে সারাদেশ ভারতের বাজারে পরিণত হয়েছে।

তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে সিলেট টেক্সটাইল মিল বন্ধ রয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে তা চালু করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে না। তিনি এক মাসের মধ্যে মিলটি চালু করার জন্য সরকারের নিকট দাবী জানিয়ে বলেন, অন্যথায় শ্রমিকরা আন্দোলন গড়ে তুলবে।

গতকাল শনিবার সিলেট টেক্সটাইল মিলে শ্রমিক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। শ্রমিক নেতা নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সিলেট বিভাগীয় সভাপতি হাফেজ আবদুল হাই হারুন, জয়নাল আবেদীন, খুরশেদ আলম প্রমুখ। এর আগে শেখ আনছার আলী পূর্বকাজির বাজারে জেলা রাইছ মিল ড্রাইভার শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে আহূত শ্রমিক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন।

এই সমাবেশে তিনি বলেন, আমাদের দেশের কল-কারখানার মূল সমস্যা শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে দন্দ্ব। সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশীদ খান। ফরিদ উদ্দিন, মালেক আহমদ, আলহাজ্ব আবদূল বশির, হাফেজ আবদুল করিম প্রমুখ।

দৈনিক সংগ্রাম- ৫/১১/২০০০ইং

বরিশাল শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের রোকন সম্মেলনে -

-------- অধ্যাপক হারুন

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল বলেছেন, দেশে ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠা করতে হলেই ইসলামী সরকারকে ক্ষমতায় যেতে হবে। তাই শ্রমিক নেতাদের ত্যাগ ও কুরবানীর নজির স্থাপন করতে হবে।

গত বুধবার বরিশাল শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের রোকন সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তৃতাকালে তিনি এ কথা বলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা সভাপতি অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম খসরু।

দৈনিক সংগ্রাম- ৩/১১/২০০০ইং

মংলা বন্দরে শ্রমিক হত্যার নিন্দা

আওয়ামীলীগ সরকার শ্রমিকদের ভাতের দাবী বন্দুকের নল দিয়ে স্তব্ধ করতে চায়

---------শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

গত মঙ্গলবার ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগ সরকারের লেলিয়ে দেয়া পুলিশের গুলীতে মংলা বন্দরের ৫ জন নিরীহ শ্রমিক নির্মমভাবে নিহত ও অর্ধ শতাধিক শ্রমিক গুলী, লাঠিচার্জ এবং টিয়ার গ্যাসে মারাত্মকভাবে আহত হওয়ার ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি এডভোকেট শেখ আনসার আলী এবং সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান।

এক যুক্ত বিবৃতিতে ফেডারেশন নেতৃবৃন্দ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, যে আওয়ামী লীগ শ্রমিকদের ক্ষমতার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেছিল সেই ফ্যাসিবাদী আওয়ামী সরকার আজ শ্রমিকদের ভাতের দাবী বন্দুকের নল এবং পুলিশরূপী হায়েনাদের বুটের আঘাতে স্তব্ধ করে দিতে চায়। তারা বলেন মিথ্যাবাদী এই ভারতীয় তাঁবেদার সরকার দেশের অসহায় বেকার শ্রমিকদের চাকরি সংস্থানের পরিবর্তে আজ চাকরি খাদকে পরিণত হয়েছে। সরকার একের পর এক দলীয় লোকদের কাছে নামমাত্র মূল্যে মিল কারখানা বিক্রি করে দিচ্ছে। ফলে হাজার হাজার শ্রমিক কর্মচারী চাকরি হারিয়ে অসহায় পরিবার -পরিজন নিয়ে অনাহারে অর্ধাহারে মানবেতর জীবন যাপন করছে। তারা মংলা বন্দরে নিহত শ্রমিকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, আহতদের সুচিকিৎসা এবং তাদের ন্যায্য দাবী মেনে নেয়ার জোর দাবী জানান।

দৈনিক সংগ্রাম- ৭/১২/২০০০ইং

টিএন্ডটি শ্রমিক-কর্মচারী ফেডারেল ইউনিয়ন

সেমিনার ও সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠিত

গতকাল শনিবার বেলা সাড়ে ১২ টায় বাংলাদেশ টিএন্ডটি শ্রমিক-কর্মচারী আদর্শ ফেডারেল ইউনিয়ন ও নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল-এর যৌথ উদ্যোগে তিন

দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন প্রশিক্ষণ সেমিনারের সমাপনী দিনে সনদপত্র বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডানেশনের সভাপতি এডভোকেট শেখ আনছার আলী। বিশেষ অতিথি ছিলেন সর্বজনাব মাওলানা আনিছুর রহমান চৌধুরী ও কবির আহমদ মজুমদার প্রমুখ।

আদর্শ ফেডারেল ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শ্রমিক নেতা আবদুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে শেখ আনসার আলী সুষ্ঠু ট্রেড ইউনিয়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করে বক্তব্য পেশ করেন। পরিশেষে সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

দৈনিক সংগ্রাম- ২/৭/২০০০ইং

বর্তমানে স্বৈরশাসকে হটানোর আন্দোলনে শ্রমিক সমাজের ভূমিকা রাখতে হবে।

--------অধ্যাপক গোলাম আযম

রাজশাহী অফিস: জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম বর্তমান স্বৈরশাসককে ক্ষমতা থেকে সরানোর আন্দোলনে শ্রমিক সমাজকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের আহবান জানিয়েছেন।

গতকাল সোমবার বিকেলে রাজশাহীর পরিবহণ শ্রমিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এক সৌজন্য সাক্ষাতে অধ্যাপক গোলাম আযম একথা বলেন। নগরীর একটি রেস্ট হাউজে সাক্ষাৎকালে জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের রাজশাহী বিভাগীয় সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, রাজশাহী মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন নেতা সাদেক আলী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। শ্রমিক নেতৃবৃন্দ অধ্যাপক গোলাম আযমকে স্বাগত জানান। অধ্যাপক আযম শ্রমিক নেতৃবৃন্দকে বর্তমান সরকার বিরোধী চলমান আন্দোলনের পটভূমি তুলে ধরে দেশকে ধ্বংসের কবল থেকে বাঁচাতে তাদের বিরুদ্ধে স্বোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান।

দৈনিক সংগ্রাম- ১৩/৬/২০০০ইং

সাংবাদিক শ্রমিক নেতা শফিকুল ইসলামের মৃত্যুতে শ্রমিক কল্যাণের শোক প্রকাশ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি এডভোকেট শেখ আনছার আলী এবং সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান এবং খুলনা বিভাগীয় সভাপতি অধ্যাপক গোলাম পরোয়ার এবং কার্যকরী সভাপতি মাষ্টার সফিকুল আলম এক বিবৃতিতে বিশিস্ট সাংবাদিক এবং শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ঝিনেদা সভাপতি মোঃ শফিকুল ইসলামের সড়ক দুর্ঘটনায় মর্মান্তিকভাবে নিহত হওয়ায় গভীর শোক ও মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

নেতৃবৃন্দ শোকবানীতে মরহুমকে একজন আদর্শবাদী, নির্ভীক ও আপোষহীন সাংবাদিক এবং শ্রমিক নেতা হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, মরহুমের শূন্যতা পূরণ হওয়ার মত নয়। আমরা মহান আল্লাহর নিকট মরহুমের জীবদ্দশায় শ্রমিক নেতৃত্বে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের প্রচেষ্টাকে কবুল করার জন্য বিশেষভাবে প্রার্থনা করছি এবং তার পরিবারকে ধৈর্য ধারণ করার ক্ষমতা দানের দোয়া করছি।

দৈনিক সংগ্রাম- ৭/৬/২০০০ইং

ঘোষিত বাজেটের বিরুদ্ধে শ্রমিক কল্যাণের প্রতিক্রিয়া

এই বাজেটে শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ উপেক্ষিত

শিল্পের বিকাশ হবে বাধাগ্রস্ত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ বলেছেন বাজেটে শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ দারুণভাবে উপেক্ষিত হয়েছে। বাজেটে শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির জন্য বরাদ্ধ, ৩০% মহার্ঘভাতা প্রদান, সরকারী কর্মচারীদের পে-কমিশন পুণর্বিন্যাস এবং শিল্পোন্নয়নের দিক নের্দেশনা নেই।

গতকাল শনিবার ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সভায় এই গণবিরোধী বাজেট প্রত্যাখ্যান করা হয়। এছাড়া অবিলম্বে মজুরী কমিশন ঘোষণা করে জুলাই '৯৯ থেকে সরকারী বেসরকারী সকল শিল্প প্রতিষ্টানে বাস্তবায়নের জোর দাবী জানানো হয়েছে।

শ্রমিক স্বার্থ ও গণবিরোধী বাজেটের প্রতিবাদে ফেডাশেনের উদ্যোগে আগামী ১৪ই জুন বুধবার সারাদেশব্যাপী 'বিক্ষোভ দিবস' পালন করা হবে।

দৈনিক সংগ্রাম- ১১/৬/২০০০ইং

<u>চট্টগ্রামে মে দিবসের আলাচনা সভায় অধ্যাপক হারুন</u>

হাসিনা শ্রমিকদের সাথে প্রতারণা করেছে

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় যাওয়ার আগে শ্রমিক সমাবেশ করে শ্রমিকদের জন্য মায়াকান্না করলেও ক্ষমতায় গিয়ে চার বৎসর অতিবাহিত হলেও শ্রমিকদের স্বার্থে কিছুই করেনি। তিনি বলেন, মজুরী কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়ন না করে প্রধানমন্ত্রী শ্রমিকদের সাথে প্রতারণা ও ধোকাবাজী করেছে।

জনাব রশিদ ১লা রাত ৯টায় মহান মে দিবস উপলক্ষে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম সদর অঞ্চল ও হোটের অঞ্চলের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত বিশাল আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির আলোচনাকালে উপরোক্ত কথা বলেন। লালদীঘির পশ্চিম পাড়ে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপত্বি করেন ফেডারেশনের চট্টগ্রাম সদর আঞ্চলিক কমিটির সভাপতি মুহাম্মদ ইউনুছ চৌধুরী। এতে বিশেষ অতিথি হিসাবে আলোচনা পেশ করেন ফেডারেশনের বিভাগীয় সভাপতি জনাব এম এ, তাহের, সেক্রেটারী ইকবাল হোসাইন খান পাঠান, সদর আঞ্চলিক কমিটির সেক্রেটারী এস, এম লুৎফর রহমান, বায়তুল মাল সম্পাদক মকবুল আহমদ ভুঁইয়া। হোটেল শ্রমিক নেতা তোফাজ্জাল হোসেন (মুকুল), ফয়েজ আহমদ, সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ফেডারেশনের হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্ট শাখার সভাপতি মোঃ নূরুন্নবী।

সোনার বাংলা- ১২/৫/২০০০ইং

<u>ঢাকা বিভাগীয় শিক্ষা শিবিরে শেখ আনছার আলী</u>

বাজেটের আগেই মজুরি কমিশন ঘোষণা করতে হবে

আসন্ন বাজেট ঘোষণার পূর্বেই মজুরি কমিশন রিপোর্ট ঘোষণা করে সরকারী বেসরকারী সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে বাস্তবায়ন, শ্রমিক-কর্মচারীদের যাবতীয় বকেয়া পাওনাদি পরিশোধ এবং বাজেটে চাকরিচ্যুত ও বেকার শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। গত শনিবার ফেডারেশনের মগবাজারস্থ কার্যালয়ে ঢাকা বিভাগীয় ইউনিট সভাপতিদের ২ দিনব্যাপী শিক্ষা শিবিরের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি এডভোকেট শেখ আনছার আলী উপরোক্ত দাবী জানান।

ঢাকা বিভাগীয় সভাপতি কবির আহমদ মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শিক্ষা শিবিরে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশীদ খান, রেডিও বাংলাদেশের বহির্বিশ্ব কার্যক্রমের পরিচালক সামউন আলী, মাওলানা হাবিবুল্লাহ বাহার, মোহাম্মদ উল্যাহ, নূরুজ্জমান আজাদ, সফিকুল ইসলাম, আব্দুল হালিম, আব্দুল্লাহ, আবুল কাশেম, আব্দুল্লাহ মোঃ ফয়সল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

<u>গরীব-দুঃখী মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্যই জামায়াতে ইসলামীর আন্দেলন</u>

-----------মাওলানা নিজামী

"জামায়াতে ইসলামীর আন্দোলন গবীব দুঃখী মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের আন্দোলন। সমাজ থেকে শোষণ, জুলুম, দুরাচার, পাপাচার দুর করে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে গরীব-দুঃখী মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্যই জামায়াতে ইসলামী আন্দোলন করছে। আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামী শিক্ষানীতি, ইসলামী শ্রমনীতি ও ন্যায়বিচার চালু হলেই গরীব-দুঃখী জনগণ ভাত, কাপড়, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের নিশ্চয়তা পাবে।"

জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী গতকাল মঙ্গলবার তার সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করতে আগত ঢাকা মহানগরী রিকশা পুলার ওয়েল ফেয়ার সোসাইটির নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছিলেন। ঢাকা মহানগরী রিকশা পুলার ওয়ের ফেয়ার সোসাইটির কার্যকরি সভাপতি মতিউর রহমান ও সেক্রেটারী আব্দুল মান্নানের নেতৃত্বে ৪১ সদস্য বিশিষ্ট একটি রিকশা শ্রমিক প্রতিনিধি দল গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর সাথে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাত করেন। এ সময় ঢাকা মহানগরী রিকশা পুলার ওয়েল ফেয়ার সোসাইটির সহ-সভাপতি মুহাম্মদ আবদুল মান্নান ও ইউনুস, কোষাধ্যক্ষ আবদুল মতিন এবং কার্যকরি সদস্য নুরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

দৈনিক সংগ্রাম- ২৩/১/২০০০ইং

সম্বর্ধনা সভায় মাওলানা নিজামী

পুঁজিবাদী অর্থনীতি চালু থাকলে জুলুম-নির্যাতন বন্ধ হবে না

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সেক্রেটারী জেনারেল ও সাবেক সংসদীয় দলের নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেছেন, দেশের সবকিছু দলীয়করণের সাথে সাথে আওয়ামী লীগ সরকার শ্রমিক আন্দোলনকেও দলীয়করণ করেছে। সরকার শ্রমিকদের তাদের অধিকার সম্পর্কেও কথা বলতে দিচ্ছে না। শ্রমিক সমাজ আজ জুলুম-নির্যাতনের শিকার। তিনি গত রাতে তার সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করার জন্য জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আগত বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের একটি প্রতিনিধি দলের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছিলেন। এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, চট্টগ্রাম বিভাগীয় সভাপতি এমএ তাহের, রাজশাহী বিভাগীয় সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, খুলনা বিভাগীয় কার্যকরী সভাপতি শফিকুল আলম, ঢাকা মহানগরী সভাপতি মাওলানা আনিছুর রহমান চৌধুরী, সেক্রেটারী মির্জা মিজানুর রহমান, কেন্দ্রীয় আইন বিষয়ক সম্পাদক এডভোকেট এস এম আবদুল হাই, খোন্দকার শফিকুল আলম, আবুল হাসেম এবং ঢাকা বিভাগীয় সহসভাপতি আজগর আলী।

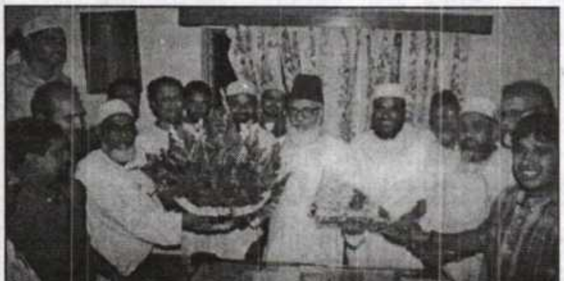

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী আরো বলেন, জামায়াতে ইসলামী সব সময়ই জুলুম-নির্যাতন ও শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে আসছে। শ্রমিক সমাজও অন্যদের মতো মান-সম্মান নিয়ে বসবাস করুক আমরা তা চাই। আমরা বিশ্বাস করি, সুদভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থনীতি যতোদিন দেশে চালু থাকবে ততোদিন শ্রমিক সমাজের উপর জুলুম-নির্যাতন বন্ধ হবে না। ইসলামী শ্রমনীতি ও অর্থনীতি চালু হলেই শ্রমিক সমাজের সত্যিকার মুক্তি আসবে। শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকারের কথা বলার দায়িত্ব শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনকেই পালন করতে হবে। শ্রমিক ময়দানে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের বলিষ্ঠ ভূমিকা ইসলামী আন্দোলনের জন্য সহায়ক হবে।

দৈনিক সংগ্রাম- ১০/১০/২০০১ইং

সর্বক্ষেত্রে রাসুল (সঃ)-এর আদর্শ বাস্তবায়ন করুন

-------- শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট মহানগর শাখার মাসিক দায়িত্বশীল বৈঠক গত :রোববার মহানগর শাখার সভাপতি জয়নাল আবেদীনের সভাপতিত্বে মহানগর শাখার সেক্রেটারী জালাল আহমদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে প্রধান অতিথি ছিলেন সিলেট মহানগর জামাতের শূরা সদস্য আব্দুস শাকুর। বৈঠকে বক্তব্য রাখেন মহানগর সহ সভাপতি খুর্শেদ আলম, সিলেট জেলা রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়ন(রেজিঃ নং-১৬৬৯) এর সভাপতি নজরুল ইসলাম, বৃহত্তর সিলেট অটো রাইস মিল ড্রাইভার ইউনিয়নের সভাপতি নেহার আলী, সাধারণ সম্পাদক আবদুল মতিন, হাছন আলী, সিলেট মহানগর দোকান শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি জিলুল হক, শ্রমিক নেতা রিয়াজ উদ্দিন, মিন্নত আলী সরকার, কালা মিয়া,মুন্সী মিজানুর রহমান, নূরুল ইসলাম প্রমুখ।

রিক্সা চালক ওয়ারিছুলের খুনিদের গ্রেফতারের দাবিতে ধর্মঘট, সমাবেশ

রিক্সা চালক ওয়ারিছুল হকের খুনিদের গ্রেফতারের দাবিতে বিভিন্ন সংগঠন সোচ্চার হয়েছে। সিলেট জেলা রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়ন সপ্তাহব্যাপী কার্যক্রম ঘোষনা করেছে। এর অংশ হিসেবে শুক্রবার সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত রিক্সা ধর্মঘট পালিত হয়। ধর্মঘট চলাকালে শহরে কোন রিক্সা চলেনি।

সকাল থেকেই শহরে বিভিন্ন পাড়া থেকে রিক্সা শ্রমিকরা খন্ড খন্ড মিছিল করে রিকাবী বাজারে মিলিত হন। সেখান থেকে একটি মিছিল স্থানীয় কোর্ট পয়েন্টে সমাবেশ মিলিত হয়। সিলেট জেলা রিক্স শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজি: ১৬৬৯) সন্মেলন বাস্তবায়ন কমিটির আহবায়ক নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বি উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক কল্যাণ ফেড়ারেশনের সিলেট মহানগর শাখার সভাপতি জয়নাল আবদীন, সহ সভাপতি খুরশীদ আলম, সাধারণ সম্পাদক জালাল আহমেদ, বিভাগীয় কমিটির সদস্য আ ফ ম খালিদ চৌধুরী, সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের নেতা এমরান আলম, ফেডারশনের মহানগর শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক সোহেল আহমদ।

এ ছাড়া বক্তব্য রাখেন, শ্রমিক নেতা দেলওয়ার হোসেন , মখলিস মিয়া, বজলুল নূর চৌধুরী, আনা মিয়া, রিয়াজ উদ্দিন, মিজানুর রহমান, সাজ্জাদ আলী, মিন্নত আলী সরকার, নুরুল ইসলাম , রতন ভট, এমরান আহমেদ সেলিম প্রমুখ। সমাবেশে বক্তরা বলেন, "নিরীহ রিক্সা শ্রমিক ওয়ারিছুল হক হত্যাকান্ডের তিনদিনের মধ্যে খুনিদের গ্রেফতার করা হয়নি সিলেটের আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি এ কথায়ই প্রমাণ করে যে, এখানে কোন প্রশসান নেই। একের পর এক খুন, সন্ত্রাসী কর্মকান্ড সিলেট বাসীকে ভাবিয়ে তুলেছে। সন্ত্রাসী কর্মকান্ড প্রতিহত করা ও শ্রমিকদের মুক্তি নিশ্চিত করতে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধভাবে থাকার জন্য আহবান জানান।

ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠিত হলেই শ্রমিকরা প্রকৃত মুক্তি পাবে

-জালাল আহমদ

শ্রমিক শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সিলেট মহানগরী সেক্রেটারী জালাল আহমদ বলেছেন, দুনিয়াবাসীর মুক্তির জন্য আল্লাহ আল কোরআনকে গাইড লাইন হিসেবে নাযিল করেছেন। আল কোরআন থেকে মুসলমানরা ফিরে আসার কারণেই আমাদের এ দুর্গতি। যুগে যুগে শ্রমিকদেরকে বিভিন্ন তন্ত্রমন্ত্রের দিকে আহবান করে ধোঁকা দেয়া হয়েছে। ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠিত হলেই শ্রমিকরা প্রকৃত মুক্তি পাবে। তিনি গত শনিবার বন্দর বাজার অটো টেম্পু শাখার কর্মী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছিলেন। ফেডারেশনের সিলেট মহানগর শাখার সদস্য, বন্দর বাজার শাখা সেক্রেটারী সাজ্জাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মী সমাবেশে বিশেষ অতিথি ছিলেন রিকসা শ্রমিক ইউনিয়নের জেলা সভাপতি (১৬৬৯) দেলওয়ার হোসেন, জেলা সেক্রেটারী আবু বকর। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শাহিন আহমদ,সফিকুর রহমান, আনছার মিয়া, চান মিয়া, আনুল হক জামাল প্রমুখ।

রিকসা শ্রমিক ইউনিয়নের মিছিল ও সমাবেশ

আওয়ামী দুঃমাসনের পতনের মুহূর্তে গতকাল সিলেট জেলা রিকসা শ্রমিক ইউনিয়ন শহরে মিছিল সমাবেশের আয়োজন করে। রিকাবীবাজাস্থ কার্যালয়ের সন্মুখে অনুষ্ঠিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের জেলা আহবাক নজরুল ইসলাম। জেলা সদস্য সচিব মখলিস মিয়ার পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট মহানগর শাখার সভাপতি জয়নাল আবদীন বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশন মহানগর শাখার সেক্রেটারী জালাল আহমেদ।

বক্তব্য রাখেন দেওয়ান হোসেন, মিন্নত আলী সরকার, রতন ভট, তোফাজ্জল হোসেন, সেলিম আহমদ, শামীম উদ্দিন ভুইয়া, হযরত আলী, আব্দুল হামিদ, জয়নাল মিয়া, নুরুল ইসলাম, ইমরান আহমদ, বজলুর নূর চৌধুরী প্রমুখ ।

সিলেট জেলা রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়নের বার্ষিক সাধারণ সভা ও মিছিল অনুষিষ্ঠত

সিলেটে জেলা রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়নের বার্ষিক সাধারণ সভা গত কাল শুক্রবার সকাল ১১টায় কুদরত উল্লাহ মার্কেটে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়নের সভাপতি দেলওয়ার হোসেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সেক্রেটারী আবু বকর সিদ্দিক, অফিস সেক্রেটারী মিন্নত আলী সরকার, প্রচার সম্পাদক আবু সাঈদ,

ক্রীড়া সম্পাদক রিয়াজ উদ্দিন, উপদেষ্টা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জয়নাল আবেদীন।

সভায় শাখা সমূহের বার্ষিক রিপোর্ট পর্যালোচনা করা হয়। সাধারণ সভায় বিস্ময় প্রকাশ করে বলা হয় বিয়ানীবাজার শাখাকে ১৯৯৭ সালে বাতিল ঘোষণা করা সত্ত্বেও সে বাতিল শাখা বেআইনী ভাবে চাঁদা আদায় করছে এবং অযথা রিক্সা শ্রমিকদেরকে হয়রানী করছে। তাই এই সাধারণ সভা গঠনতন্ত্রের ১২ নং ধারা অনুযায়ী বিয়ানীবাজার শাখার বাতিলকৃত কমিটি কর্তৃক বেআইনী কার্যক্রম ও চাঁদা আদায়ের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট জোর দাবী জানায়।

দেশ পরিচালনায় সকল ক্ষেত্রে ব্যর্থ আওয়ামী দুঃশাসনের অবসানের মুহূর্তে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট মহানগর শাখার উদ্যোগে গতকাল শহরে বিরাট মিছিল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। চৌহাট্টা পয়েন্টের সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ফেডারেশন সিলেট মহানগর শাখার সভাপতি জয়নাল আবেদীন। বক্তব্য বাখেন ফেডারেশনের দক্ষিণ জেলা সভাপতি লোকমান আহমদ, মহানগর শাখার সেক্রেটারী জালাল আহমদ, শ্রমিক নেতা নজরুল ইসলাম, দেলওয়ার হোসেন, মখলিছ মিয়া প্রমূখ।

<u>মজুরী কমিশনের রোয়েদাদ বাস্তবায়ন করুন :</u>

------এম এ তাহের

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভায় গৃহীত প্রস্তাবে অবিলম্বে ৩২' শ টাকা নিম্ন মজুরী ধার্য্য করে সরকারী বেসরকারী মিল কারখানায় একই সাথে কার্যকর করা, ৩০ ভাগ মহার্ঘ ভাতা প্রদান, হোটেল ও দোকান কর্মচারীদের সপ্তাহে দেড়দিন ছুটি কার্যকর করা, হোটেল শ্রমিকদের জন্য পৃথক বিধি প্রণয়ন, রিক্সা, টেক্সী পরিবহন শ্রমিকদের উপর পুলিশী নির্যাতন বন্ধ করা, রেলকে বেসরকারী করার নীতি পরিহার করে শূন্য পদে লোক নিয়োগ, দোহাজারী কক্সবাজার লাকসাম ঢাকা কর্ড রেলপথ চালু করা, চট্টগ্রাম মহানগরীতে মেট্রো রেল চালু করা, চট্টগ্রাম বন্দরের করপোরেট টেক্স আরোপ করা থেকে বিরত থাকা ও অবৈধভাবে লোক নিয়োগ না করা, চন্দ্রঘোনা কে আর সি, কর্ণফুলী পেপার মিল, আনোয়ারা, মকবুলর রহমান, একেখান সহ বন্ধ ও লে-অফ কৃত মিল কারখানা চালু করা, ছাঁটাইকৃত শ্রমিকদের পুনর্বহাল করা, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণ ও যাবতীয় জুলুম নির্যাতন বন্ধ করা এবং ৫ শিবির নেতাকে জননিরাপত্তা আইনে মামলা দিয়ে চার্জশীট প্রদান ও সম্পত্তি ক্রোক কারার অন্যায় আদেশ বাতিল, ৪০ মুসল্লীকে জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করে তাদের বিরুদ্ধে চার্জশীট বাতিল করে তাদেরকে নি:শর্ত মুক্তি প্রদানের জোর দাবী জানানো হয়। গতকাল দুপুরে জামালখানস্থ কার্যালয়ে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করেন বিভাগীয় সভাপতি এম এ তাহের। বক্তব্য রাখেন ডা. আব্দুল ওয়াছি, আবু তাহের খান, ইকবাল হোসেন খান, আব্দুর রহীম পাঠান, আবুল আহাম্মদ, আবুল হোসাইন, আজিজ আহাম্মদ চৌধূরী, মোহাম্মদ ইউনুছ চৌধুরী এস এম লৎফর রহমান, মশিউর রহমান, কামাল উদ্দিন, মোহাম্মদ নুর নবী, এইচ এম নুরুল আলম, আব্দুস সোবহান, কামাল উদ্দিন আহাম্মদ, আবুল আহাম্মদ, শহিদ উল্ল্যাহ, মোহাম্মদ সেলিম পাটোয়ারী, গোলাম রব্বানী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

দৈনিক কর্ণফুলী- ৩/২/২০০১ইং

<u>রাসূলুল্লাহর আদর্শ বাস্তবায়নেই দারিদ্র্যতা বিমোচন সম্ভব</u>

----------------শেখ আনসার আলী

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য এডভোকেট শেখ আনসার আলী বলেছেন, মার্কস ও লেলিনের অনুসরণে কিছু কিছু শ্রমিক নেতা শ্রমিক আন্দোলন করে সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি করছে, মিল ফ্যাক্টরী দিনের পর দিন বন্ধ হয়ে হাজার হাজার বেকার সৃষ্টি হচ্ছে। তিনি বলেন, সুদ ভিত্তিক এনজিও দিয়ে নয় রাসূলুল্লাহর আদর্শ বাস্তবায়নেই দারিদ্র্যতা বিমোচন সম্ভব। তিনি গতকাল রাত্রে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

রিক্সা অঞ্চল কর্তৃক ৫টি রিক্সা ও বই বিতরণ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপরোক্ত কথা বলেন। বিশিষ্ট সমাজ সেবক আনোয়ার সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন সমাজ কল্যাণ পরিষদের সভাপতি মাওলানা শামশুদ্দিন, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চ. বিভাগীয় সভাপতি এম, এ তাহের, ডাঃ আবদুল ওয়াছি, সেক্রেটারী ইকবাল হোসাইন খান পাঠান, সদর অঞ্চলের সেক্রেটারী এসএম লুৎফর রহমান, পরিবহন অঞ্চলের সভাপতি কামাল উদ্দীন, রিক্সা অঞ্চলের সভাপতি হোসাইন মোঃ নুরুল আলম, আবদুল মান্নান, রহমত আলী, মাষ্টার নুরুল ইসলাম, ইদ্রিস আলী, নুরুল আলম কোং।

এডভোকেট শেখ আনসার আলী বলেছেন, হোটেল শ্রমিকরা বাংলাদেশে সবচাইতে বেশি নির্যাতিত ও বঞ্চিত। তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন আইন বর্তমানে নেই। তারা সকাল থেকে গভীর রাত অবধি চাকুরী করে তারপরও তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে মোটা মোটিভাবে চলার মতোও বেতন ভাতা পান না যা খুবই দু:খজনক ও সমগ্র জাতির জন্য লজ্জাজনক। তিনি বলেন, এত অভাব অনটনে জীবন যাপনের পাশাপাশি হোটেল শ্রমিকরা ইসলামী আন্দোলনে অংশগ্রহণ মুসলিম জাতিকে প্রেরণা যোগাবে। তিনি বলেন, ইসলামী বিপ্লব সাধনে হোটেল শ্রমিকদের আরো বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হবে। তিনি শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্রগ্রাম মহানগরী হোটেল রেষ্টুরেন্ট শ্রমিক শাখা কর্তৃক আয়োজিত বিরাট কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথির আলোচনাকালে উপরোক্ত কথা বলেন।

মহানগরী সভাপতি মোহাম্মদ নুরুন্নবীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জামায়াতে ইসলামী চট্রগ্রাম মহানগরী আমীর মাওলানা শামসুল ইসলাম, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্রগ্রাম বিভাগীয় সভাপতি আলহাজ্ব এম এ তাহের, মহানগরী জামায়াতের সেক্রেটারী ডা. মোহাম্মদ রফিক, ফেডারেশনের বিভাগীয় সেক্রেটারী ইকবাল খান পাঠান, তোফাজ্জল হোসেন মুকুল, ফয়েজ আহমদ, তারা মিয়া প্রমুখ।

দৈনিক কর্ণফুলী- ৫/২/২০০১ইং

রেল এমপ্লয়ীজ লীগের সম্মেলন

সরকার উন্নয়নের কথা বলে পরিবহন সেক্টরকে ধ্বংস করে দিচ্ছে

---------------আনছার আলী

সাবেক সংসদ সদস্য সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী ও বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি শেখ আনছার আলী বলেছেন, বর্তমান সরকার উন্নয়নের কথা বলে কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত রেল পরিবহনকে বেসরকারী করার মাধ্যমে সংকোচননীতি গ্রহণ করে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তিনি জাতীয় স্বার্থে রেলকে উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করে রেল শ্রমিক ও কর্মচারীদের সাথে আলাপ আলোচনা করে তাদের দাবী মেনে নেয়ার আহবান জানান। তিনি যাত্রী সেবার মান উন্নয়নের জন্য সর্বস্তরের রেল কর্মচারীদের প্রতি নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের আহবান জানান। এডভোকেট শেখ আনসার আলী গতকাল রেলওয়ে এমপ্লয়ীজ লীগের ১৩তম দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন। রেলওয়ে এমপ্লয়ীজ লীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি মোঃ আরকান আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহস্‌ভাপতি ও চট্রগাম বিভাগীয় সভাপতি এম, এ তাহের, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য মাওলানা সামশুদ্দিন, চট্রগ্রাম মহানগরী আমীর মাওলানা সামছুল ইসলাম, উত্তর জেলা শ্রম সম্পাদক অধ্যাপক নুরুল আমীন, বক্তব্য রাখেন রেলওয়ে এমপ্লয়ীজ লীগের কার্যকরী সভাপতি একে এম আবদুল ওয়াদুদ, সাধারণ সম্পাদক আবু তাহের খান, সহসভাপতি মোঃ ইকবাল হোসেন খান পাঠান, এস এম শরীফ, প্রচার সম্পাদক মোঃ সহিদুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ এবিএম এহতেশাম উদ্দিন, উপ-সাধারণ সম্পাদক মির্জা মিজানুর রহমান, মোশাররফ হোসেন নিয়োগী, সহসাধারণ সম্পাদক মো সেলিম পাটোয়ারী, মোঃ তাজুল ইসলাম শাহাদাৎ হোসেন, আইন সম্পাদক ছিদ্দিকুর রহমান ফকির, অফিস সম্পাদক মোল্লা আবদুল হক, কোষাধ্যক্ষ রফিকুল আলম। বিভিন্ন শাখা থেকে আগত নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, মোঃ রুহুল আমীন, মুজিবুল হক মজুমদার, আবদুল কাদের, এস, এম আমিনুর রহমান, এস, এম, আকরাম, আবুল হোসেন, ডাঃ তাজুল ইসলাম, হাবিবুর রহমান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

দৈনিক কর্ণফুলী- ১৯/৩/২০০১ইং

কবিতা

তুমি সোবহান

আলী আহমদ

সকল সৃষ্টি স্ব স্ব ভাষায়
গায় যে তোমার গান
সবই তোমার শান
সবই তোমার দান
তুমি সোবহান তুমি সোবহান।
অণু অণু পরমাণু
ফুলের মাঝে আছে রেনু
পাহাড় পর্বত নদী সাগর
বৃষ্টি ঝর্ণা হয় যে নহর
সেও তোমার দান
আকাশ জমিন আলো আধাঁর
কুল মাখ্‌লুকের কল্যাণ
চাঁন সুরুজ আর গ্রহ তারা
তোমার হুকুম মানে তারা
দিবা নিশি চলে তারা
সেও তোমার দান
গাছ গাছালী লতায় পাতায়
ফুল ফলাদি ফলে যথায়
পাখিরা যে ঝাঁকে ঝাঁকে
উড়ে চলে দূর দূরান্তে
দৃষ্টি দিলে জুড়ায় প্রাণ
পাখীরা যে কিছি মিছি
কুহু সুরে গায় যে গান
কীট-পতঙ্গ কত তারা
আহার বিহার করে যারা
সেও তোমার দান
জিন, ইনসান জিন্দা যারা
তোমার হুকুম মানবে তারা
নবীর পথে চলবে তারা
আস মানুষ মুমিনেরা
ঈমান আনছি আমরা যারা
সর্ব ক্ষেত্রে গাইব মোরা
আল্লাহর দেওয়া গান

মাগো আমায় দাও পরিয়ে

এস. এম. নাজমুল হুদা

মাগো আমায় দাও পরিয়ে খালিদেরই সাজ,
ফিলিস্তিন, আফগান চেয়ে আছে আমার পানে আজ।
তোমার ছেলে মরতে রাজি
মরলে শহীদ বাঁচলে গাজী।
মাগো আমায় দাও পরিয়ে হামজারই সাজ,
কাশ্মির, বসনিয়া চেয়ে আছে আমার পানে আজ।
তোমার ছেলে শহীদ হবে,
তাই তুমি খোদার কাছে জান্নাত পাবে।
মাগো আমায় দাও পরিয়ে বান্নারই সাজ,
অত্যাচারিত মানুষ চেয়ে আছে আমার পানে আজ।
তোমার ছেলে জেহাদ করবে,
তাই তুমি জান্নাতের মালা পরবে।
মাগো আমায় দাও পরিয়ে ওসামারই সাজ,
পথভ্রষ্ট মানুষ চেয়ে আছে আমার পানে আজ।
তোমার ছেলে পথভ্রষ্ট মানুষকে করবে মুক্ত,
বুশ, ব্লেয়ারদের বিরুদ্ধে করবে যুদ্ধ।

দাওয়াত

দাওয়াত আমি দেবই
সারা জীবন ধরে,
সংগ্রাম আমি করবোই
না হয় যাব মরে।
ইসলামের সত্য বাণী
থাকবে আমার মুখে,
কুরআনের উজ্জ্বল আলো
থাকবে আমার চোখে।
আমি মুখ চালিয়ে যাব
ইসলামের পক্ষে,
তবু আমি দাওয়াত দেব
পৌছাব আমার লক্ষ্যে।

এলবাম

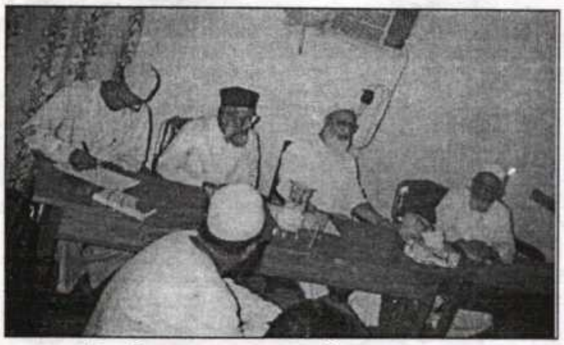

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সাবেক আমীর জননেতা অধ্যাপক গোলাম আযম বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের দেয়া সম্বর্ধনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন।

কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন '৯৯ তে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক কনফেডারেশন অব লেবার -এর সেক্রেটারী জেনারেল এবং মরক্কোর প্রখ্যাত শ্রমিক নেতা অধ্যাপক সাঈদ আল- হাসান।

ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী।

সাতক্ষীরা জেলায় বন্যা দুর্গতদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করছেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি এ্যাডভোকেট শেখ আনছার আলী সাবেক এম. পি।

মুহতারাম আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সেক্রেটারী জেনারেল মনোনীত হওয়ায় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশীদ খানের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তাঁকে ফুলের তোড়া দিয়ে অভিনন্দন জানান।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের চট্টগ্রাম বিভাগীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন-২০০০ এ পুলিশী বাঁধার প্রতিবাদে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন ফেডারেশনের চট্টগ্রাম বিভাগীয় সভাপতি আলহাজ্ব এম,এ, তাহের।

গত ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরীর উদ্যোগে আয়োজিত বিনামূল্যে রক্তদান কর্মসূচী উদ্বোধন করছেন ডক্টরস্ ফোরামের সভাপতি ডাঃ কামরুল ইসলাম।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সিলেট মহানগর শাখার উদ্যোগে আয়োজিত কর্মী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন এডভোকেট শেখ আনছার আলী।

খুলনা বিভাগ আয়োজিত মে দিবসের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন খুলনা বিভাগীয় সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার।

খুলান বিভাগ আয়োজিত শ্রমিক জনসভায় বক্তব্য রাখছেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি এ্যাডভোকেট শেখ আনছার আলী সাবেক এম, পি।

ফেডারেশনের রাজশাহী বিভাগীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে-২০০০-এ উপস্থিত নেতৃবৃন্দ।

কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন '৯৯ উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালীর একাংশ।

গত ২০০১ সালের মে মাসে আই আর আই, টংগী এর পরিচালনায় ৫দিন ব্যাপী শ্রমিক প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী দিনে প্রশিক্ষনার্থীদের মাঝে সনদ পত্র বিতরণ করছেন আই আর আই, টংগী এর কোর্স সমন্বয়কারী প্রভাষক মনিরুজ্জামান।

জেরুযালেমকে ইস্রাইলী দখল মুক্ত করার দাবীদে চট্টগ্রাম মহানগরীতে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন আয়োজিত বিক্ষোভ মিছিল পূর্ব সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় সভাপতি শেখ আনছার আলী সাবেক এম, পি।

রিক্সা শ্রমিক ওয়াবেছ হত্যাকারীদের গ্রেফতারের দাবীতে অনুষ্ঠিত সমাবেসে প্রথার অতিথির বক্তব্য রাখছেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সিলেট বিভগের সভাপতি হাফেজ আব্দুল হাই হারুণ।

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নবনির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য জনাব অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ারকে খুলনা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের বিভাগীয় নেতৃবৃন্দ ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করে নিচ্ছেন।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সিলেট মহানগর শাখার উদ্যোগে আয়োজিত কর্মী শিক্ষা বৈঠকে বক্তব্য রাখছেন মহানগর শাখার সভাপতি জয়নাল আবেদীন।

১৯শে অক্টোবর ২০০১ আফগানিস্তানে ইঙ্গ-মার্কিন হামলার প্রতিবাদে ফেডারেশনের খুলনা বিভাগ আয়োজিত বিক্ষোভ মিছিল।

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের সফলতার জন্য আমরা আন্তরিক দোয়া করছি।

বই কিনুন বই পড়ুন

প্রিয়জনকে ইসলামী বই উপহার দিন

বিশ্ববরেণ্য তাফসীর 'তাফহীমুল কুরআন'
সহীহ আল-বুখারী, মাসয়ালা-মাসায়েল,
ইসলামী সাহিত্যরাজি, জীবনী গ্রন্থ,
ঐতিহাসিক উপন্যাস ও আরো অসংখ্য গ্রন্থের
প্রকাশক, বিক্রেতা ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান

আধুনিক প্রকাশনী

আপনার ব্যক্তিগত পাঠাগার, লাইব্রেরী ও বুকষ্টলের জন্য আমাদের বিক্রয় কেন্দ্রগুলোতে আসুন (ভি.পি.এবং ট্রান্সপোর্টের মাধ্যমেও বই পাঠানো হয়)।

আধুনিক প্রকাশনী

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
২৫ শিরিশদাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৭১১৫১৯১

বিক্রয়কেন্দ্র

৪৩৫/২-এ ওয়্যারলেস রেলগেইট
বড় মগবাজার, ঢাকা- ১২১৭
ফোন : ৯৩৩৯৪৪২

১০, আদর্শ বই বিপনী
বায়তুল মোকাররম
ঢাকা-১০০০

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের সফলতা কামনা করছি

বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে আমরাও নিজেদেরকে এগিয়ে নিচ্ছি।

অডিও ভিডিও ক্যাসেটের পাশাপাশি ১০০ বছরের সংরক্ষণের নিশ্চয়তায়

সংগ্রহ করুন

আমাদের উল্লেখযোগ্য ক্যাসেটের

সিডি ও ভি সি ডি

তাছাড়া আপনার যে কোন ক্যাসেট
সংরক্ষণের জন্য সিডিতে কনভার্ট করে নিন।
চলে আসুন আমাদের শো-রুমে।
আমাদের প্রযোজিত ৩ শতাধিক ক্যাসেট থেকে
আপনার পছন্দেরটি সংগ্রহ করুন।

ক্যাসেট ক্রয় করার সময় CHP মনোগ্রাম দেখে নিন।

স্পন্দন অডিও ভিজ্যুয়াল সেন্টার

ঢাকা শো-রুম
৪৩৫, এ-২ চাষীকল্যাণ ভবন
(ওয়্যারলেস রেলগেইট) বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৪২২১৫, ৪১৩২৯০, ০১৭৮২৭৯৫৩
e:mail:spondon@bangla.net.

চট্টগ্রাম শো-রুম
ইসকপ অডিও ভিডিও সেন্টার
আন্দরকিল্লা শাহী মস্‌জিদ মার্কেট (২য় তলা)
চট্টগ্রাম
ফোন : ০১৭৩৮১৯৬০

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সম্মেলন বয়ে আনুক শ্রমিক সমাজের জন্য আলোকবর্তিকা।

ডাঃ এম, এ, মোতালেব

এম.বি.ডি .এ (ঢাকা). (দন্ত চিকিৎসক)

ইউনিট চেয়ার, আল্ট্রাসনিক এস্কেলার, লাইট কিওর, মেশিনসহ অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সজ্জিত।

- নষ্ট দাঁত না তুলে R.C.T.
- দুর্ঘটনায় পড়ে যাওয়া দাঁত পুনঃস্থাপন।
- উঁচু দাঁত নিচু করাসহ অপারেশন সুবিধা এবং ব্যথা মুক্তভাবে নাক, কান ফোঁটানো হয়।
- কম্পিউটারের মাধ্যমে রোগীর সকল তথ্যাদি সংরক্ষণ করা যায়।

আধুনিক ওরাল এন্ড ডেন্টাল কিওর

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ও জেনারেটর সমৃদ্ধ।

হাইস্কুল গেট (মসজিদ সংলগ্ন) নওয়াপাড়া, যশোর ফোন ঃ ০৪২২২-৫০২

"দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত বিদ্যা অর্জন কর॥"

আপনার সংগ্রহে রাখার মত কতিপয় গুরুত্বপুর্ণ বই

- মুসলমানকে যা জানতেই হবে।
- ফতওয়া গুরুত্ব ও প্রয়োজন।
- রিয়াদুল জান্নাত।
- নামাযে আমরা যা বলি।
- হিস্‌নুল মুস্‌লিম (যিক্‌র ও দু'আর সমাহার)
- টেম্‌স নদীর তীরে।

এ ছাড়াও অন্যান্য ইসলামী ও রুচিশীল বই, ষ্টেশনারী সামগ্রী আমরা সরবরাহ করছি।

নবযুগ প্রকাশনী

৪৯১, ওয়্যারলেস রেল গেইট, বড় মগবাজার, ঢাকা।
(দৈনিক সংগ্রামের বিপরীতে) ফোন ঃ ৯৩৩৪১৮২

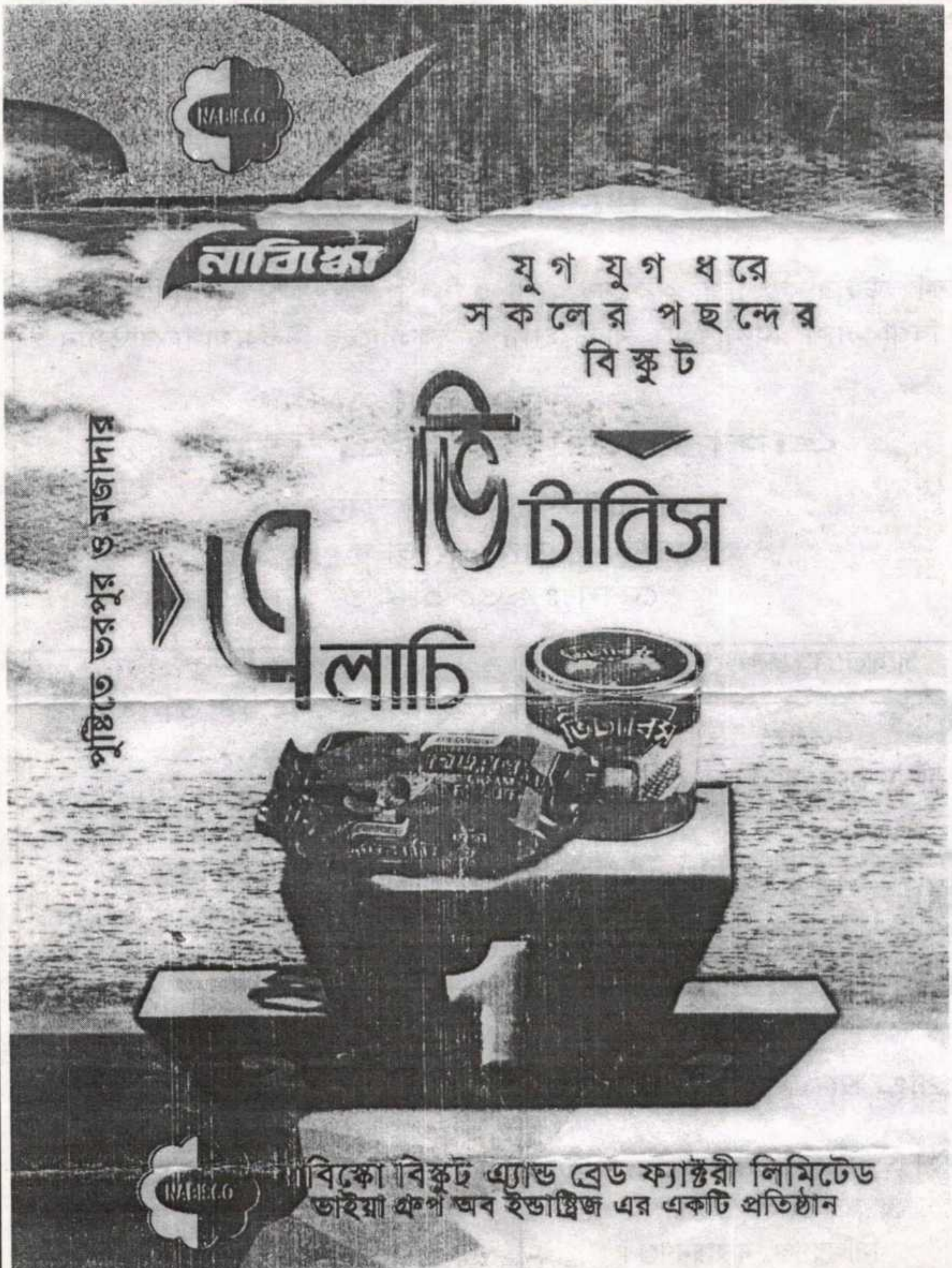
NABISCO
নাবিস্কো
যুগ যুগ ধরে
সকলের পছন্দের
বিস্কুট
ভিটাবিস
এলাচি
পুষ্টিতে ভরপুর ও মজাদার
নাবিস্কো বিস্কুট এ্যান্ড ব্রেড ফ্যাক্টরী লিমিটেড
ভাইয়া গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ এর একটি প্রতিষ্ঠান
NABISCO

"শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর আগেই তার মজুরী পরিশোধ কর" – আল হাদীস

কম্পিউটার কম্পোজ, অফসেট ছাপা ও বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় খাতা ছাপা ও সরবরাহের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

এস. এস. প্রিন্টার্স

প্রোপাইটরঃ আব্দুল কুদ্দুস
৪৩৫, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৫৩৪২৩

সম্মেলনের সফলতা কামনায় -

HHP

হাদীদ হার্ডওয়্যার এন্ড পেইন্ট ষ্টোর

এখানে যাবতীয় হার্ডওয়্যারের মালামাল ও দেশী বিদেশী সকল প্রকার রং পাইকারী ও খুচরা পাওয়া যায়।

প্রোঃ- মাওলানা আবদুল হক

হাজী এ রহমান সুপার মার্কেট, ১ম তলা,
দোকান নং ২৩ চিটাগাংরোড,
সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ।

মানবতার মুক্তির জন্য
ইসলামের বিজয় অনিবার্য

মুশফিক ট্রেডার্স

সর্বপ্রকার ঘড়ি মেরামত ও
টেলিফোনের নির্ভরযোগ্য প্রতিষষ্ঠান

প্রোঃ মুঃ আনিছুর রহমান চৌধুরী

১৬২/৪, শান্তিনগর বাজার
ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৩৩৩৪৬

"ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সফল হোক"

মোস্তফা ডেকোরেটর

বিবাহ, জন্মদিন, সুন্নতে খাৎনার গেইট, পেন্ডেল, ষ্টেজ ও যে কোন অনুষ্ঠানের জন্য জিনিস পত্র ভাড়া দেওয়া হয়।

মোঃ মোস্তফা সরদার
প্রোপাইটর

৫, উত্তর যাত্রাবাড়ী, পার্ক রোড,
ঢাকা ১২০৪
ফোন ঃ ৭৫১৯৮৮৬

মানবতার মুক্তির জন্য ইসলামের বিজয় অনিবার্য

মোঃ সাঈদ বাবুর্চি

বিয়ে, জন্মদিন বৌ-ভাত ও যে কোন অনুষ্ঠানে যথা সময়ে অত্যন্ত যত্নসহকারে খাবার সরবরাহ করা হয়।

যোগাযোগের ঠিকানা

নিউ ইষ্টার্ণ ডেকোরেটর
৪ নং অভয়দাস লেন, টিকাটুলী,
ঢাকা- ১২০৩

মোস্তফা ডেকোরেটর
৫ নং উত্তর যাত্রাবাড়ী
রওশন মাদবর বাড়ী

মোবাইল ০১৭-৬১২১২০

অনন্য জুয়েলার্স

ANANNA JEWELLERS

রুচিসম্মত ডিজাইনের স্বর্ণ-রুপার গহনা গ্যারান্টি সহকারে প্রস্তুত ও বিক্রয় করা হয়।

৪৮, তাঁতী বাজার
ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭৩৯১০৯৮

হাজী সামাদ সুপার মার্কেট
১১নং দোকান (দোতলা)
যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪
ফোন : ৭৫১৫১০৪

ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সফল হোক

টেলিফোন নং ঃ
৪১৩৪৫৭(চৌধুরী পড়া)
৯৩৩৯৫০৪ (রামপুরা)
৯৩৫১৫২৫ (হাজীপাড়া)
০১৭৮০৭৯০৯

বিসমিল্লাহ্ স্যানিটারী মার্ট

BISMILLAH SANITARY MART

এখানে যাবতীয় স্যানিটারী সি.আই, জি.আই, পাইপ ফিটিং, খুচরা ও পাইকারী বিক্রয় ও সরবরাহ করা হয়।

৬৯/বি, ডি.আই.টি রোড, মালিবাগ,
চৌধুরীপাড়া, ঢাকা - ১২১৯

"ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের অগ্রযাত্রা সফল হোক"

বিষয়গুলি হয়তো সামান্য কিন্তু ইসলামী বিধানের মৌলিক কিছু প্রশ্নের উত্তরে লিখেছেন

প্রখ্যাত ল্যাপারোসকপিক সার্জন

প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান

প্রফেসর অফ সার্জারী, ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

সুলভে (নামমাত্র মূল্যে) বইগুলো সংগ্রহ করুন

বইয়ের নাম	নির্ধারিত মূল্য (ফিকস্ড প্রাইস)
পবিত্র, কুরআন, হাদীস ও বিবেক বুদ্ধি অনুযায়ী	
১। মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য	টা. ১২/-
২। নবী-রসূল (সঃ) প্রেরনের উদ্দেশ্য এবং তাদের সঠিক অনুসরনের মাপকাঠি	১০/-
৩। নামাজ কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে	১২/-
৪। মুমিনের এক নাম্বার কাজ কোনটি এবং শয়তানের এক নাম্বার কাজ কোনটি	১২/-
৫। কোন কাজ 'আল্লাহর ইবাদত' হওয়ার জন্যে অবশ্য পূরনীয় শর্তসমূহ	৯/-
৬। বিবেক-বিরুদ্ধ কথা মানার আগে এবং বিবেক সিদ্ধ কথা ছাড়ার আগে অবশ্য পূরনীয় শর্তসমূহ	১০/-
৭। ইচ্ছাকৃতভাবে জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্য ছাড়া কুরআন পড়লে গুনাহ্ না সওয়াব ?	১২/-
৮। ইসলামের মৌলিক বিষয় ও গুরুত্বপূর্ণ হাদীস কোনগুলো এবং কামেল হওয়ার ও বেহেশত পাওয়ার সর্বনিম্ন প্রয়োজনীয়তা কি তা জানা ও বুঝার সহজতম উপায়।	১২/-
৯। ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করলে গুনাহ্ হবে কি হবে না ?	১২/-
১০। আল-কুরআন ভাব প্রকাশ করে আবৃত্তির সুরে পড়তে হবে ? না একই ভঙ্গিতে সুর করে পড়তে হবে ?	১২/-

প্রাপ্তিস্থান

১. ইনসাফ ডায়াগনষ্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার
১২৯ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা। ফোন : ৯৩৫০৮৮৪, ৯৩৫১১৬৪

২. তাসনিয়া বই বিতান
৪৯১/১ ওয়্যারলিছ রেলগেট, বড় মগবাজার ঢাকা।
ফোন : ০১৭-৩৬৮৩১৪

৩. ইসলাম প্রচার সমিতি
কাঁটাবন, ঢাকা

এছাড়া দেশের বিভিন্ন অভিজাত লাইব্রেরীসমূহে

চট্টগ্রাম বন্দরে মালামাল দ্রুত ও নিরাপদে উঠানামার রেকর্ড সৃষ্টিতে সকলের সার্বিক সহযোগীতা একান্ত কাম্য

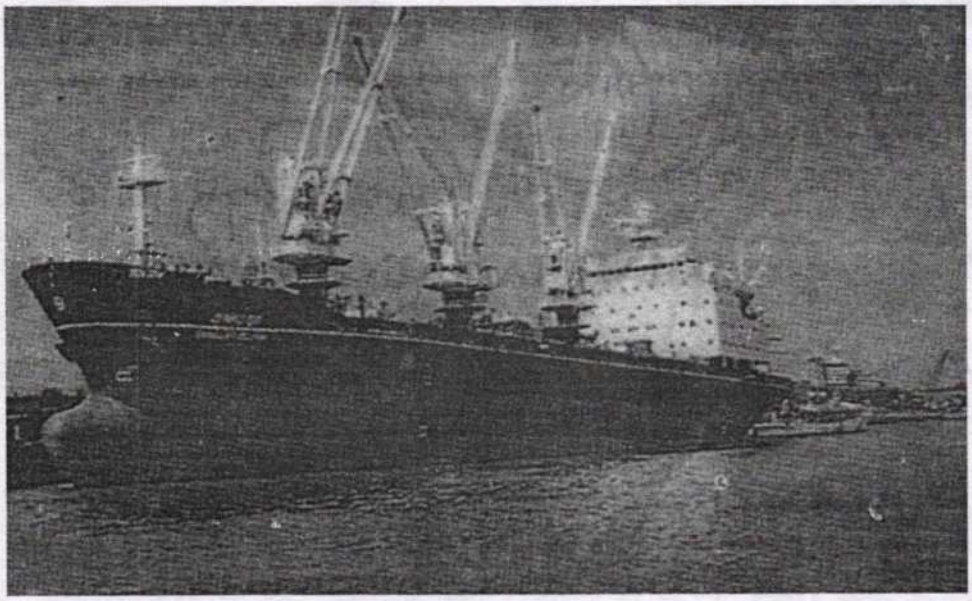

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

(জাতির সেবায় নিয়োজিত)

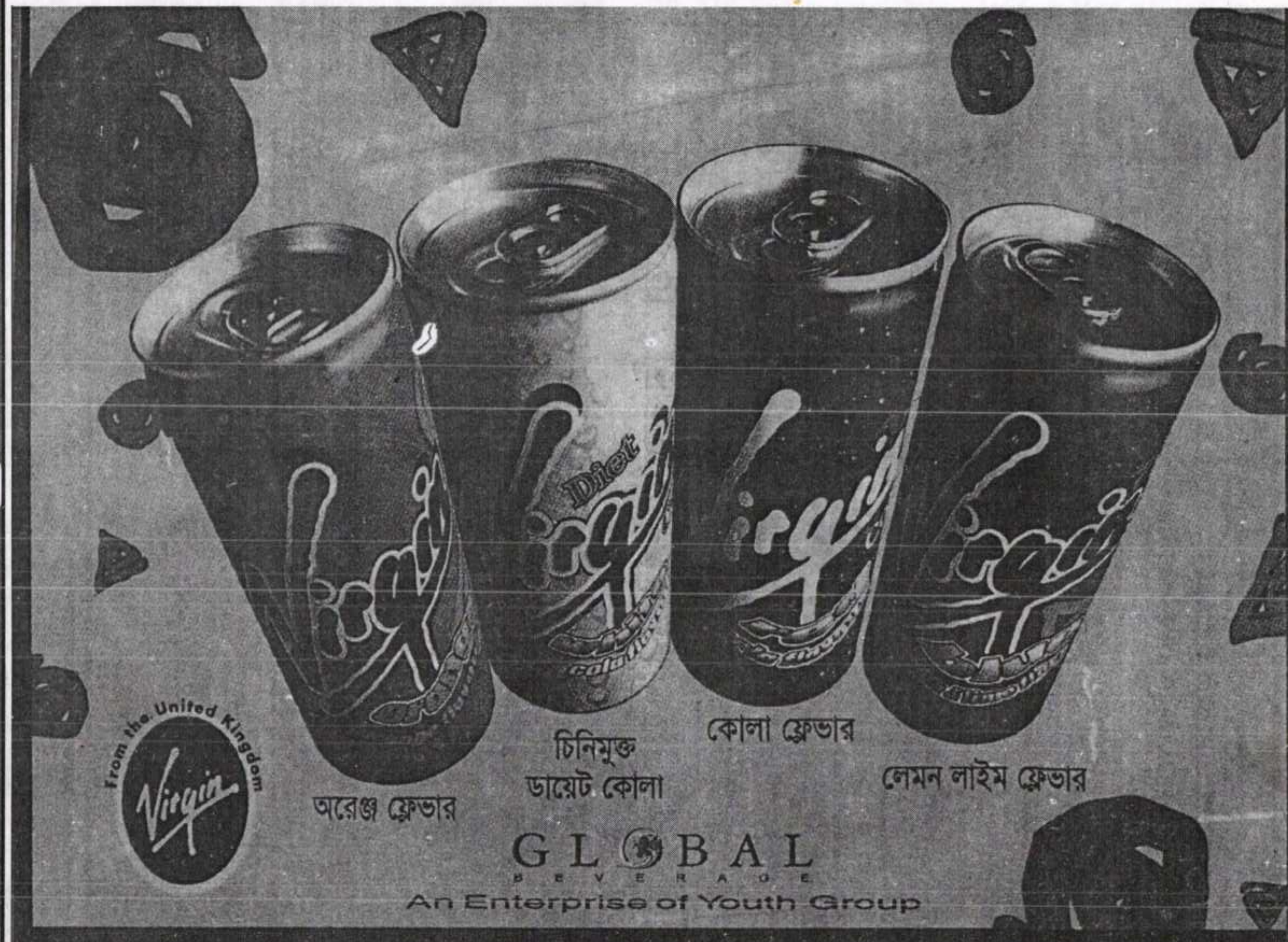
From the United Kingdom
Virgin
Diet
অরেঞ্জ ফ্লেভার
চিনিমুক্ত
ডায়েট কোলা
কোলা ফ্লেভার
লেমন লাইম ফ্লেভার
GLOBAL
BEVERAGE
An Enterprise of Youth Group

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারশনের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের সফলতা কামনা করছি

কল্যাণ প্রকাশনী

শ্রমিক ও শ্রমের মর্যাদা সংক্রান্ত ইসলামী জ্ঞান আহরণের জন্য আমাদের প্রকাশনায় আসুন। কুরআন ও হাদীসের আলোকে নিজেকে জানুন।

কল্যাণ প্রকাশনীর বই সমূহ

- কুরআন ও হাদীসের আলোকে পূর্ণাঙ্গ মানব জীবন
- ইসলামী শ্রমনীতি
- ছোটদের মওদূদী
- নামাজ কি শিখায়
- ইসলামী আন্দোলনে শ্রমজীবি মানুষের দায়িত্ব কর্তব্য
- মহানবী (সাঃ) এর ঐতিহাসিক ভাষণ
- কুরআন ও হাদীসের আলোকে নেতা নির্বাচন
- ইসলামী শ্রমনীতি ও ট্রেড ইউনিয়ন
- ইসলামী শ্রমনীতির মূল কথা
- জাকাত কি শিখায়
- তাক্বওয়া পরহেযগারীর মর্মকথা
- ইসলামী আন্দোলনে মহিলা কর্মীর দায়িত্ব কর্তব্য
- শ্রমিক আন্দোলন ও মাওলানা মওদূদী
- ইসলামের সমরনীতি (দারসে কুরআন সিরিজ)

এছাড়া জামায়াত প্রকাশনী, আধুনিক প্রকাশনী, শতাব্দী প্রকাশনী, কাটাবন বুক কর্নার এবং অন্যান্য প্রকাশনীর বই পুস্তক ও খাতা কলম সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

প্রাপ্তিস্থানঃ

কল্যাণ প্রকাশনী

(বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন পরিচালিত)
৪৩৫, এলিফ্যান্ট রোড
বড়মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৩১৫৮১, ৯৩৩১২৩৯/৪৫

ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল

১০০ বেডের স্বয়ং-সম্পূর্ণ হাসপাতাল

সব ধরনের পরীক্ষায় ২৫% ছাড়

এখানে অত্যাধুনিক মেশিনে ঃ

- এক্স-রে (৫০০, m.a)
- আলট্রাসনোগ্রাম
- ইকোকার্ডিওগ্রাম
- ভিডিও এন্ডোস্কপি
- ভিডিও কোলনোস্কাপি

এছাড়াও সব ধরনের প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়।

কম খরচে সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধাসহ অভিজ্ঞ সার্জন দ্বারা

- জেনারেল সার্জারী
- ল্যাপারোস্কপি (পেট না কেটে পিত্তথলি ও এর পাথরের অপারেশন)
- প্লাষ্টিক সার্জারী
- গাইনী এন্ড অবসটেট্রিক্স
- চক্ষু ও ডেন্টাল সার্জারী
- নাক, কান, গলা

এছাড়াও যন্ত্রের সাহায্যে মূত্রনালী মূত্রথলি ও প্রোষ্টেট-এর অপারেশন

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কনসালটেশন সেন্টারে সকাল-বিকাল অভিজ্ঞ পুরুষ ও মহিলা ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

ল্যাবরেটরী ২৪ ঘন্টা খোলা

ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল

২৪/বি, আউটার সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা-১২১৭।

ফোন ঃ ৯৩৩৬৪২১-৩, ৮৩১৭০৯০

With Best Compliments Biennial Conference of

Bangladesh Sramik Kalyan Federation

Our Speciality

- In Time Delivery
- *Acceptable Quality*
- Competitive Price

SGL

SWAN GARMENTS (PVT) LTD.

Plot No 258; 193, Dakkhin Khan
Gulshan, Dhaka - 1230
Phone: 8911962, 8918649

WITH BEST COMPLIMENTS BIENNIAL CONFERENCE OF

Bangladesh Sramik Kalyan Federation

Proprietor : Mohiuddin Monju Mian

PANORAMA GROUP

256, West Shewrapara
Mirpur, Dhaka-1216

Phone : 8112726
8117417
812 7074
8127075

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের সফলতা কামনা করছি।

আমরা যে সমস্ত কাজ করে থাকি

১. ভিসার সার্ভিসিং ২. হজ্জ পালনের ব্যবস্থা ৩. ইন্টারন্যাশনাল কুরিয়ার সার্ভিস

- সুদীর্ঘ ২২ বছর আমরা ভিসার সার্ভিসিং করছি। কম সময়ে আন্তরিকতার সাথে ভালো সার্ভিস প্রদান আমাদের বৈশিষ্ট্যঃ

- আমরা নির্ভরযোগ্যতার সাথে কম খরচে হজ্জ যাত্রীদের হজ্জ পালনের ব্যবস্থা করে থাকি। আপনার আব্বা-আম্মা বা আত্মীয় স্বজনের হজ্জের দায়িত্ব আমাদের উপর নিশ্চিন্তে অর্পণ করতে পারেন।

- এ সাথে আমরা সৌদি আরব ও বাংলাদেশ-এর মধ্যে দ্রুত ও নির্ভরযোগ্য কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপনের সফল ভূমিকা রাখছি। প্রবাসী বাংলাদেশীদের চিঠি, ডকুমেন্টস, পার্সেল ইত্যাদি বিশ্বস্ততা ও দায়িত্বের সাথে দ্রুত ৬৪টি জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের ঠিকানায় পৌঁছে দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

এশিয়া ড্রাগন ট্রেডিং কোং

ASIA DRAGON TRADING CO.

এশিয়ান ইন্টারন্যাশনাল কুরিয়ার সার্ভিস
FIRST BANGLADESH TRAVEL AGENCY

ফার্ষ্ট বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সি
ASIAN INTERNATIONAL COURIER SERVICE

ঢাকা অফিস	রিয়াদ অফিস
৩০, মালিটোলা রোড	পোষ্ট বক্স নং - ২২৩০৯
ঢাকা- ১১০০	রিয়াদ - ১১৪৯৫
ফোন - ৯৫৫৭২১৪	ফোন - ৪০৬৬৩৭৩
ফ্যাক্স - ৯৫৫৯৭৩৮	৪১২১৫৩৮
email:dsp@agni.com	ফ্যাক্স- ৪০৫২৩৯০

We Wish The Best Compliments From

WAL

M/S WONDER APPARELS LTD.

Head office : 125/A Motijheel C/A
Islam Chamber,
13th floor
Dhaka-1000.
Tel : 9566326

Factory : 413, New Jurain
Alam Supper Market
Dhaka.
Tel- 7411938

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের সফলতার জন্য আমরা আন্তরিক দোয়া করছি।

ঐতিহ্যবাহী শিল্প প্রতিষ্ঠান কেরু এ্যান্ড কোং (বাংলাদেশ) লিমিটেড এর উৎপাদিত ভিনেগার কিনুন।

ভিনেগার ঃ

- গুণে-মানে অদ্বিতীয়
- স্বাদে-রুচিতে অনন্য
- পরিপাকে সাহায্যকারী
- আচার-সস্ সংরক্ষণে অতুলনীয়
- বাজারের সেরা
- কেরুজ মলটেড ভিনেগার
- কেরুজ সাদা ভিনেগার

কেরু এ্যান্ড কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেড
দরশনা, চুয়াডাঙ্গা, বাংলাদেশ
ফোন ঃ দরশনা-১৭, চুয়াডাঙ্গা-২৩০২

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

তোমাদের উত্তরাধিকারীদের
নিঃস্ব পরমুখাপেক্ষী ও
অপর লোকের উপর নির্ভরশীল করে
রেখে যাওয়া অপেক্ষা
তাদের স্বচ্ছল, ধনী, সম্পদশালী রেখে যাওয়া
তোমাদের পক্ষে অনেক উত্তম।

- আল হাদীস (বুখারী শরীফ)

ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ
বাংলাদেশে শরীয়াহ্ ভিত্তিক প্রথম ও একমাত্র
ইসলামী জীবন বীমা (তাকাফুল)

আমাদের বৈশিষ্ট

সুদমুক্ত হালাল বীমা ব্যবস্থা

লাভ ও লোকসানে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত

পরস্পরের মধ্যে দায়িত্বের অংশীদারিত্ব

সকলের স্বার্থ সংরক্ষণ ও কল্যাণমুখী ব্যবস্থা

পারস্পরিক সংহতি ও সহযোগিতা

ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ
পারস্পরিক সহযোগিতার অঙ্গীকার
Fareast Islami Life Insurance Company Ltd.
হেড অফিস : রূপালী বীমা ভবন, ৭ রাজউক এ্যাভিনিউ, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৫৬৯২১৩, ৯৫৬৭৪৪১, ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯৫৬৭৭৩০

PLOT. SHOP. PLOT.

SPECIAL OFFER-2001

মূল্যের এক বিরাট সুযোগ!!

৪৮/৬০ মাসের কিস্তি!!

GARDEN CITY

ঢাকা বাইপাস সড়ক বা এশিয়ান হাইওয়ে এর কাঁচপুর-নয়াপুরের সংযোগ এলাকার প্রকল্প

ICAB CITY

ঢাকার প্রাণকেন্দ্র এবং অভিজাত এলাকা বারিধারা **Diplomatic Zone** এর নিকটস্থ প্রকল্প

- বিদেশে অবস্থানরত **Plot** ক্রয়ে ইচ্ছুক ব্যক্তি নিজ ঠিকানা দিয়ে কোম্পানীর বরাবরে পত্র লিখলে কোম্পানী মূল্য তালিকাসহ অন্যান্য কাগজপত্র ডাকযোগে পাঠিয়ে দিবে।
- ইচ্ছুক ব্যক্তি ও তাদের ঘনিষ্ঠজন কোম্পানীর অফিসে যোগাযোগ করে কোম্পানীর নিজস্ব পরিবহনে করে সরেজমিনে প্রকল্প দেখতে পারেন

আইকাব হাউজিং

MOHAMMOD ULLAH
MANAGING DIRECTOR
ICAB COMPANY (PVT.) LIMITED
59/3-2, PURANA PALTAN
DHAKA-1000
TEL : 9566903
9566519
7292401 (R)

ইসলামী ব্যাংক

আন্তরিকতাপূর্ণ দক্ষ সেবায় নিয়োজিত

এক নজরে বিভিন্নমুখী সেবা ও কর্মসূচী

- প্রতি শাখায় কম্পিউটারসহ সুইফট, ই-মেইল প্রভৃতি সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষ সেবার নিশ্চয়তা প্রদান।
- ব্যাংকিং খাতে সর্বপ্রথম ওয়েব সাইট চালু করে ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্যাবলী অবহিতকরণ।
- প্রধান কার্যালয়ের আন্তর্জাতিক ডিভিশনে ডিলিং রুম (Dealing Room) ও রয়টার সার্ভিস চালু করে দ্রুত আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন।
- বিশ্বব্যাপী ৭৭৫টি বিদেশী ব্যাংক ও করেসপন্ডেন্ট-এর মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনায় স্থানীয় ব্যাংকসমূহের মধ্যে শীর্ষ পর্যায়ে অবস্থান।
- দৈনন্দিন ব্যাংকিং লেনদেনের ক্ষেত্রে নিজস্ব কম্পিউটার সফটওয়্যার আইবিবিএস (IBBS) ব্যবহার।
- নির্বাচিত শাখাসমূহে এটিএম (ATM) সুবিধা চালু করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- বিভিন্ন শাখায় লকার সার্ভিসের ব্যবস্থা আছে।
- আল-ওয়াদিয়াহ চলতি হিসাব এবং মুদারাবা ভিত্তিক সঞ্চয়ী ও বিভিন্ন মেয়াদী হিসাব ছাড়াও অধিকতর মুনাফা ভিত্তিক মুদারাবা হজ্জ সঞ্চয়ী হিসাব (হজ্জ পালনে ইচ্ছুকদের সঞ্চয় গড়ে তোলার জন্যে ১ বছর থেকে ২৫ বছর মেয়াদী), মুদারাবা বিশেষ সঞ্চয় (পেনশন) হিসাব (৫ বছর ও ১০ বছর মেয়াদী), মুদারাবা বৈদেশিক মুদ্রা জমা হিসাব (সঞ্চয়) ও মুদারাবা মাসিক মুনাফা সঞ্চয় হিসাব খোলার এবং মুদারাবা সঞ্চয় বন্ড (৫ বছর ও ৮ বছর মেয়াদী) ক্রয়ের জন্য ব্যবস্থা বিদ্যমান।
- সীমিত আয়ের চাকুরীজীবী ও পেশাজীবীদের গৃহ সামগ্রী ক্রয় ও জীবন-যাত্রার মানোন্নয়নের জন্য গৃহ সামগ্রী বিনিয়োগ প্রকল্প ও কার বিনিয়োগ প্রকল্প চালু করে এ ক্ষেত্রে ব্যাংকিং জগতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।
- ক্ষুদ্র ব্যবসা বিনিয়োগ প্রকল্প, ক্ষুদ্র শিল্প বিনিয়োগ প্রকল্প, ডাক্তার বিনিয়োগ প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।
- কৃষি সরঞ্জাম বিনিয়োগ প্রকল্প ও মিরপুর সিল্ক উইভারস ইনভেস্টমেন্ট স্কীমের আওতায় সহজ শর্তে বিনিয়োগ সুবিধা দেয়ার ব্যবস্থা।
- আবাসন সমস্যা লাঘবে গৃহায়ন বিনিয়োগ প্রকল্প ও রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম।
- গ্রামীণ উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় আদর্শ গ্রাম গঠনে নিয়োজিত।
- এ ছাড়াও শিল্প ও বাণিজ্য, কৃষি, রিয়েল এস্টেটসহ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান।

শাখাসমূহকে মোবাইল ফোন নেটওয়ার্কের আওতায় এনে রেমিটেন্স প্রক্রিয়া দ্রুততর করা হয়েছে।

ইসলামী ব্যাংকের উন্নত সেবা গ্রহণ করে অন্যদেরকেও উদ্বুদ্ধ করুন।

কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তক

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

ইসলামী শরীয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত